আল-ফিরদাউস
সংবাদ সমগ্র
এপ্রিল, ২০২২ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

এপ্রিল, ২০২২ঈসায়ী

****

সূচিপত্র

৩০শে এপ্রিল, ২০২২

বুরকিনা-ফাঁসো | আল-কায়েদা কর্তৃক সামরিক ঘাঁটি বিজয়: ২২ সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসোর একটি সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে অনেক সৈন্য হতাহত হওয়া ছাড়াও, ৮টি সাঁজোয়া যান গনিমত পেয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ২৪ এপ্রিল সকালে, বুরকিনা ফাঁসোর গাসক্যান্ডি শহরে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম। শহরটির একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে তাঁরা এই অভিযানটি চালিয়েছেন, যা প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে চলমান ছিলো।

আঞ্চলিক সূত্র জানায়, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রায় অর্ধশতাধিক প্রতিরোধ যোদ্ধা ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুরো ঘাঁটিটিকে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগেই ঘিরে ফেলেন। এবং ভোরের আলো ফুটতেই সেনা অবস্থানগুলো লক্ষ্য করে তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে বুরকিনিয়ান সামরিক বাহিনীর কয়েক ডজন গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

অপরদিকে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে দাবি করেছে যে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট মুজাহিদদের বরকতময় উক্ত হামলায় তাদের ৭ সেনা সদস্য নিহত এবং আরও ১৫ সেনা সদস্য আহত হয়েছে। বাকিরা কোনরূপ নিজেরদের জীবন নিয়ে ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

পশ্চিমাদের গোলাম বুরকিনিয়ান সেনাদের পালিয়ে যাওয়ার পর ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন মুজাহিদগণ। ঘাঁটিটি বিজয়ের পর মুজাহিদগণ সেখান থেকে ১টি সাঁজোয়া যান, ৭টি গাড়ি, ২৪টি মোটরসাইকেল এবং অসংখ্য অস্ত্র গনিমত লাভ করেন। তবে অভিযানের সময় বেশ কিছু সাঁজোয়া যান ধ্বংসও হয়ে যায়।

মুখোশ উন্মোচন || ইসরায়েলের অনুরোধে হামাস সদস্যদের বহিষ্কার করছে তুরস্ক

কথিত নিরাপত্তা আর অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য তুরস্ক ও ইসরায়েল পর পর কয়েকটি বৈঠক করেছে। আর এসব আলোচনার পর হামাস সদস্যদেরকে তুরস্ক থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তুরস্ক।

ইসরায়েল ভিত্তিক 'হাইওম' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে হামাসের একজন কর্মকর্তা জানান, ফিলিস্তিন ভিত্তিক সংগঠন হামাসের সাথে সম্পর্ক থাকায় কয়েক ডজন লোককে তুরস্ক থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

তিনি জানান যে, তুরঙ্ক কথিত নিরাপত্তা আর অর্থনৈতিক উন্নতির ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক তৈরি আর আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এসব আলোচনার পর হামাস সদস্যদেরকে তুরস্ক থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে।

হামাসের ঐ কর্মকর্তা আরও জানান যে, "গত কয়েক মাস ধরেই সেক্যুলার তুরস্ক 'হামাস' সদস্যদের দেশ ত্যাগ করার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই দেশটি বেশ কয়েকজন হামাস সদস্যকে বহিষ্কার করেছে। বহিষ্কৃতদের মধ্যে হামাসের সামরিক শাখার সাথে গভীর সম্পর্ক রাখেন এমন কয়েকজনও রয়েছেন"।

অন্যদিকে, তুরস্কের সঙ্গে হামাসের আলোচনার সময় বলা হয়েছে যে, হামাস কর্মকর্তাদের দেশ ছাড়ার জন্য ইসরাইল আঙ্কারাকে চাপ দিয়েছে।

এটাও জানা গেছে যে, ইসরায়েল তুরস্ককে হামাসের কর্মকর্তাদের নাম সম্বলিত একটি তালিকা দিয়েছে। যারা তুরস্কে অবস্থান করে সামরিক তৎপরতা চালাচ্ছেন।

ব্রেকিং নিউজ | রুশ ও মালিয়ান সেনাদের উপর আল-কায়েদার যুগান্তকারী হামলা : নিহত ১০০ এর অধিক

মালিতে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনী এবং দখলদার রাশিয়ান বাহিনীর উপর যুগপত হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ডজন ডজন সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে ৩০টি সাঁজোয়া যান ও ১টি হেলিকপ্টার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২৭ এপ্রিল মধ্য মালির মোপ্তি রাজ্যের সেভারি এবং সেগোউ অঞ্চলে হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম। এসময় তাঁরা মালির কেন্দ্রীয় এই রাজ্যটিতে গাদ্দার সেনাবাহিনী ও রুশ সৈন্যদের ১০টি ঘাঁটি লক্ষ্য করে একযোগে হামলা চালিয়েছেন।

সূত্রটি আরও যোগ করেছে যে, এই অভিযানে আল-কায়েদার প্রায় দুই শতাধিক প্রতিরোধ যোদ্ধা অংশগ্রহন করেছিলেন। যারা সবাই ভারি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একই সময়ে তিনটি ভিন্ন অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্যবস্তু করে একযোগে হামলা চালিয়েছেন। মূল লড়াইয়ের পূর্বে প্রতিরোধ যোদ্ধারা ৩টি কেন্দ্রীয় ঘাঁটি লক্ষ্য করে প্রথমে বিস্ফোরক ভর্তি ৩টি গাড়ি নিয়ে ইস্তেশহাদী হামলা চালান। যার ফলে সেনারা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আর এই সুযোগে অন্যান্য ইনগিমাসি প্রতিরোধ যোদ্ধারা ঘাঁটিতে ঢুকে পড়েন এবং তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেন। যা দীর্ঘ ৫ ঘন্টা ধরে চলমান থাকে।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামা'আত নুসরতুল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) দ্বারা সংগঠিত এই হামলায় ১০০ এর বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে। একই সাথে আহত হয়েছে আরও অসংখ্য দখলদার ও গাদ্দার সৈন্য। যাদের মাঝে রাশিয়ান ভাড়াটে সামরিক কোম্পানি ওয়াগনারের অনেক সৈন্যও রয়েছে। বলা হয় যে, রাশিয়া মালিতে যুদ্ধে জড়ানোর পর তাদের উপর এটিই আল-কায়েদা কর্তৃক সবচাইতে বড় ধরণের হামলা।

সূত্র মতে, জেএনআইএম এর বীর যোদ্ধাদের বরকতময় এই হামলায় ঐ ১০টি সামরিক ঘাঁটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই সাথে ৩০ টিরও বেশি সামরিক যান ধ্বংস হয়েছে। এদিকে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের

প্রতিহত করতে বিমান হামলাও চালায় কুফ্ফার বাহিনী। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি তাদের। কেননা আল-কায়েদা যোদ্ধারা গুলি করে সামরিক বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারও ক্ষতিগ্রস্ত করেন। জানা যায় যে, মুজাহিদদের হামলার শিকার হওয়া হেলিকপ্টারটি কিছুদিন আগে রাশিয়া সরকার মালিয়ান সামরিক বাহিনীকে দিয়েছিল।

এদিকে মালিয়ান সেনাবাহিনী হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করলেও, সবসময়ের মতো এবারও তারা হামলায় নিহত সৈন্যের সংখ্যা গোপন করার চেষ্টা করছে।

বিশ্লেষকরা প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এমন ব্যাপকভিত্তিক হামলার পর আশা প্রকাশ করে বলেছেন যে, এই হামালটি হয়তো ফরাসি কাপুরুষ সেনাদের মতো নতুন মালির নতুন দখলদার রুশ সেনাদের পলায়নের পথ সুগম করবে, ইনশাআল্লাহ্।

২৯শে এপ্রিল, ২০২২

মালিতে আল-কায়েদার হাতে আটক রাশিয়ান ভাড়াটে সৈন্য

পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনএইএম ঘোষণা করেছে যে, তাঁরা দখলদার রাশিয়ান ভাড়াটে বাহিনীর আরও এক সৈন্যকে জীবিত বন্দী করেছেন।

সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্কগুলিতে প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর দেওয়া এত বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মালির সেগোউ অঞ্চলে স্থানীয় গাদ্দার সেনাবাহিনীর সাথে যৌথ অভিযানে অংশ নেয়া এক রাশিয়ান সৈন্যকে জীবিত বন্দী করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, মুজাহিদদের হাতে বন্দী হওয়া উক্ত সৈনিক রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনারের সদস্য; জে ওয়াগনারকে পুতিনের ভাড়াটে বাহিনী বলা হয়ে থাকে। চলতি বছরের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তাকে সহ ডজনখানেক স্থানীয় গাদ্দার সৈন্যকে আল-কায়েদার ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা আটক করেছিলেন।

রাশিয়া বর্তমানে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের পরে মালিতে তার কার্যকারিতা বাড়াতে শুরু করেছে। স্থানীয় গাদ্দার সেনাবাহিনীর সাথে দেশটিতে ল্যান্ডিং অপারেশন চালিয়ে থাকে তারা। কিন্তু মালিতে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের একের পর এক আঘাতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে রাশিয়ান বাহিনী।

আল-কায়েদার বিবৃতিতে অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত তাদের যোদ্ধারা রুশ ও মালিয়ান সেনাবাহিনীর বহু যৌথ অভিযান প্রতিহত করেছেন। এবং তাদের একাধিক গাড়ি বহরে অতর্কিত সফল হামলাও চালিয়েছেন। এতে অসংখ্য দখলদার সৈন্য হতাহত হওয়া ছাড়াও বন্দী হয়েছে আরও অনেক সৈন্য। যার ধরা এখনো চলমান রয়েছে।

আর এভাবেই আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট বীর মুজাহিদরা মালি ও পশ্চিম আফ্রিকা নিয়ে একটি সফল ইসলামি ইমারতের ভিত্তি তৈরির কাজ দৃঢ়তাঁর সাথে সম্পন্ন করে যাচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

স্মৃতিতে উসমান বাতুর : যে বীর একাধারে লড়েছেন দখলদার রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে

পূর্ব তুর্কিস্তান; নামটি শুনলেই চোখে ভেসে উঠে অসহায় নিপিরিত উইঘুর ও কাজাখ মুসলিমদের কথা। আরও ভেসে উঠে তাদের উপর দখলদার চীনাদের বর্বর নির্যাতনের রোমহর্ষক বর্ণনার কথা। কিন্তু এই পূর্ব তুর্কিস্তান একদিন স্বাধীন ছিল। আর তাদের ছিল একজন উসমান বাতুর।

দুই দখলদার পরাশক্তি রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে সমান্তালে যুদ্ধ করে উসমান বাতুর ছিনিয়ে এনেছিলেন পূর্ব-তুর্কিস্তানের স্বাধীনতা। ১৯৫১ সালের ২৮ এপ্রিল, ঔপনিবেশিক রাশিয়া ও পূর্ব তূর্কিস্তানে স্বৈরাচারী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা কাজাক মুসলিম বীর উসমান বাতুরকে চীনা প্রশাসন গ্রেফতার করে। আর ১৯৫১ সালের আজকের এই দিনেই তাকে গুলি করে হত্যা করে দখলদার চাইনিজরা; শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তিনি চলে যান তাঁর মহান রবের সান্নিধ্যে।

মুসলিম এই ঈগলের প্রকৃত নাম উসমান ইসলামগ্লু। অদম্য সাহসিতার দরুন মানুষ তাকে "উসমান বাতুর" বলেই ডাকতে বেশি ভালোবাসত! "বাতুর" শব্দের অর্থ "সাহসী / বীর"

কাজাকের আলতাই অঞ্চলের কোকতোগায়-এর অন্তর্গত ওংদিরকারায় এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে ১৮৯৯ সালে উসমান বাতুর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কাজাখ আইতুভগান গোত্রের। তার পিতা ছিলেন ইসলাম বে। তার শৈশব কেটেছে দ্বীনি পড়ালেখা করে। যুবক বয়সে তিনি বোকে বাতুর নামের এক উস্তাদের কাছ থেকে গেরিলা যুদ্ধকৌশল আয়ত্ত করেন। পাশাপাশি তিনি ঘোড়সওয়ারি এবং মার্শাল আর্টেও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তিনি ছিলেন দক্ষ ঘোড়সওয়ার, অভিজ্ঞ শিকারি এবং সম্মুখ ও গেরিলা যুদ্ধে অভিজ্ঞ এক টগবগে তরুণ।

মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর উপর ঔপনিবেশিক রাশিয়া আর চীনের আগ্রাসন ছোটবেলা থেকেই উসমানের হৃদয়ে গভীরভাবে দাগ কাটে। তিনি বেশ কয়েকবার চীনা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ছোটো-বড় আন্দোলনে অংশ নেন। মধ্য এশিয়ার বিস্তৃর্ণ আলতাই পর্বতমালা ও পূর্ব তুর্কিস্তানের মজলুম মুসলিমদের অধিকার আদায়ের লক্ষে ১৯১১ সালে শ্বেত ভল্লুক রাশিয়া আর চাইনিজদের বিরুদ্ধে তিনি পর্বতসম প্রতিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তার ৩ ছেলে শারদিমান, নিয়ামতউল্লাহ ও নবী তার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ১৯৪১ সালে রুশ ভল্লুকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নেন। আলতাই পর্বতমালায় খনিজ সম্পদ লুট করতে আসা রুশদের উপর ১৯৪১ সালের ১০ মে ওসমান বাতুর তাঁর সাথীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেক রাশিয়ান সন্ত্রাসীকে সেদিন গুলি করে হত্যা করা হয়।

একদিকে চীনারা, অপরদিকে রাশিয়ানরা অনেক সামরিক চাপ প্রয়োগ করা স্বত্বেও উসমানদের আন্দোলনকে দমন করতে পারেনি। ১৯৪২ সালের মার্চ থেকে ১৯৪৩ এর এপ্রিলের মধ্যে উসমানের নেতৃত্বে চীনের বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযান চালানো হয়, যার ফলে চীন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। উসমানের সাথে না পেরে

উঠে চীন উসমানের দ্বিতীয় স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ৫ কন্যাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এরপর তার একমাত্র ভাই দেলিলহান ইসলামোগ্লু কে ১৯৪২ সালে শহীদ করে দেয়।

১৯৪৩ সালের ২২ই জুলাই বুলগুনের একটি অনুষ্ঠানে উসমান বাতুরকে আলতাই কাজাকের মজলুম জনগণের শাসক হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তারপর আর তাকে পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। মুসলিম ভূমি উদ্ধারের অদম্য স্পৃহা তাকে প্রচন্ড আন্দোলিত করতে থাকে। মজলুমদের অধিকার ফিরিয়ে আনার বাসনায় ছুটে চলা দিগ্বিজয়ী উসমান ১৯৪৫ সালে হাতে গোনা কয়েকটি শহর ব্যতীত সমগ্র পূর্ব তূর্কিস্তানকে চাইনিজ দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে দখলদার চাইনিজরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। উসমান বাতুরের বিজয়াভিযান রুখতে তারা উক্ত অঞ্চলে সদলবলে অভিযান চালায়।

আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র আর অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আক্রমণের ফলে অবশেষে ১৯৫১ সালে চাইনিজরা কানাম্বালে উসমান বাতুরকে অবরুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। তারা তাকে গ্রেফতার করে পূর্ব তূর্কিস্তানের উরুমকিতে নিয়ে আসে। পরদিন অর্থাৎ ২৯ শে এপ্রিল ১৯৫১ সালে দখলদার চীনা প্রশাসন উসমান বাতুরকে জনসম্মুখে গুলি করে শহীদ করে দেয়।

আর এর মাধ্যমেই একটি জাতির বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়ে আসে।

গ্রেফতারের পূর্ব মুহূর্তে সাহসী বীর উসমান বাতুরের মুখসৃত শেষ উক্তিটি নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহকে আজো প্রেরণা যোগায়ঃ-
"আমি মৃত্যুবরণ করতে পারি, কিন্তু জেনে রাখো! কিয়ামত অবধি আমার জাতি জিহাদ চালিয়ে যাবে।"

উল্লেখ্য, পূর্ব তুর্কিস্থানের মুসলিমদের উপর কমিউনিস্ট চায়নার অত্যাচার নির্যাতন এখন তীব্রতর হয়েছে। ইসলামের উপর ক্র্যাকডাউন চালাচ্ছে চীন সরকার। পূর্ব তুর্কিস্তানের জনসংখ্যা আড়াই কোটির মতো। এরমধ্যে প্রায় ৩০ থেকে ৫০ লাখ মুসলিমকে চীন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আটকে রেখেছে। গণধর্ষণ, শুকুরের মাংস খেতে বাধ্য করা, মেডিকেল এক্সপেরিমেন্ট, অত্যাচার- নির্যাতন, আল্লাহকে গালি দিতে বাধ্য করা, জোরপূর্বক কমিউনিস্ট সবক দিয়ে ব্রেইনওয়াশ ইত্যাদি ক্যাম্পে বন্দী মুসলিমদের নিত্য সঙ্গী। শিশুদেরকে তাদের বাবা মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে নাস্তিক হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। রোযা রাখা, পর্দা করা, দাড়ি রাখা, কুরআনের কপি রাখা এমনকি সালাম দেবার মতো নিরীহ আমলও নিষিদ্ধ করেছে চীন সরকার; এসব করলে জায়গা হচ্ছে ঐ ক্যাম্পে।লুকিয়ে রোজা রাখতে এমনকি তারা বাধ্য হচ্ছেন বাথরুমে লুকিয়ে সাহরি খেতে!

বর্বর চীনারা অসংখ্য মসজিদ ধ্বংস করছে, উইঘুরদের শরীর থেকে অঙ্গ কেটে নিয়ে বিক্রি করছে, উইঘুরদের জোরপূর্বক শ্রম দিতে বাধ্য করছে। উইঘুরদের বাড়িগুলোতে প্রায় ১০ লক্ষ এজেন্ট পাঠিয়েছে চীন সরকার। এরা উইঘুরদের সাথে আত্মীয় পরিচয়ে থাকে। রাতে উইঘুর নারীদেরকে বাধ্য করে এক বিছানায় থাকতে। গোটা তুর্কিস্তান জুড়ে তারা প্রায় ২ কোটি স্মার্ট সিসি ক্যামেরা লাগিয়েছে, যা দিয়ে উইঘুর ও কাজাখ মুসলিমদের প্রতিটি চাল-চলন এমনকি প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি নজরদারি করছে। কোন এক মুসলিমের কোন একটি পদক্ষেপ বা কোন মুখভঙ্গি তাদের কাছে সামান্য অস্বাভাবিক মনে হলেই নিকটস্থ ডিউটি পুলিশের কাছে বার্তা চলে যাচ্ছে, আর পুলিশ এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নিয়ে যাচ্ছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে।

চীন সরকার অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে উইঘুর মুসলিমদের নাম নিশানা মুছে দিতে চাইছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সৌদি আরব, পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ একাজে চীনকে সহায়তা করছে। অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোও নীরবতা বজায় রেখেছে। তারা এমনকি আশ্রয় নেওয়া উইঘুর মুসলিমদের এখন চীনের হাতে তুলে দিতে শুরু করেছে। সৌদি আরব সম্প্রতি উম্রাহ করতে আসা ৭-৮ জন উইঘুর মুসলিমকে আটক করে চীনের কাছে হস্তান্তর করতে যাচ্ছে।

পূর্ব তুর্কিস্থানের অসহায় মুসলিমরা উসমান বাতুরের মতো একজন বীরের পথ চেয়ে রয়েছে। উসমান বাতুরের আজ বড় বেশী প্রয়োজন।

লিখেছেন : ত্বহা আলী আদনান

ইয়েমেন | আল-কায়েদা কর্তৃক হুথিদের পুরো একটি কনভয় ধ্বংস, হতাহত অসংখ্য

ইয়েমেনে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের তীব্র হামলার মুখে পড়েছে কুখ্যাত শিয়া হুতিদের সম্পূর্ণ একটি কনভয়। এতে অসংখ্য সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আল-মালাহিম ফাউন্ডেশনের তথ্য সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ এপ্রিল ইয়েমেনের বায়দা প্রদেশে ইরান সমর্থিত কুখ্যাত শিয়া হুতি বিদ্রোহীদের একটি বড় সামরিক কনভয় হামলার শিকার হয়েছে। সূত্র জানায় যে, রাজ্যটির আত-তুফাইল এলাকা অতিক্রমকালে কনভয়টি অতর্কিত হামলার শিকার হয়।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'আনসারুশ শরিয়াহ্' হামলার সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছে যে, তাদের প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রথমে কনভয়টি টার্গেট করে একটি বিস্ফোরক ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটান। এরপর প্রতিরোধ যোদ্ধারা হালকা ও মাঝারি অস্ত্র দিয়ে তীব্র হামলা চালান। এতি দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে কুখ্যাত শিয়া হুথি মিলিশিয়ারা। আর এই সুযোগেই হুথিদের টার্গেট করে করে হত্যা করতে থাকেন প্রতিরোধ বাহিনীর মুজাহিদগণ।

মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে দিকভ্রান্ত হয়ে অনেক কাপুরুষ মিলিশিয়া পালানোর চেষ্টা করে। আর বাকিরা গুলির আঘাতে নিহত এবং আহত হয়। সেই সাথে মুজাহিদগণ কুখ্যাত হুথি মিলিশিয়াদের পুরো কনভয়টিকে ধ্বংস করে দেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

২৮শে এপ্রিল, ২০২২

শাকিলার গল্প : কাশ্মীরের গল্প

শাকিলা, ১০ বছর বয়সী এই কাশ্মীরি শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় একটি বিনুনিযুক্ত কাপড় দিয়ে ডান চোখ বেঁধে। আমি ও আরেকজন মিলে শাকিলাকে কোনমতে একটি বেঞ্চে বসাই। শাকিলার ডাক্তার জনাব কালদ্রান কুলগাম কে শাকিলার ব্যপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন-

"সে প্রচন্ড ভাবে আঘাত পেয়েছে এবং তাঁর মাথার ডান দিকে গুরুতর ট্রমায় আক্রান্ত হয়েছে। একটি গুলি তাঁর চোখের মধ্যে ছোঁড়া হয়েছিলো। যার দরুন তাঁর চোখ সহ ফোরেন্টাল হাড়, মাথার খুলির একটি অংশ এবং পেশী এবং ত্বকের বেশিরভাগ অংশ ছিঁড়ে গিয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তাঁকে বাঁচাতে আমার প্রায় ত্রিশটিরও বেশি ট্রান্সফিউশন দিতে হয়েছে।"

ভারতীয় বাহিনী যে তিনটি গ্রাম আক্রমণ করেছিলো, শাকিলাদেরটি ছিলো তার মধ্যে একটি। ভারতীয় বাহিনীর দাবি যে, স্বাধীনতাকামীদের আশ্রয় দিচ্ছে সেই গ্রামের মানুষরা। শাকিলা তখন আরও দুজন শিশুর সাথে রাস্তায় খেলা করছিলো। যাদের একজনের বয়স ছিলো পাঁচ বছর এবং অরেকজনের আট বছর। ঠিক সে সময় ভারতীয় বাহিনী গ্রামের প্রতিটি বাড়ী লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। প্রতিটি বেসামরিক মুসলিমদের উপর তারা গুলি চালাতে থাকে যারা মূলত চেষ্টা করছিলো সেই ধ্বংসলীলা থেকে নিজেদের বাঁচানোর।

শাকিলা তাঁর খেলার সাথীদের সাথে তাঁদের দিকে ধেয়ে আসা ভারতীয় বাহিনীর অজস্র গুলি থেকে নিজেদের বাঁচাতে একটি খালে ঝাঁপ দেয়। সেই ছোট্ট প্রাণ গুলি যতটুকু সম্ভব হয় পানির নিচে নিজেদের শ্বাস আটকিয়ে রাখে। শুধুমাত্র নিজেদের বাঁচানোর জন্য। কিন্তু পাঁচ বছর বয়সী শিশুটি আর নিজের শ্বাস আটকে রাখতে পারে নি। সে বাকিদেরও নিজের সাথে খাল থেকে ওপরে টেনে তোলে। ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করে ভারতীয় বাহিনী। এরপর গুলি করা হয় আট বছর বয়সী অপর শিশুটিকেও। নিজের খেলার সাথীদের এমন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ পড়ে থাকতে দেখে শাকিলা ভয়ে চিৎকার করতে করতে সেই খাল থেকে উঠে পালিয়ে যায়।

"তারা আমাকে আমার হাত উপরে তুলতে বলে। আমি তাদের কথামতো তাই-ই করি। কিন্তু তারপরও তারা আমাকে গুলি করে। আমার শুধু এইটুক মনে আছে যে, আমি যখন তাদের দিকে এগোচ্ছিলাম তখন আমি খুব চিৎকার করছিলাম এবং অনেক কান্না করছিলাম। আমি দেখলাম তারা আমার দিকে গুলি ছুঁড়লো এবং এরপরে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম (অর্থাৎ সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো)।"

পরবর্তীতে এভাবেই নিজের উপর ঘটে যাওয়া হিন্দুত্ববাদী হায়েনাদের বর্বরোচিত আক্রমণের বর্ণনা দিচ্ছিল শাকিলা। সে নির্লিপ্তভাবে কথাগুলো বলে যায়, তবে তাঁর মাঝে কিছুটা অস্থিরতাও কাজ করছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল, সে যেন তার ও তার সাথীদের উপর ভারতীয় দখলদারদের এই আক্রমণকে মেনে নিয়েছিল। সে যেন বুঝে গিয়েছিলো যে এটাই তার ও তার মত অন্যান্য মুসলিম শিশুদের নিয়তি, হিংস্র হিন্দু দখলদার সেনারা তাদের সাথে এমন আচরণ-ই করবে।

এভবেই শাকিলা-মুবিনাদের গুলি করে আর ইরপরাধ কাশ্মীরিদের রক্ত প্রবাহিত করে কাশ্মীরে নিজের দখলদারিত্ব কায়েম রেখেছে হিন্দুত্ববাদী ভারত। এমনটাই তারা করেছিলো ১৯৪৭-এ, এমনটাই তার করেছে ১৯৮৯-৯১ সময়ে, আর এমনটাই তারা করে যাচ্ছে ২০১৬-১৭-১৯ এর পর থেকে।

মুসলিম বিশ্ব নির্লিপ্ত; হিন্দুত্ববাদী ভারত তো তাই দাবি করতেই পারে,- "কাশ্মীর আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ!!"

[উইলিয়াম ডব্লিউ বেকার এর "কাশ্মীর হ্যাপী ভ্যালী, ভ্যালী অফ ডেথ" থেকে গৃহীত।]

অনুবাদক : আবু উবায়দা

২৭শে এপ্রিল, ২০২২

উগ্র হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন মোকাবেলায় হিন্দুস্তানের মুসলিমদের প্রতি দেওবন্দের মুফতি আবুল কাসিম নোমানী (হাফি.) এর আহবান

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসিম সাহেব নোমানী গত শুক্রবার ভারতের বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা ভারতে মুসলমানদের উপর অত্যাচারের প্রেক্ষাপটে একটি দিকনির্দেশনামূলক বক্তৃতা প্রদান করেন।

তাঁর ভাষণটি নীচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেছেন -

এই মুহূর্তে হিন্দুস্তানের উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সবার সামনে দৃশ্যমান। প্রত্যেক সচেতন মানুষ জানে মুসলমানদের জন্য ইসলাম ও ইসলামী বিধি বিধান পালনের পরিধি দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে। পরিস্থিতি আরও নাজুক হচ্ছে। আগে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের দোকানপাট পুড়িয়ে দিত, বাড়িতে আগুন দিত, কিছু মুসলিমকে খুন করত। আস্তে আস্তে আবার জখম পূরণ হয়ে যেত।

কিন্তু এখন ইসলামের শরীয়ত বিধি-বিধান ও আচার-অনুষ্ঠানের উপর আঘাত করা হচ্ছে। ইসলামিক পোষাক হিজাবে বাধা, খোলা জায়গায় জুমার নামাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা। নামাজের জন্য আহ্বান আযানে লাউডস্পিকার নিষিদ্ধ করা হচ্ছে এবং অনুরূপ বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে হিন্দুত্ববাদীরা পরিবেশকে যতটা সম্ভব বিষাক্ত ও দূষিত করার চেষ্টা করছে।

সাম্প্রতিক কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিয়ে 'দ্য কাশ্মীর কাইলস' নামে একটি ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে এবং দেশ জুড়ে প্রচার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদীদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের মধ্যে বিদ্বেষ উসকে দেওয়া, যাতে তারা মোটামোটি সফল হয়েছে।

এই অবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের কি করা উচিত?

এটা কারোর ব্যক্তিগত বিষয় নয়, আজ আমি প্রশ্ন করতে চাই, এই পরিস্থিতিতে আমাদের দায়িত্ব কী? আমার কি করা উচিৎ?

তিনটি জিনিস করতে হবে। আমি প্রথমে নিজেকে সম্বোধন করি, তারপর আমার পরিবার, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী, শহরবাসী এবং সারা দেশের মানুষ যতদূর পারি, আমি মনে করি সমস্ত মুসলিমদের এগুলো করতে হবে।

প্রথম কাজ: আত্মসংশোধন, নিজের ঈমান ও আমলকে মজবুত করা।

ভেতর থেকে মন্দতা দূর করার চেষ্টা করুন, কারণ আল্লাহর সাহায্য তাকওয়া ও ধৈর্যের সাথে সম্পৃক্ত। আপনার কাজ সংশোধন করুন, আপনার নৈতিকতা সংশোধন করুন।

সবার আগে নিজের আমল সংশোধন করুন, নির্জন জীবনকে ঠিক করুন, নির্জনে বসে কৃত পাপ থেকে নিজেকে শুদ্ধ করুন, অন্তর ও মনকে পরিশুদ্ধ করুন, মনকে পরিশুদ্ধ করুন, নোংরামি থেকে রক্ষা করুন, আমল সঠিক করুন, মসজিদে অবস্থান গ্রহণ করুন। আল্লাহর নাম পাঠ করুন, তিলাওয়াত করুন, নামাজের ব্যবস্থা করুন।

দ্বিতীয় কাজ:

দ্বিতীয় বিষয় হল ইসলাম এবং মুসলমানদের একটি চিত্র ইসলাম বিদ্বেষীরা বিশ্বের মনের মধ্যে রোপণ করেছে। যে এটি হল সহিংসতার ধর্ম, তারা দেশদ্রোহী, তারা সন্ত্রাসী, তারা অনৈতিক, তারা খুনি, তারা ভীতু। আর ইসলাম ও মুসলমানদের প্রকৃত চিত্র হল ইসলাম আমাদের যা শিখিয়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আমাদের যা বলেছেন, যাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে সভ্যতা গড়ে উঠেছে, আমরা শান্তিপ্রিয়, গরীব-দুঃখী প্রতিবেশীদের সাহায্যকারী। ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে হবে। যাতে করে- যাতে করে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি সাধারণ লকেদের মনে যে ঘৃণা-বিদ্বেষ তরি করে দেওয়া হয়েছে, সেট আমাদেরকে দেখে ভেঙ্গে যায়।

তৃতীয় করণীয়:

মনে রাখবেন, যা করার আমাদের নিজেদেরকেই করতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বর্তমানে যে দুর্বিষহ পরিস্থিতি চলছে মুসলমানের উপর, তার বিরুদ্ধে না কোন রাজনৈতিক দল আওয়াজ তুলছে, আর না কোন রাজনৈতিক নেতা সামনে আসছে। অতএব যা করার তা আমাদেরকেই করতে হবে, আমাদের বাহুর শক্তি দিয়ে আর আমাদের ঈমানের শক্তি দিয়ে। তাই নিজের আমল-আখলাক মজবুত করার পর নিজের অন্তরে সাহস সঞ্চার করুন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পরিবেশ-পরিস্থিতির নাজুকতায় অন্তরে যে ভীতি তৈরি হয়েছে, তাঁর থেকে আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে কিভাবে বের করে আনতে পারি?

এখানে আমার একটি হাদীস মনে এসেছে, আমরা যে রাস্তা ধরে এই দুর্বলতা ও ভীতি আমাদ্দের মাঝে এসেছে, সেই রাস্তা দিয়েই আবার সেটাকে দূর করতে হবে।

হাদিসটি হল -

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»، فقال قائل: ومِن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن»، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن ؟ قال: «حب الدنيا، وكراهية الموت.»

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, "শীঘ্রই এমন সময় আসবে, যখন দুনিয়ার অমুসলিম জাতিগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে এমন ভাবে আহবান করতে থাকবে, যেভাবে মানুষ দস্তরখানে তাদের সাথে খাবার খাওয়ার জন্য একে-অন্যকে আহবান করে।"

জিজ্ঞেস করা হলো, 'তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হবো?'

তিনি বললেন, "না, বরং তোমরা সংখ্যায় হবে অগণিত কিন্তু তোমরা সমুদ্রের ফেনার মতো হবে, যাকে সহজেই সামুদ্রিক স্রোত বয়ে নিয়ে যায় এবং আল্লাহ তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে আল-ওয়াহ্হান ঢুকিয়ে দিবেন।"

জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসুল (সা.),আল- ওয়াহ্হান কি?' তিনি বললেন, "দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং ক্বিতালকে অপছন্দ করা।"

(মুসনাদে আহমদ, খন্ডঃ ১৪, হাদিস নম্বরঃ ৮৭১৩, হাইসামী বলেছেনঃ হাদিটির সনদ ভালো, শুয়াইব আল আর নাউতের মতে হাদিসটি হাসান লি গাইরিহি)

সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে এসেছেঃ

حُبُّ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

"দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।" (সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদ, হাদিস হাসান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যদি তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে বেচাকেনা কর, গাভীর লেজ ধরে থাক, ক্ষেত-খামার নিয়েই সন্তুষ্ট থাক, আর জিহাদ ছেড়ে দাও, তবে আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন যে, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ সে অপমান তোমাদের থেকে তিনি সরাবেন না।" [আবু দাউদ: ৩৪৬২]

জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার শাস্তি বুঝাতে কুরআনুল কারীমে আয়াত এনেছেন,

قُلۡ اِنۡ کَانَ اٰبَآؤُکُمۡ وَ اَبۡنَآؤُکُمۡ وَ اِخۡوَانُکُمۡ وَ اَزۡوَاجُکُمۡ وَ عَشِیۡرَتُکُمۡ وَ اَمۡوَالُۣ اقۡتَرَفۡتُمُوۡهَا وَ تِجَارَۃٌ تَخۡشَوۡنَ کَسَادَهَا وَ مَسٰکِنُ تَرۡضَوۡنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَیۡکُمۡ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ وَ جِهَادٍ فِیۡ سَبِیۡلِهٖ فَتَرَبَّصُوۡا حَتّٰی یَاۡتِیَ اللّٰهُ بِاَمۡرِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ لَا یَهۡدِی الۡقَوۡمَ الۡفٰسِقِیۡنَ ﴿۲۴﴾

(হে নাবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ অথবা ঐ গৃহসমূহ যেখানে অতি আনন্দে বসবাস করছ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে যদি (এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক যে পর্যন্ত আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদশর্ন করেন না।(সুরা তাওবাহ)

তিনি বলেছেন, শুধু অভিযোগ করে কোন লাভ হবে না। যে কারণে নিজেদের মাঝে দূর্বলতা তৈরি হয়েছে তা দূর করতে হবে। দুনিয়ার মোহাব্বত কমিয়ে, সঠিক দ্বীনের পথে হাটতে হবে।

ইমানদারদের জন্য পরীক্ষাও আসবে, এই ব্যাপারে তিনি বলেন:

ইমানওয়ালাদের জন্য পরীক্ষা আসবে। নবীদের উপর এসেছিল, সাহবাদের উপরও এসেছিল। তা আল্লআ কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

২:২১৪ اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّۃَ وَ لَمَّا یَاۡتِکُمۡ مَّثَلُ الَّذِیۡنَ خَلَوۡا مِنۡ قَبۡلِکُمۡ ؕ مَسَّتۡهُمُ الۡبَاۡسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلۡزِلُوۡا حَتّٰی یَقُوۡلَ الرَّسُوۡلُ وَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ مَتٰی نَصۡرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصۡرَ اللّٰهِ قَرِیۡبٌ ﴿۲۱۴﴾

ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ و لما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء و الضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول و الذین امنوا معهٗ متی نصر الله الا ان نصر الله قریب ﴿۲۱۴﴾

(২১৪) তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশত প্রবেশ করবে; যদিও পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের অবস্থা এখনো তোমরা প্রাপ্ত হওনি? দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-বালা তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। তারা এতদূর বিচলিত হয়েছিল যে, রসূল ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই জান্নাত লাভ করতে পারবে না।

২:১৫৫ وَ لَنَبۡلُوَنَّکُمۡ بِشَیۡءٍ مِّنَ الۡخَوۡفِ وَ الۡجُوۡعِ وَ نَقۡصٍ مِّنَ الۡاَمۡوَالِ وَ الۡاَنۡفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِیۡنَ ﴿۱۵۵﴾

و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرت و بشر الصبرین ﴿۱۵۵﴾

তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবনে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের কাছ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

২:১৫৫وَ لَنَبۡلُوَنَّكُمۡ بِشَیۡءٍ مِّنَ الۡخَوۡفِ وَ الۡجُوۡعِ وَ نَقۡصٍ مِّنَ الۡاَمۡوَالِ وَ الۡاَنۡفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِیۡنَ ﴿۱۵۵﴾

و لنبلونكم بشىء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرت و بشر الصبرين ﴿۱۵۵﴾

তোমাদেরকে ভয় ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি (এসবের) কোনকিছুর দ্বারা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করব, সবরকারীদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর।

এখানে মুফতি সাহেব (হাফি.) বিশেষভাবে উল্লাখ করেছেন যে, সবরের মানে শুধুমাত্র বিপদকে সহ্য করে যাওয়া বুঝায় না। বরং, বিপদ হোক কিংবা নিরাপত্তা - সকল হালতে দ্বীনের উপর অটল হয়ে থাকা... সকল দুর্বলতা থেকে নিজের নফসকে মুক্ত রাখা, আর যে অবস্থাই হোক সেটাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মেনে নিয়ে বরদাস্ত করা, অযথা অভিযোগ না করা, - এটাই সবর।

হৃদয়কে শক্ত রাখো, ভয় ও আতঙ্ক দূর কর, হৃদয় থেকে মৃত্যুভয় দূর কর, আল্লাহ ঠিকই বলেছে, মৃত্যু আপনা-আপনি সময়ে আসবে আর একবারই আসবে। তাই বলে এটা নয় আমরা ঘরে বসে থাকব, তারা যা ইচ্ছে তাই করবে। আত্মরক্ষার অধিকার শরীয়ত ও আইন আমাদের দিয়েছে। আমরা শান্তি-শৃঙ্খলার রক্ষক।

আল্লাহর নাম পাঠ করুন, তিলাওয়াত করুন, নামাজের ব্যবস্থা করুন। আমি সবগুলোতেই নামাজের কথা বলেছি। আমি সবার শেষে দোয়ার কথা বললাম। কারণ শুধুমাত্র দোয়া করে, শুধুমাত্র কুনুতে নাজেলা পরে, শুধু তেলাওয়াত করে, শুধু কারিমার আয়াত পাঠ করলে অথবা শুধু হিসনে হাসিন পরে দোয়া করলেই হালাত(পরিস্থিতি) বদলে যাবে না। পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে হলে আগে নিজেকে বদলাতে হবে। আমরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ তায়ালা কোন জাতিকে পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়। আমরা তাই দোয়াো করবো, আবার দোয়া করার আগে কাজও করতে হবে।

বক্তব্যের শেষ অংশে মুহতারাম মুফতি সাহেব (হাফি.) বলেন -

অন্তরকে মজবুত রাখুন। ভয় ও সংকীর্ণতা থেকে বেড়িয়ে আসুন। মৃত্যুর ভয় থেকে বের হয়ে আসুন। মৃত্যু অবধারিত, মৃত্যু সময়মতোই আসবে, এবং একবারই আসবে। কেউ মৃত্যুকে থামাতে পারবে না। কিন্তু মৃত্যুর ভয়ে আমরা ঘরের কনায় বসে কাপ্তে থাকবো - এটাও কোন সঠিক উপায় নয়। নিজেরদের আত্মরক্ষার অধিকার শরীয়ত এবং আইন আআমদেরকে দিয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা না করুন, যদি এমন পরিস্থিতি এসে যায় যে, আমাদের যান-মালের উপর হামলা হচ্ছে, তখন আমরা বুজদিল কাপুরুষ হয়ে ঘরে বসে থাকবো না। আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার হেফাজত করার দায়িত্ব নিজেদের উপরেই বর্তায়। নিজের পক্ষ থেকে আমরা শান্তি বিনষ্ট করার মতো কোন পদক্ষেপ নিবনা। কিন্তু যদি আমাদের যান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর উপর কোন হামলা আসে, তাহলে শুধুমাত্র ছাদের উপর উঠে আমরা 'নারায়ে তাক্কবির' দিব না। বরং আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে যে শক্তি আর সাহস দিয়েছেন, সেটার মাধ্যমে হাতের কাছের সম্ভাব্য যে আসবাব, তা দিয়ে আমরা নিজেদের প্রতিরক্ষা করার চেষ্টা করব। আবারো বলছি, মৃত্যু আসলে যেন সম্মানের সাথেই আসে। মৃত্যু আসবে তাঁর নিজের সময়মতোই। কিন্তু অন্তরে কাপুরুষতা আর দুর্বলতা রেখে নিজেকে অন্যের সাছে সমর্পণ করে দেওয়া - এটা ঈমানদেরের শান হতে পারে না। আল্লাহ্‌ তালা আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দ্দান করুন, সঠিক কাজ করার তৌফিক দান করুন। এই বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এভাবেই কোরআন-হাদিসের জ্ঞানের আলোকে ভারত অঞ্চলের মুসলমানদেরকে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন এবং আসন্ন ভয়াবহ বিপদ মকাবিলায় নববি মানহাজ অনুসারে প্রস্তুতি নিতে বলেছেন সম্মানিত আলেমে দ্বীন দেওবন্দের মুফতি আবুল কাসিম নোমানী (হাফি.). ইসলামি চিন্তাবিদগণ তাঁর এই ঘোষণাকে দেখছেন উগ্র হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুস্তানের মুসলিমদের প্রতি জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের কৌশলী আহ্বান হিসেবেই। এবং তাঁরা প্রশ্ন রেখেছেন যে, হিন্দুস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং তাঁর প্রেক্ষিতে সম্মানিত মুফতি সাহেবের এই আহ্বানের পরে মুসলিমদের জন্য আর কি ওজর থাকতে পারে!

সংকলক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র :

1. Mulk ke Bigadte halaat aur hamari Zimmedariyan | Mufti Abul Qasim Nomani - https://www.youtube.com/watch?v=0y4PyT8h87g

---

২৬শে এপ্রিল, ২০২২

ভারতকে 'হিন্দুদের দেশ' দাবি করে মুসলিমদের অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ বিজেপি সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞার

বহুদিন ধরেই হিন্দুরা ভারতকে শুধুমাত্র তাদের দেশ দাবি করে মুসলিমদের পাকিস্তান কিংবা অন্য দেশে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়ে আসছে। শত শত বছর ধরে বসবাসরত মুসলিমদের দেশ ছাড়া করতে হিন্দুত্ববাদীরা জুলুম নির্যাতনকে অন্যতম হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছে। মিয়ানমারে মুসলিম বিদ্বেষী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো যেভাবে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে উসকানি দিয়ে গণহত্যা চালিয়েছিল, তারই পুনরাবৃত্তি ভারতে হতে চলেছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

ভারতে এখন চারিদিকে শুধুই মুসলিম বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে, চলছে মুসলিম গণহত্যার চূড়ান্ত প্রস্তুতি। আর সেই আগুনে নিয়মিত ঘি ঢেলে যাচ্ছে সাধু সন্ন্যাসীর নামধারী উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী ধর্মগুরু ও হিন্দুত্ববাদী নেতা নেত্রীরা।

এবার ভারত হিন্দুদের দেশ দাবি করে মুসলিমদের অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞা। সে বলেছে, "ধর্মের ভিত্তিতে তাদের (মুসলিমদের) জন্য একটি দেশ তৈরি করা হয়েছে, সেখানে যান এবং বসবাস করুন, এই দেশ (ভারত) হিন্দুদের।"

হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞা, সে ২০০৮ সালে একটি মসজিদের সন্ত্রাসী হামলার সাথে জড়িত ছিল। যাতে ৬ জন মুসলিম নিহত হয়।

তথ্যসূত্র :

1. "A nation was created for them [Muslims] on the basis of religion, go and live there, this nation [India] belongs to Hindus." - Says BJP parliamentarian Sadhvi Pragya, - https://tinyurl.com/3fsmbd2s

---

২৫শে এপ্রিল, ২০২২

'বাড়িতে তীর-ধনুক রাখুন'- এবার মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়ার আহ্বান উগ্র হিন্দু নেতার

ভারত জুড়ে মুসলিম নিধনের হাক-ডাক চলছে প্রকাশ্যে, চারিদিকে জ্বলছে মুসলিম বিদ্বেষের আগুন। চলছে মুসলিম গণহত্যার চূড়ান্ত প্রস্তুতি। আর সেই আগুনে নিয়মিত ঘি ঢেলে যাচ্ছে সাধু সন্ন্যাসীর নামধারী উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী ধর্মগুরু ও হিন্দুত্ববাদী নেতা কর্মীরা।

এবার বিজেপির হিন্দুত্ববাদী নেতা বাড়িতেই অস্ত্র মজুত রাখার আহ্ববান জানিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ের সাংসদ সাক্ষী মহারাজের ফেসবুক পোস্ট ঘিরে ইতিমধ্যেই তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। সে সরাসরি মুসলিমদেরকে আগ্রাসী হিসেবে তুলে ধরেছে। মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে সে অমুসলিমদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়ে বলেছে, **'পুলিশ কাউকে বাঁচাতে পারবে না। তাই নিজেদেরই দায়িত্ব নিয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে।'**

দিল্লিতে হনুমান জয়ন্তীর সময়ে মুসলিমদের উপর হামলার উত্তাপ এখনও কমেনি। এর মধ্যেই হিন্দুত্ববাদী নেতা সাক্ষী মহারাজের ঐ ফেসবুক পোস্টের ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হচ্ছে। কিছু ব্যক্তি হাতে লাঠি নিয়ে ছুটে আসছে- এরকম একটি ছবি পোস্ট করেেই সে এমন মুসলিম বিদ্বেষী উসকানিমূলক পোষ্ট দিয়েছে।

সুত্রে জানা গিয়েছে, ছবিটি ২০১৩ সালে বাংলাদেশের ঢাকাতে তোলা হয়েছিল। এই পোস্টের সঙ্গে সে লিখেছে, "যদি আপনার পাড়ায় এভাবে কেউ হামলা করতে আসে, তাহলে বাঁচার কিছু উপায় রয়েছে। যদি কারওর এই উপায়গুলি অজানা থাকে, অবিলম্বে তা জেনে নিন," বলেছে সাক্ষী।

এরপরেই ঐ উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী লিখেছে, "পুলিশ কাউকে বাঁচাতে আসবে না। তারা লুকিয়ে পড়বে।" যদিও হিন্দুত্ববাদী পুলিশ সবসময়ই হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের উপর হামলা করে আসছে। **"এরা যখন জেহাদ করে চলে যাবে, তখন লাঠি ঠুকতে ঠুকতে পুলিশ আসবে। কিছুদিন পরে তদন্ত কমিটি তৈরি করা হবে। সেখানে গিয়েই এই হামলার ইতি হবে।"**

তাহলে কীভাবে এই পরিস্থিতি সামলানো উচিত বলে মনে করে ঐ সাক্ষী মহারাজ? সে লিখেছে, **"এই অতিথিদের জন্য বাড়িতে কোল্ড ড্রিংক্সের বোতল জমিয়ে রাখুন। তীরও সংগ্রহ করে রাখুন।"** এই ধরনের মুসলিম বিদ্বেষী মন্তব্যের ফলে হিন্দুরা মুসলিমদের উপর হামলা করতে উৎসায়িত হবে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকগণ।

এর আগেও বেশ কয়েকবার উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিল সাক্ষী মহারাজ। দিল্লির সাম্প্রদায়িক হিংসা নিয়েও মুখ খুলেছিল সে। সেগুলোতেও সে মুসলিমদের নিয়ে নানা বিদ্বেষমূলক কথা বলেছে।

আর এই বিতর্কিত সাক্ষী বিজেপি সর্বজনবিদিত নেতা। এই ব্যাপারে আর কোন সন্দেহই থাকছে না যে, সবকিছু হিন্দুত্ববাদী শাসকের মদদেই হচ্ছে।

হকপন্থি আলেমগণ ও ইসলামি বিশ্লেষকরা মনে করেন, মুসলিমদের উচিৎ এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আজ ভারতে উগ্র হিন্দুরা পূর্ণরূপে তৎপর হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও উগ্র হিন্দুরা তৎপরতা বাড়াচ্ছে। তাই এই মুহূর্তে সকল মুসলিমদের উচিৎ নিজেদের সারিরিক-মানসিক-আর্থিক সহ সব ধরণের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা - এমনটাই মত দিচ্ছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

১। 'বাড়িতে তির-ধনুক রাখুন', এবার ঘুরিয়ে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়ার নিদান সাক্ষী মহারাজের - https://tinyurl.com/bdezn353

ফটো রিপোর্ট | পবিত্র রমজানে জিহাদের ভূমি শামে মুজাহিদদের কর্যক্রম

শাম তথা সিরিয়ায় এখনো থেমে থেমে দখলদারত্বের অবসান ঘটাতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন হকপন্থি মুজাহিদ গ্রুপগুলো। এদের মধ্যে রয়েছে আল-কায়েদা সমর্থিত কুর্দি মুজাহিদ গ্রুপ জামা'আত আনসার আল-ইসলামও।

প্রতিরোধ বাহিনীটির মিডিয়া শাখা সম্প্রতি কিছু ছবি প্রকাশ করেছে। যেই ছবিগুলোতে সিরিয়ার জাবাল আল-আকরাদে রিবাতের দায়িত্বেরত আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদদের দেখানো হয়েছে। এতে পবিত্র এই রমজানে জিহাদের ভূমি শামে মুজাহিদদের দৈনন্দিন কর্যক্রমের কিছু দৃশ্যও ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

ছবিগুলো দেখুন -

https://alfirdaws.org/2022/04/25/56888/

২৪শে এপ্রিল, ২০২২

মন্ত্রী-এমপি'দের সভায় আশ-শাবাবের অসাধারণ ইস্তেশহাদী হামলা: হাতাহত ৪৪ এর বেশি কর্মকর্তা

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর একটি রেস্তোরাঁয় গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। যা সোমালি সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। এতে ১৫ জন নিহত এবং ২৯ জন আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ২৩ এপ্রিল শনিবার রাজধানী মোগাদিশুর আব্দুল আজিজ জেলায় ক্রুসেডার পশ্চিমা-সমর্থিত সোমালি সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সংসদীয় প্রতিনিধিদের একটি সমাবেশ লক্ষ্য করে একটি বোমা হামলা চালানো হয়েছে।

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব হামলার দায় স্বীকার করে বলেছে, এটি একটি পরিকল্পিত হামলা ছিলো। যা হারাকাতুশ শাবাবের একজন জানবায মুজাহিদ গাড়ি ভর্তি বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে ঘটিয়েছেন। মুজাহিদদের পরিকল্পিত এই অভিযানের লক্ষ্যবস্তু ছিল উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, সেনা অফিসার এবং ধর্মত্যাগী গোষ্ঠীর সাংসদ সদস্যরা।

প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের সামরিক মুখপাত্র শাইখ আবু মুস'আব হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, আশ-শাবাবের বরকতময় এই ইস্তেশহাদী হামলায় সেনাবাহিনীর ২ জন উচ্চপর্যায়ের অফিসার, ২ জন কর্নেল, পুলিশের একজন সেক্রেটারি-জেনারেল এবং পুলিশ প্রধানের দেহরক্ষী সহ অন্তত ১৫ গাদ্দার নিহত হয়েছে।

বরকতময় এই হামলায় আহত হয়েছে আরও ২৯ এরও বেশি গাদ্দার। যাদের মাঝে রয়েছে, একজন জেনারেল, একজন কর্নেল, একজন সেনা গোয়েন্দা অফিসার, একটি জেলার পুলিশ প্রধান, রাজধানীর একজন পুলিশ অফিসার এবং একজন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সহ আরও কয়েকজন সংসদ সদস্য।

অসাধারণ এই হামলায় শত্রু শিবিরে হতাহত হওয়া ছাড়াও ২টি সামরিক যান এবং ৬টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বরকতময় এই হামলাটি এমন এক সময়ে চালানো হয়েছে, যখন রাজধানী মোগাদিশুতে আসন্ন বিতর্কিত সংসদীয় এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য পুলিশ প্রধান, অনেক রাজনীতিবিদ, বেশিরভাগ আইন প্রণেতা সহ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা ভিড় জমিয়েছিল।

জায়নিস্ট আগ্রাসন || থামছেই না ইহুদিদের আল-আকসা কেন্দ্রিক ষড়যন্ত্র ও উস্কানি

জেরুজালেমে পবিত্র মসজিদুল আকসায় ইহুদি আগ্রাসন অব্যাহত রয়েছে। গত শুক্রবার জুমার দিনে নামাজে অংশ নেয়া মুসল্লীদের লক্ষ্য করে ড্রোন দ্বারা হামলা চালায় ইসরাইলি দখলদাররা।

এছাড়াও স্থানীয় সময় শুক্রবার (২২ এপ্রিল) ফজর নামাজের পর মসজিদে অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পাথর ছুড়ে মারেন মুসল্লিরা। এ সময় ইহুদি বাহিনীর ছুড়া গুলি আহত হয়েছেন প্রায় অর্ধশত ফিলিস্তিনি।

গত শুক্রবারও আল-আকসা মসজিদের ভেতরেও হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনারা। চলে দফায় দফায় সংঘাত। আহত হন দেড় শতাধিক মুসলিম। আর দখলদার বাহিনী আটক করে নিয়ে যায় চার শতাধিক ফিলিস্তিনি মুসলিমকে।

দখলদার বাহিনীর এসব আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না ফিলিস্তিনি নারীরাও। আগ্রাসন চালানোর সময় মুসলিম নারীদের শরীরে হাত তুলতে দেখা গেছে সেনাদের। এমনকি আহত মুসলিমদেরকেও আটক করছে বর্বর ইহুদি সেনারা। গুলিতে আহত ফিলিস্তিনিদের আহত দেহ তুলে নিয়ে যেতে দেখা গেছে তাদের।

The moment when a Palestinian young man was wounded and arrested by Israeli occupation soldiers early today morning inside the Al-Aqsa Mosque compound.

#AlAqsaUnderAttack

প্রতিবারই রমজান মাসে বর্বর ইহুদিরা ফিলিস্তিনিদের উপর চালিয়ে আসছে ইতিহাসের বর্বরোচিত নির্যাতন। কবে, কোনদিন শেষ হবে এ নির্যাতন তা কারো জানা নেই। তা সত্বেও এখন পর্যন্ত কেউই এ বিষয়ে বাস্তব কোন পদক্ষেপ নেয়নি। দু'একটা ফাকা বিবৃতি দিয়ে দায় সেরেছেন দালাল আরব শাসকরা।

উল্টো এসব দালাল শাসকদের বিবৃতিতে সাধারণ মুসলিমরা পড়েন দ্বিধাদ্বন্দে। মুসলিমরা ব্যর্থ হন তাদের করনীয় নির্ধারনে।

বিশেষজ্ঞ আলিমরা জানিয়েছেন শতাব্দী জুড়ে বিশ্বব্যাপী মুসলিম নির্যাতনে পশ্চিমা বিশ্ব ও হলুদ মিডিয়া চালিয়েছে সুক্ষ্ম ষড়যন্ত্র। তারা ক্রমাগত কৌশলী প্রোপাগান্ডা চালিয়ে আল-আকসা কেন্দ্রিক ইহুদি ষড়যন্ত্রে উস্কানি ও ইন্ধন জুগিয়ে গেছে, সাফাই গেয়েছে ইহুদি আগ্রাসনের। যার ফলে তিলে তিলে মুসলিম জাতী ধ্বংস হলেও, সাধারণ মুসলিমরা প্রতিশোধ পরায়ণ হতে উৎসাহ পাননি।

তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলিম জাতীকে নিজেরা নিজেদের করনীয় নির্ধারনে ভুল করলে নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়বে বলে সতর্ক করে আসছেন বিশেষজ্ঞরা।

তথ্যসূত্র:

1. 57 Palestinians injured in today's Israeli raid of Jerusalem's Al-Aqsa Mosque- - https://tinyurl.com/2p9euvu7

ব্রেকিং নিউজ || ইরান-আফগান সীমান্তে বাড়ছে সামরিক উত্তেজনা

সম্প্রতি হেরাত প্রদেশে আফগান ও ইরানকে সংযুক্তকারী সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল ২৩ এপ্রিল শনিবার সকালে, ইরানি সেনাবাহিনীর একটি পিকআপ সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে।

পরে আফগান সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রমকারী ইরানের উক্ত সামরিক গাড়িটি ও কয়েকজন সেনা সদস্যকে আটক করে। আর এই ঘটনার পরে সীমান্তে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়েছে।

এদিকে ইরান দাবি করছে যে, আফগান সামরিক বাহিনী সীমান্ত অঞ্চলের একটি রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। আর ইরানি বাহিনী এর বিরোধিতা করে। তখনই আফগান বাহিনী পাল্টা প্রতিবাদ জানিয়ে সীমান্তের আরও একটি রাস্তা বন্ধ করে দেয়, যেগুলো ইরান ব্যবহার করত। আর এ কারণে সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে প্রায় ৯০০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। সেই সাথে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক যোগাযোগ, বাণিজ্য ও পরিবহনও অব্যাহত রয়েছে। তবে আফগান সামরিক বাহিনী তাদের ভূমির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রতিবেশি কোন দেশকেই একচুল ছাড় দিতেও প্রস্তুত নয়।

উল্লেখ্য যে, গত সাপ্তাহে দেশবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার কারণে আফগানিস্তানের ৩টি শিয়া সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়। সেই সাথে সংগঠনগুলো সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় আফগান সরকার। জানা যায় যে, শিয়া প্রধান দেশ ইরানের সহায়তায় পরিচালিত হতো এসব সংগঠনগুলো। আর এসব কিছুকেই সমস্যার মূল কারণ হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা।

ইসলামি চিন্তাবীদগণ বলছেন, শিয়া শাসকরা কখনোই মূল ধারার মুসলিমদের তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে মেনে নেয়নি। মুসলিম বিশ্বের যত জায়গায় যতবার শিয়ারা ক্ষমতায় এসেছে, ততবারই তাঁরা মুসলিমদের উপরে গণহত্যা চালিয়েছে কিংবা জুলুম-নির্যাতনের ইতিহাস রচনা করেছে। সর্বশেষ তালিবান সরকারের প্রথম মেয়াদেও এই শিয়া ইরান তাঁদের ব্যাপক বিরোধিতা করেছে, বিভিন্ন শিয়া গ্রুপকে অর্থ-অস্ত্র দিয়ে আফগানে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে; এমনকি সেসময় ইরান তাঁদের কথিত শত্রু অ্যামেরিকার সাথে মিলে আফগানিস্তানে আগ্রাসনও চালিয়েছে।

২৩শে এপ্রিল, ২০২২

ওয়াজিরিস্তানে পাক-তালিবানের হামলায় ২২ এর বেশি গাদ্দার সৈন্য হতাহত

সম্প্রতি পাক-আফগান সীমান্তে উত্তেজনার মধ্য দিয়েই হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি। এতে গত একদিনের হামলাতেই **২২** এর বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

টিটিপি সংশ্লিষ্ট সংবাদ সূত্র অনুসারে, গত ২২ এপ্রিল শুক্রবার , পাকিস্তানের উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে **২টি** পৃথক হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) বীর যোদ্ধারা।

যার মধ্যে প্রথম হামলাটি চালানো হয় উত্তর ওয়াজিরিস্তানের দাতাখাইল এলাকায়। যেখানে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর একটি পোস্টে অবস্থানরত সেনাদের টার্গেট করে হামলাটি চালানো হয়।

টিটিপির বীর যোদ্ধাদের এই হামলায় **৭** নাপাক সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরও **১২** এর বেশি গাদ্দার সৈন্য। সেই সাথে মুজাহিদগণ প্রচুর সংখ্যক অস্ত্রসহ **৩** সেনা সদস্যকে বন্দী করতে সক্ষম হন।

টিটিপি সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, হাফিজ গুল বাহাদুর গ্রুপের মুজাহিদগণ বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছেন। যারা গত বছর টিটিপি'র হাতে শরিয়াত ও শাহাদাতের বায়াত গ্রহণ করেছিল।

একই রাতে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের শাকতোই সীমান্তে লেজার বন্দুক দ্বারা আরও একটি হামলা চালান মুজাহিদগণ। যা উক্ত এলাকায় গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি সেনা ফ্রন্ট টার্গেট করে চালানো হয়েছে।

টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে জানান যে, মুজাহিদদের বরকতময় এই হামলায় ঘটনাস্থলেই ৩ গাদ্দার সেনা নিহত ও বেশ কিছু সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

রুশ সেনাবহরে আল-কায়েদার হামলা : হতাহত একডজনেরও বেশি

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির মধ্যাঞ্চলে রুশ ভাড়াটে সেনাদের একটি সামরিক কনভয় বোমা হামলার শিকার হয়েছে। এতে বাহিনীটির এক উপদেষ্টা সহ ডজনখানেক সৈন্য হতাহত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার মালির মুপ্তি অঞ্চলের হোমবরি এলাকার কাছে একটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। দখলদার রাশিয়ান ভাড়াটে সেনাবাহিনী এবং ক্রুসেডারদের গোলাম মালিয়ান সেনাবহর উক্ত হামলায় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

বরকতময় এই হামলায় রুশ ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনার'এর কমপক্ষে এক সামরিক উপদেষ্টা এবং মালিয়ান সেনাবাহিনীর এক ডজনেরও বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অসংখ্য রুশ ও মালিয়ান সৈন্য। আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের এবং সেনাবাহিনীর নথির ভিত্তিতে এএফপির খবর অনুযায়ী, নিহত রাশিয়ান ভাড়াটে সৈন্যকে হেলিকপ্টারে করে এই অঞ্চলের সেভারে বসতিতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

স্থানীয় গণমাধ্যমের তথ্যমতে, বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামা'আত নুসরতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (জেএনআইএম) বীর যোদ্ধারা বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছেন। তাঁরা

এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় রয়েছেন। এবং পুরো পশ্চিম আফ্রিকা নিয়ে বৃহত্তর একটি ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

আর তাদের এই ছোট-বড় হামলা ও অভিযানসমূহই পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলে ভবিষ্যৎ ইসলামিক ইমারত বিনির্মাণের দৃঢ় ভিত্তি প্রস্তুত করে দিচ্ছে বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ। তাঁরা এটাও মনে করেন যে, নির্মীয়মাণ ঐ ইমারত থেকে মুসলিম উম্মাহ অনেক বেশি উপকৃত হবে। পাশাপাশি, এই পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলের নানান সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার বিষয়টিও মনে করে দিয়েছেন বিশ্লেষকরা, ইতিমধ্যে যার নিয়ন্ত্রণ ফ্রান্স এবং অন্যান্য দখলদার শক্তির হাট থেকে উম্মাহর বীর সন্তান মুজাহিদদের হাতে আসার পথ প্রসস্থ হতে শুরু করেছে বলে মত তাদের।

হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী কসাই মোদীর আগমনে 'আরো অবরুদ্ধ' কাশ্মীর

ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী কসাই মোদীর আগমন ঘিরে পুরো কাশ্মীরকে আরো অবরুদ্ধ করে ফেলেছে দখলদার প্রশাসন। উপত্যকার রাস্তায় রাস্তায় মোতায়ন করা হয়েছে দখলদার ভারতের সন্ত্রাসী সেনাদের। 'নিরাপত্তার' অজুহাতে জোর করে বন্দী করে রাখা হচ্ছে সাধারণ কাশ্মীরি মুসলিমদের। এতে করে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সেখানকার মুসলিম জনসাধারণ।

ইতোমধ্যে সেখানের কাঠুয়া জেলায় পাঁচজন কাশ্মীরি মুসলিমকে বিনা কারণে গ্রেপ্তারও করেছে দেশটিতে অবস্থিত দখলদার পুলিশ বাহিনী।

উল্লেখ্য ২০১৯ সালের ৫ই অগাস্টে কাশ্মীরের 'সার্বভৌম' মর্যাদা বাতিল করার পর থেকেই দেশটিতে লকডাউন জারি করেছে হিন্দুত্ববাদী ভারত। যার দরুন কাশ্মীরি মুসলিমরা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের সাধারণ মৌলিক চাহিদা থেকে। সেখানে বিঘ্নিত হচ্ছে মুসলিমদের মৌলিক চিকিৎসা সেবা। পাওয়া যাচ্ছে না প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। যার কারণে হাজার হাজার মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছেন সেখানে।

এই অবরুদ্ধ জীবনের মধ্যেই কসাই মোদীর আগমন উপলক্ষে যুক্ত হয়েছে আরো নতুন অবরোধ।

বিশ্লেষকরা বলছেন, হিন্দুত্ববাদী ভারত দখলকৃত একটি স্বাধীন অঞ্চলে এতো এতো মানবাধিকার লঙ্ঘন করার পরও কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এমন নিশ্চুপ থাকাটা এটাই প্রমাণ করে যে, কাশ্মীর ও এর অধিবাসি মুসলিমদের স্বাধিকারের ব্যাপারে তাদের কোন পরোয়া নেই। তারা শুধু ব্লড চুলের নীল চোখের ইউরোপিয়ান ওয়েল ড্রেসড মিডল ক্লাসের ব্যাপারেই সোচ্চার।

তথ্যসূত্র :

1. Kashmiris to observe complete shutdown on Modi’s IIOJK visit on Sunday - https://tinyurl.com/y42rsu8p

---

গাদ্দার পাকি সেনাদের উপর পাক-তালিবানের হামলা : হতাহত ১০ এর বেশি গাদ্দার

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তান, পেশওয়ার এবং বান্নু অঞ্চলে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর একাধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে নাপাক বাহিনীর **১০** এর বেশি সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ২০ এপ্রিল ভোরবেলায় বান্নু প্রদেশের গারিওম জেলায় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি'র একটি বাসভবনে হামলা চালায় বিদেশিদের দালাল পাকি সেনারা। প্রতিরোধ বাহিনীর বীর মুজাহিদরা সংবাদ পাওয়া মাত্রই আগ্রাসী বাহিনীকে টার্গেট করে সময়মতো পাল্টা হামলা চালাতে শুরু করেন। এতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর **৩** সেনা সদস্য নিহত হয়।

তবে এই অভিযানে প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানেরও মুজাহিদ শহিদ হয়েছেন বলে জানা গেছে। দলটির মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন যে, শাহাদাতের পেয়ালা পানে ধন্য উক্ত মুজাহিদের নাম হল আদিল (রহ.)

একইদিন (বুধবার) সন্ধ্যায়, তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদিনরা পেশওয়ারের সরবন্দ এলাকায় একটি টার্গেট কিলিং অপারেশন চালান। মুজাহিদগণ সফলতার সাথে লক্ষ্যবস্তু হামলা চালালে ঘটনাস্থলেই এক কর্মকর্তা নিহত হয়। মুজাহিদদের উক্ত হামলার টার্গেটে পরিণত হয় কুখ্যাত আইএসআই অপারেটিভ গাদ্দার রহিম শাহ।

এদিকে গত ২১ এপ্রিল রাত ৯:৪৫ মিনিটে টিটিপির টার্গেট কিলার বীর মুজাহিদরা গাদ্দার পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা চালান। যাতে ২ পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়।

একইদিন সন্ধ্যায় খাইবার এজেন্সিতে দেশটির গাদ্দার পুলিশ বাহিনীর একটি পোস্টে হামলা চালান মুজাহিদগণ। অঞ্চলটির বারা জেলায় মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত হামলায় পুলিশে আইবি পরিদর্শক নিহত এবং অপর ২ পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়।

২২শে এপ্রিল, ২০২২

টিকটক এবং পাবজি নিষিদ্ধ করেছে আফগানিস্তান সরকার

ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম টিকটক এবং গেইমিং অ্যাপ পাবজি গেইম নিষিদ্ধ করেছে। এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য দেশটির যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে আদেশনামা পাঠিয়েছে আফগান প্রশাসন।

ইমারতে ইসলামিয়ার এমন সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এধরণের অ্যাপ্লিকেশনগুলো তরুণদেরকে সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়, যুবকদের মাঝে নেতিবাচক অভ্যাস গড়ে ওঠে। তাই যুবসমাজকে রক্ষায় এবং দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুস্থ রাখতেই এধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আর শিগগিরই এ সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা হবে।

উল্লেখ্য যে, টিকটক এবং পাবজি এর আগেও বেশ কিছু দেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কারণ অ্যাপগুলো কিশোর তরুণদের নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক ক্ষতির কারণ।

ভারতীয় শিবিরে কাশ্মীরি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হানা: হতাহত ১০ এর বেশি দখলদার সৈন্য

হিন্দুত্ববাদী ভারত কর্তৃক জবরদখলকৃত কাশ্মীরে যুদ্ধের দামামা দিন দিন আরও প্রকট হচ্ছে। এবার সেই যুদ্ধেরই অংশ হিসাবে কাশ্মীরী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আঘাতে ১০ এর বেশি দখলদার ভারতীয় সেনা ও পুলিশ সদস্য হতাহত হয়েছে।

সূত্র অনুযায়ী, উত্তর কাশ্মীরের মালওয়াহ এলাকায় গত বৃহস্পতিবার থেকে তুমুল লড়াই শুরু হয় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের। যা দীর্ঘ ২৬ ঘন্টাব্যাপি চলতে থাকে। এসময় স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরের বীর যোদ্ধাদের গুলিতে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ৪ সেনা সদস্য এবং অপর এক পুলিশ সদস্য আহত হয়।

তবে দীর্ঘ এই লড়াইয়ে দখলদার বাহিনীর গুলিতেও শাহাদাতবরণ করেছেন ২ জন স্বাধীনতাকামী। যাদের একজন হচ্ছেন কমান্ডার মুহাম্মাদ ইউসুফ কানতরু (রহ.)। এই লড়াইয়ে তিনি ছাড়াও শাহাদাত লাভ করেছেন হিলাল আহমাদ শেখ নামে আরও একজন স্বাধীনতাকামী। অপরদিকে জম্মুর সুনজওয়ান এলাকায়ও দখলদার বাহিনী ও স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে আরও একটি লড়াই সংঘটিত হয়। এসময় দখলদার বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে শাহাদাতবরণ করেন আরও ২ জন স্বাধীনতাকামী। তবে তাঁরা শাহাদাত লাভে ধন্য হওয়ার আগে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ১ সদস্যকে হত্যা করেন এবং আরও ৪ দখলদার সেনাকে গুরুতর আহত করেন।

কাশ্মীরভিত্তিক নিউজ পোর্টাল 'দা কাশমিরিয়াত' এর তথ্যমতে, বারামুল্লাহ অভিযানটি শুরু হয় ২১ এপ্রিল বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টার দিকে। ঐদিন ভোর হতেই দখলদার পুলিশ ও সেনবাহিনীর যৌথ একটি দল মালওয়াহ এলাকাকে ঘিরে ফেলে। স্বাধীনতাকামীরা ঘটনা বুঝতে পেরে গুলি চালানো শুরু করেন এবং তাঁদের গুলিতে তৎক্ষণাত ৩ দখলদার সেনা গুলিবিদ্ধ হয়। পরবর্তীতে গুলি বিনিময়কালে আরো ১ দখলদার সেনা ও অপর ১ পুলিশ সদস্য গুলিবিদ্ধ হয়। পাল্টাপাল্টি সংঘর্ষ চলাকালীন ৫ ঘন্টার মাথায় কমান্ডার মুহাম্মাদ ইউসুফ কানতরু ও হিলাল আহমাদ শেখ শাহাদাতবরণ করেন।

আর জম্মুর সুনজওয়ান এলাকার অভিযানটি শুরু হয় শুক্রবার (২২ এপ্রিল) মধ্যরাত থেকে। যেখানে দুইজন স্বাধীনতাকামীর খোঁজে অভিযান চালায় দখলদার বাহিনী। দেশটির হিন্দুত্ববাদী পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই অভিযানের মাত্র দুইদিন পরেই কসাই মোদির জম্মুর সামবা এলাকায় পরিদর্শনের কথা ছিল। আর সেই সময়েই উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের পৃষ্ঠপোষক মোদিকে টার্গেট করে সেখানে ফিদায়ী হামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় দখলদার সেনাদের হতাহতের এই পরিসংখ্যানটি ছিল ভারতীয় সামরিক বাহিনীর দাবি করা সংখ্যা। তবে বিশ্লেষকরা মনে করেন, হতাহতের এই পরিসংখ্যান আরও কয়েকগুণ বেশি।

কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী পুলিশের ওপর স্বাধীনতাকামীদের সফল হামলা

কাশ্মীরের বুদগামে বুদগাম-গোজরি রোডের কাছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ স্টেশনে সফল গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী দল ইউনাইটেড লিবেরাশন ফ্রন্ট (ইউএলএফ) এর গ্রাউন্ড রেজিস্ট্যান্স স্কোয়াড। তাঁদের গ্রেনেড হামলা সফলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

তাঁরা আরও বার্তা দেন যে "এটা তো সবে শুরু। দখলদার সন্ত্রাসীদের এবং তাদের সহযোগীদের জন্যে এর চেয়েও খারাপ দিন অপেক্ষা করছে"।

উল্লেখ্য যে এই হামলায় কোন হিন্দুত্ববাদী দখলদার পুলিশ মারা যাওয়ার খবর এখনও হওয়া যায়নি।

অপরদিকে কাকুপোরা রেলওয়ে স্টেশনে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের ওপর সফল হামলা চালিয়েছে 'পিপল্স এন্টি ফ্যাসিস্ট ফ্রন্ট' (পিএএফএফ) নামক আরেকটি স্বাধীনতাকামী দল। উক্ত হামলায় একজন হিন্দুত্ববাদী সাব-ইন্সপেক্টর ও তার সহযোগী মারা গিয়েছে এবং আরও একজন আহত হয়েছে।

তাঁরা জানান "এমন অতর্কিত আক্রমণ সামনে আরও হবে ইনশাআল্লাহ্"।

কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীদের এমন হামলা অব্যাহত থাকলে তা হিন্দুত্ববাদীদের মনোবল ভাঙতে সাহায্য করবে এবং কাশ্মীরকে দখলদার ভারত থেকে মুক্ত করতে সহায়ক হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকগণ।

তথ্যসূত্র:

1. A release from PAFF, the People's Anti-Fascist Front. They claim an attack onIndian police personnel at Kakapura Railway Station in which two were killed. - https://tinyurl.com/773dr4pf

2. A release from ULF, United Liberation Front. They claim a recent attack on Budgam Police Station- https://tinyurl.com/2wfahp2a

---

ফেনীতে মুসলিম ছাত্রীর বোরকা নিয়ে শিক্ষক পরিমলের ধৃষ্টতাপূর্ণ কটূক্তি

ভারতে হিজাব নিষিদ্ধের পরেই বাংলাদেশে অবস্থিত হিন্দুত্ববাদীদের দালালরা মুসলিমদের বোরকাসহ ইসলামের বিধি বিধান নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য শুরু করেছে; আর এই কাজে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করছে অখণ্ড ভারতের স্বপ্নে বিভোর হিন্দুরা। অপরাধীরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ায় ভারতের চাপে ও ভয়ে এসব ঘটনার সঠিক বিচারও হচ্ছে না। ফলে দিনকে দিন তাদের দুঃসাহস বেড়েই চলেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় এবার বোরকা নিয়ে বাজে মন্তব্য করেছে হিন্দুত্ববাদী শিক্ষক পরিমল চন্দ্র ভৌমিক।

বুধবার (২০ এপ্রিল) সকালে ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার দক্ষিণ নেয়াজপুর মকবুল আহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। গত সোমবার গণিত বিষয়ের ক্লাসে শিক্ষক পরিমল চন্দ্র ভৌমিক শিক্ষার্থীদের বোরকা-হিজাব নিয়ে নানা ধরনের কটূক্তি করে। সে ক্লাসে এক ছাত্রীকে সবার সামনে বোরকা হিজাব পরে আসায় অপমান করেন এবং বোরখা পরে আসতে নিষেধ করে।

পরবর্তীতে এলাকাবাসী ও স্কুলের শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে দুপুরে স্কুল পার্শ্ববর্তী ফেনী নোয়াখালী মহাসড়কে বেকের বাজার নামক স্থানে শিক্ষক পরিমল চন্দ্র ভৌমিক এর শাস্তির দাবিতে অবরোধসহ মানববন্ধন করে।

ভুক্তভোগী ৯ম শ্রেণির ছাত্রী আফছানা আফরোজ তানহা জানায়, আমাকে বলা হয়েছে 'বোরকা হিজাব গায়ে দেয়া যাবে না। হুজুরগিরি করলে বাড়িতে করতে, স্কুলে না আসতে। ৩-৪ দিন ধরে আমাকে এই কথা বলতেছে।'

শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসীর দাবি, বোরকা ও হিজাব নিয়ে কটূক্তিকারী শিক্ষক পরিমল চন্দ্র ভৌমিকের পদত্যাগ চাই এবং তার কঠিন শাস্তি চাই।

দাগনভূঞা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আজিজুল হক জানান, দক্ষিণ নেয়াজপুর মকবুল আহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়ের অভিযুক্ত শিক্ষক পরিমল চন্দ্র ভৌমিক এর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খবরটি ছড়িয়ে পড়ায় এলাকায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

ইতিপূর্বেও,২০২২ সালের এসএসসি শিক্ষার্থীরা হিজাব পড়ে যাওয়ায় কলেজের প্রধান শিক্ষক সুনীল চন্দ্র বোরকা ও হিজাব নিয়ে কটুক্তি করেছে। সে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাদেশ্বর ইউনিয়নের নাছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধান শিক্ষক।

১৫/০৩/২২ তারিখ দশম শ্রেণীর ছাত্রীরা বোরকা এবং হিজাব পরে স্কুলে যাওয়ায় সুনিল স্যার ছাত্রীদের নির্দেশ দেয় তা খুলে ফেলতে। বোরকা না খোলায় এক পর্যায়ে রেগে নিজের হাতে টেনে হিচড়ে বোরখা খোলতে শুরু করে। আর অশ্রাব্য গালাগালি করে বলতে থাকে বোরকা বা হিজাব পরলে ভুতের মত লাগে। নেকাবের নিচে খারাপ মানুষ থাকে।

এমনিভাবে, চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের জোরারগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে (জেবি) হিজাব নিষিদ্ধ করেছে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক তুষার কান্তি বড়ুয়া। মঙ্গলবার (২৯ মার্চ) হিজাব পরিধান করে এক ছাত্রী স্কুলে গেলে তাকে হেনস্থা ও বেত্রাঘাত করে।

এগুলো ভারেতের কোন ঘটনা নয় বাংলাদেশের ঘটনা। বর্তমানে চলমান ঘটনাগুলো থেকে বুঝা যায় অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার দিবাস্বপ্নের সাথে এদেশের হিন্দুত্ববাদীরা কতটা একাত্ম হয়ে গিয়েছে। তাই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করে এবং এদের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করে এখনি হিন্দুত্ববাদীদের প্রভাব খর্ব করে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামিক চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র :

১। ফেনীতে ছাত্রীর বোরকা নিয়ে কটূক্তি - https://tinyurl.com/ybms4ezb

২। হিজাবের নীচে খারাপ মানুষ থাকে, নেকাব পরলে ভূতের মত লাগে: অধ্যক্ষ– https://tinyurl.com/yh24n5k6

৩। সহপাঠীর ভিডিও প্রতিবাদ:– https://fb.watch/bSJw5r-BWv/

৪। মিরসরাইয়ে হিজাব পরায় স্কুলছাত্রীকে হেনস্থা ও বেত্রাঘাতের অভিযোগ- https://tinyurl.com/bdfy2jxh

---

২১শে এপ্রিল, ২০২২

"আমরা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছি, মুসলিম গণহত্যা শুরু হবে পূর্ব উত্তরপ্রদেশ থেকে" : উগ্র হিন্দু সন্ন্যাসী ইয়াতি কৃষ্ণানন্দ

পূর্ব উত্তরপ্রদেশ থেকে ব্যাপক মুসলিম গণহত্যা শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে উগ্র হিন্দু সন্ন্যাসী ইয়াতি কৃষ্ণানন্দ

এমনিতেই ভারতে মুসলিম গণহত্যার আগুন জ্বলছে, ক্ষুদ্র পরিসরে সেটা শুরুও হয়ে গেছে; আর ব্যপকভিত্তিক মুসলিম গণহত্যার চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। সেই আগুনে নিয়মিত ঘি ঢেলে যাচ্ছে সাধু সন্ন্যাসীর নামধারী উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী ধর্মগুরুরা। এসব উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী ধর্মগুরুরা প্রকাশ্যে মুসিলমদের গণহত্যা চালানোর ঘোষণা দিচ্ছে।

গত কয়েকমাস আগে হরিদ্বারের ধর্ম সংসদসহ আরো কয়েকটি জায়গায় মুসলিমদের গণহত্যার ডাক দেয় হিন্দুত্ববাদী ধর্মগুরু যতি নরসিংহানন্দ।

এবার ঐ নরসিংহের পথ ধরেই মুসলমানদের গণহত্যার আহ্বান জানানো হিন্দু সন্ন্যাসী ইয়াতি কৃষ্ণানন্দের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

এই হিন্দুত্ববাদী প্রস্তাবিত গণহত্যার জন্য একটি তফসিল ঘোষণা করেছে; এতে সে পূর্ব উত্তরপ্রদেশ থেকে এটি শুরু হবে বলেও জানিয়েছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, উগ্র সাধু সন্ত্রাসী ইয়াতি কৃষ্ণানন্দ ঘোষণা করছে যে, প্রস্তাবিত গণহত্যা শুরু হবে পূর্বাচল তথা (পূর্ব উত্তরপ্রদেশ) থেকে।

"আমরা ধর্ম যুদ্ধ ঘোষণা করেছি।"

বাকি ক্লিপটিতে, তাকে দেখা যায়, সে হিন্দুদেরকে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে প্ররোচিত করতে বলছে, যে তারা অনেক বেশি সময় ধরে ঘুমিয়েছে। এখন জেগে ওঠা এবং মুসলিমদের মোকাবেলা করার সময় এসেছে।

সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য গুরুত্বারোপ করে। সকলকে হিন্দুদের একত্রিত করতে মুসলিম গণহত্যাকে "ধর্মযুদ্ধ" হিসেবে আখ্যায়িত করে। সে হিন্দুদের উসকনি দিয়ে বলেছে, মুসলিমরা নাকি ইতিমধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

এভাবেই প্রকাশ্যে মুসলিম গণহত্যার ঘোষণা দিয়ে উগ্র হিন্দু সন্ন্যাসীরা মুসলিম গণহত্যা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত ধাপের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্লেষকরা তাই বলছেন, মুসলিমরা যদি এখনো সচেতন না হোন, কিংবা নিজেদের জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের ফিকির শুরু না করেন, তাহলে হয়তো তাদের জন্য অপেক্ষা করছে রক্তাক্ত এক নিকট ভবিষ্যৎ।

তথ্যসূত্র:

1. Hindu Monk Announces ‘Dharam Yudh’ against Muslims https://tinyurl.com/ydjeheme

2. video link:- https://tinyurl.com/yh793vmz

ইয়েমেন | আবিয়ানে যুদ্ধ বিস্তৃতি করছে আল-কায়েদার আরব উপদ্বীপ শাখা

বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা 'আনসারুশ শরিয়াহ্' ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলিয় আবিয়ান প্রদেশে নতুন করে অভিযান চালাতে শুরু করেছে। প্রতিরোধ যোদ্ধারা এডেনের পূর্ব দিকে তাদের অভিযান ও প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস চালাচ্ছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে, গত ১৭ এপ্রিল রবিবার সকালে আল-মাজালাহ এবং আল-মাহফাদ জেলায় নিয়োজিত মুজাহিদগণ একটি সামরিক কনভয়ে সফল হামলা চালিয়েছেন।

জানা যায় যে, সংযুক্ত আরব আমিরাত সমর্থিত মিলিশিয়াদের উক্ত সামরিক কনভয়টি যখন ইডেন থেকে শাবওয়াহ অঞ্চলের দিকে যাচ্ছিল, তখন এই হামলার ঘটনা ঘটে। আর আল-কায়েদা যোদ্ধারা অস্ত্র বোঝাই ২টি গাড়ি জব্দ করে নিয়ে যান এবং বাকি গাড়িগুলো ধ্বংস করে দেন। তবে এসময় যানবাহনে আরোহী মিলিশিয়াদের ভাগ্যে কি হয়েছিল তা জানা যায়নি।

উল্লেখ্য যে, আনসারুশ শরিয়াহ্ সম্প্রতি ইয়েমেনে নিজেদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে শুরু করেছে। আর এরই অংশ হিসাবে প্রতিরোধ বাহিনীটি পূর্বে তাদের মজবুত দুর্গ হিসাবে বিবেচিত জেলাগুলিতে নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছে। এই লক্ষ্যে তাঁরা ইডেনের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে নিজেদের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি করছে।

মুসলিমদেরকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতার হুমকি: ১৫ বছরে অখন্ড ভারত গড়া হবে

আগামী ১৫ বছরের মধ্যে অখন্ড ভারত গড়া হবে। এই পথে বাধাদানকারীদের ধ্বংস করে দেওয়া হবে বলে মুসলমানদেরকে হুমকি দিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন 'আরএসএস' প্রধান মোহন ভাগবত।

হরিদ্বারে এক মন্দিরে "মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা" অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদানকালে প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে এমনটিই বলেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী এই সংগঠনটির প্রধান। সে আরো বলেছে, অখন্ড ভারতের এজেন্ডা আরএসএস এর জন্য সব সময় শীর্ষে রয়েছে। আলোচনার কেন্দ্রে ঘুরেফিরে এই ইস্যুটিই বারবার টেনে আনছিল সে। সন্ত্রাসবাদী এই নেতা আরো বলে,"সনাতন ধর্মই হিন্দু ধর্ম। বিশ থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে ভারত অখন্ড ভারত

হবেই। কিন্তু যদি আরও একটু চেষ্টা করি, তাহলে স্বামী বিবেকানন্দ এবং ঋষি অরবিন্দের স্বপ্নের অখণ্ড ভারত ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে। এটাকে কেউ আটকাতে পারবে না। যে মাঝখানে আসবে তাকে ধ্বংস করা হবে। যাঁরা সঙ্গে আসবে আসো, নইলে রাস্তা থেকে সরে যাও"

তার বক্তব্যে আরো ফুটে উঠে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুদের তোড়জোড় ও পরিশ্রমের কথা। সে বলে,"আমরা এক হয়ে দেশের জন্য জীবন-মরণ পণ করছি।

ভাগবত জানিয়েছে যে, আমরা আলাদা, আমরা বিভিন্ন। কিন্তু আমরা পৃথক নই। দেশের জন্য আমরা প্রাণ দিতে শুরু করেছি এবং সবাইকেই এটা অনুসরণ করা উচিত।"

হিন্দুদের সশস্ত্র হবার আহবান জানিয়ে সে বলে, "আমরা অহিংসার কথা বলব এবং হাতে লাঠিও রাখব। কারণ এই পৃথিবী শক্তি ছাড়া মানে না।"

উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন 'আরএসএস' প্রধানের বক্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়।

প্রথমত, রামরাজ্য বা অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য মুশরিকরা সুপরিকল্পিতভাবে আগাচ্ছে। তারা তাদের লক্ষ্য স্থির করেছে, লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তারা জনসমর্থন আদায় করছে উগ্রবাদী বক্তৃতা দিয়ে। তারা তাদের যুবকদের প্রশিক্ষিত করছে অস্ত্র দিয়ে। তারা সাধারণ মানুষদের অস্ত্র ধরতে আহবান জানাচ্ছে এবং তাদের শত্রুদের স্পষ্টরূপে হুমকি বা থ্রেট দিচ্ছে যে, যারাই তাদের সামনে আসবে তাদেরকেই ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

সাধারণ হিন্দুদের উৎসাহ ধরে রাখতে তারা আশ্বাস দিচ্ছে যে, মাত্র ১৫ বছরেই তারা তাদের স্বপ্নের হিন্দুরাষ্ট্র কায়েম করবে। তারা মিছিলের নামে মুসলিম মহল্লাগুলোতে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে, আবার এই ধ্বংসলীলাকে জাস্টিফাই করছে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে যে মুসলিমরাই নাকি আগে পাথর ছুড়ে আক্রমণ করছে। হিন্দু যুবকদের ইসলাম অবমাননাকর স্লোগান দেবার অংশটুকু কৌশলে এড়িয়ে যায়।

হকপন্থি আলেমগণ ও ইসলামি বিশ্লেষকরা মনে করেন, মুসলিমদের উচিৎ এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আজ ভারতে উগ্র হিন্দুরা সম্পূর্ণরূপে তৎপর হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও উগ্র হিন্দুরা তৎপরতা বাড়াচ্ছে। তাই এই মুহুর্তে সকল মুসলিমদের উচিৎ শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করা।

কাশ্মীরে সড়ক দূর্ঘটনায় দখলদার ১৩ ভারতীয় সেনা হতাহত

কাশ্মীরের শ্রীনগরে ট্রাকের সাথে সংঘর্ষে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সেনাদের একটি বাস দূর্ঘটনার কবলে পড়েছে। এই ঘটনায় দেশটির ১২ সেনা আহত এবং অপর এক সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সংবাদ সংস্থাগুলো জানা যায়, শ্রীনগরের হায়দারপোরা এলাকা অতিক্রমকালে একটি ট্রাক সজোরে ধাক্কা দেয় হিন্দুত্ববাদী দখলদার সেনাদের গাড়িকে। এতে ১৩ জন সেনা আহত হয়।

যাদের মাঝে কয়েকজনের অবস্থায়ই ছিল আশংকাজনক। এসময় গুরুতর আহত এক সিআরপিএফ কন্সটেবলকে হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানেই সে মারা যায়।

কাশ্মীরি মাজলুম মুসলিমদের উপর যুগ যুগ ধরে জুলুম চালিয়ে আসছে হিন্দুত্ববাদী ভারতের কুখ্যাত এই 'CRPF' বাহিনী।

আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমানে অসীম সাহসী কাশ্মীরি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে মারা যাওয়া ছাড়াও কিছুদিন পরপরই নিজেদের রাইফেল দিয়ে আত্মহত্যা কিংবা দূর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রায়ই মারা যাচ্ছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক CRPF সেনা।

পাক-তালিবানের অতর্কিত হামলায় ১১ নাপাক সেনা হতাহত

পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান ও বাজোর এজেন্সিতে পশ্চিমাদের গোলাম পাকি-সেনাদের উপর ২টি পৃথক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে ১১ গাদ্দার সেনা নিহত ও আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

সূত্র অনুযায়ী, গত ১৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬:১০ টায়, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাধা সীমান্ত এলাকায় একটি সফল হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলাটি দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে চালানো হয়েছিল। যাতে ৫ সেনা সদস্য আহত হয়। তাদের মধ্যে ২ সেনার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী জানান, টিটিপির মাইন মাস্টার মুজাহিদরা বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছেন।

একই তারিখে রাত ১২ টায়, বাজোর এজেন্সির নওগাই সীমান্তে আরও একটি বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। অঞ্চলটির চারমাং এলাকায় গাদ্দার পাকি সেনাদের একটি ইউনিটকে টার্গেট করে অতর্কিত হামলা চালানো হয়।এতে পশ্চিমাদের গোলাম ২ পাকি গাদ্দার সৈন্য নিহত হয় এবং আরও ৪ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

২০শে এপ্রিল, ২০২২

এবার গাদ্দার পাকি বাহিনীর ৪ সেনা হতাহত হল টিটিপি'র হামলায়

পাকিস্তানের পেশওয়া, বান্নু এবং ডিআই-খান অঞ্চলে দেশটির গাদ্দার বাহিনীর উপর পৃথক ৩টি হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে অফিসার সহ ৩ সেনা নিহত এবং অন্য ১ সেনা আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১৮ এপ্রিল রাতে পেশওয়ারে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ। অঞ্চলটির শেহাব এলাকার একটি পুলিশ পোস্টে মুজাহিদগণ গ্রেনেড দিয়ে হামলা চালালে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ১ পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়।

একদিন রাত ৯:৩০ টায়, টিটিপির টার্গেট কিলিং স্কোয়াডের মুজাহিদগণ ডেরা ইসমাইল খানের দারাবান সীমান্তে কর্তব্যরত একটি পুলিশ গাড়ি লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালান। এতে গাদ্দার পুলিশ বাহিনীর ২ কর্মকর্তা নিহত হয়।

অপরদিকে ঐদিন সকাল ৮টায়, তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর টার্গেট কিলিং স্কোয়াডের মুজাহিদরা বান্নু শহরে একটি সফল হামলা চালান। অঞ্চলটির মান্দান থানা চত্বরে এক গাদ্দার পুলিশ সদস্যকে টার্গেট করে গুলি চালান মুজাহিদগণ। এতে উক্ত পুলিশ অফিসার ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। সেই সাথে তার সাথে থাকা অস্ত্রটি গনিমত হিসাবে নিয়ে যান মুজাহিদগণ।

সম্প্রতি টিটিপি'র হামলায় দিশেহারা পাকিস্তান এখন সকল দায়ভার আফগান তালিবানের উপর চাপাতে চাইছে। এমনকি এই অজুহাতে তারা আফগানিস্তানের সীমান্তের অভ্যন্তরে একটি গ্রামে বিমান হামলা চালিয়ে ৪৭ পাকিস্তানী শরণার্থীকে হত্যাও করে গত ১৫ এপ্রিল। নিজ মুসলিম নাগরিকদের রক্ত ঝরাতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করে না বিদেশীদের দালাল এই গদ্দার সেনারা।

১৯শে এপ্রিল, ২০২২

মুসলিম হামলার জেরে পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার হুমকি : ধরা-ছোঁয়ার আরো বাইরে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা

ভারতে কথিত আইন আছে, ধরপাকড়ও আছে। তবে তা শুধু মুসলিমদের বেলায়। মুসলিমরা অপরাধ না করেও আইনের মারপ্যাচে বছরের পর বছর কারাগারে কাটাতে হয়। অন্যদিকে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা, প্রকাশ্য দিবালোকে মুসলিমদের উপর হামলা চালিয়েও হিন্দুত্ববাদের আশীর্বাদে বহাল তবিয়তে থেকে যায়।

গত শনিবার ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে হিন্দুদের একটি ধর্মীয় মিছিল থেকে স্থানীয় মুসলিমদের উপরে হামলা চালায় উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন স্থানীয় মুসলিম ব্যক্তি আহত হন। হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা চলাকালীন পাথর ছোড়ার মিথ্যা অভিযোগ তুলে মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীরা হামলা চালায়। এলাকার মুসলিম বাসিন্দারা জানিয়েছেন হিন্দুরা শোভাযাত্রা করে আসার সময় অশান্তি তৈরি করে।

সেই হিন্দুত্ববাদী দল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়ে বলেছে, যদি দিল্লি পুলিশ জাহাঙ্গীরপুরা মুসলিমদের উপর হামলার ঘটনায় হনুমান জয়ন্তীতে অংশগ্রহণকারী তাদের কোনো কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে তারা দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে; যদিও হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন তাদেরকে রক্ষার জন্যই কাজ করে যায়। তবে মাঝে মাঝে লোক দেখানোর জন্য তাদের আটক করা হত। এখন থেকে এটা না করার জন্যও হুমকি দিয়েছে তারা।

হিন্দুত্ববাদী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হুমকিতে পুলিশ তাদের অবস্থান বদল করেছে। ফলে এখন থেকে হিন্দুত্ববাদীরা যখন যা ইচ্ছে মুসলিমদের সাথে তাই করতে পারবে। আর মুসলিমদের সাথে হচ্ছেও তাই।

এমন পরিস্থিতিতে মুসলিমদেরকেই তাদের নিজেদের প্রতিরক্ষা জোরদারের তাগিদ দিয়ে আসছেন বিশ্লেষকরা। কেননা তাদের রক্ষার কোন ইচ্ছা ও সামর্থ্য নেই এখন হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের। আর হিন্দুত্ববাদী সরকার, প্রশাসন ও উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী - সকলেই চাইছে যেকোন অজুহাতে অতি দ্রুত মুসলিম গণহত্যা শুরু করে দিতে, যেন স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদের কল্পিত অখণ্ড ভারত কায়েম করে ফেলা যায়।

তথ্যসূত্র:

1. Hours after VHP's warning, Delhi Police retracts statement naming VHP regarding Jahangirpuri case https://tinyurl.com/2ayhnbnm

---

শাম | দখলদার রুশ ও নুসাইরি শিয়াদের উপর মুজাহিদদের হামলা : হতাহত অসংখ্য

সিরিয়ায় কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া মিলিশিয়া ও দখলদার রাশিয়ান সামরিক ঘাঁটিগুলো টার্গেট করে একাধিক আর্টিলারি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে বহু সংখ্যক কুফফার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১৮ এপ্রিল সোমবার সিরিয়ার সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আনসার আল-ইসলাম।

প্রথম হামলাটি চালানো হয় সাহলুল-ঘাবের 'জেরিন সামরিক ক্যাম্প' টার্গেট। এই সামরিক ঘাঁটিটি রাশিয়ান দখলদার বাহিনী এবং কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া মিলিশিয়ারা যৌথভাবে পরিচালনা করে থাকে। আর এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি লক্ষ্য করেই মুজাহিদগণ ঐদিন কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়েছেন।

মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত এসব গোলাসমূহ সরাসরি শত্রু বাহিনীর ক্যাম্পটিতে গিয়ে আঘাত হানে। এতে বহু সংখ্যক কুফফার সৈন্য হতাহতের শিকার হয়েছে বলে জানা যায়।

একইদিন মুজাহিদগণ অঞ্চলটির আল-বারাকা গ্রামে অবস্থিত দখলদারদ রাশিয়ান বাহিনী ও নুসাইরি বাহিনীর দুর্গগুলি লক্ষ্য করে আর্টিলারি দ্বারা একাধিক গোলা নিক্ষেপ করেন। এখানেও কুফ্ফার বাহিনীর সারিতে অসংখ্য হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

সোমালিয়ার কৌশলগত মাতাবান জেলা পুনরুদ্ধার আশ-শাবাবের

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব সংক্ষিপ্ত এক যুদ্ধের পর হিরান রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মাতাবান জেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১৮ এপ্রিল বিকালে মধ্য সোমালিয়ার হিরান রাজ্যে একটি দুর্দান্ত সফল অভিযান চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব। প্রতিরোধ যোদ্ধারা রাজ্যটির মাতাবান জেলায় সফল এই অভিযানটি শুরু করেন।

সূত্র মতে, আশ-শাবাব যোদ্ধারা প্রথমে জেলাটির কেন্দ্রীয় একটি সামরিক ঘাঁটি ঘেরাও করে হামলা চালাতে শুরু করেন। এসময় গাদ্দার সেনাবাহিনী মুজাহিদদের তীব্র হামলার সামনে টিকতে না পেরে পালিয়ে যেতে থাকে এবং অনেক সৈন্য হতাহত হয়।

এরপর হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালাতে শুরু করেন। এসময় শহরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পশ্চিমা সমর্থিত সৈন্যরা মুজাহিদদের প্রতিহত করতে না পেরে পালিয়ে যায়।

শহর ছেড়ে গাদ্দার সেনাদের পলায়নের পর মুজাহিদগণ শহরটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

স্থানীয়দের মতে, সেনাদের পলায়নের পর আশ-শাবাব যোদ্ধাদেরকে মাতাবান শহরের অভ্যন্তরে তাওহিদের কালিমা খচিত কালো পতাকা নিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে দেখা গেছে। এসময় মাতাবানের জনগণ হারাকাতুশ শাবাবকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

সেই সাথে আশ-শাবাব কর্মকর্তারা একটি পাবলিক প্লেসে মাতাবানের লোকদের সাথে তাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন।

উল্লেখ্য যে, মাতাবান শহরটি আশ-শাবাব কর্তৃক এবারই প্রথম বিজয় করা হয় নি, বরং এর আগেও গুরুত্বপূর্ণ এই শহরটি বহুবার দখলে নিয়েছিলেন মুজাহিদগণ।

কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি স্কলারকে গ্রেপ্তার : অপরাধ 'স্বাধীনতার পক্ষে' আর্টিকেল লেখা

একটি অনলাইন ম্যাগাজিনে স্বাধীনতার পক্ষে আর্টিকেল লেখায় কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পিএইচডি স্কলারকে গ্রেপ্তার করেছে জম্মু ও কাশ্মীর স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এসআইএ)।

এসআইএ শহরের বেশ কয়েকটি স্থানে তাদের কথিত "সন্ত্রাস ও দেশবিরোধী নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে" চালানো তল্লাশির অংশ হিসেবে আব্দুল আলা ফাজিলি নামের সেই স্কলারকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে দাবি করে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

এসআইএ'র এক কর্মকর্তা জানিয়েছে যে তাদের তল্লাশি দল ফাজিলির বাসা থেকে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইসসহ অন্যান্য "অপরাধমূলক" প্রমাণ জব্দ করেছে।

সেই কর্মকর্তাটি আরও জানায়, ফাজিলির লেখা 'দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে যাবে' নামক নিবন্ধটি অত্যন্ত "উসকানিমূলক, রাষ্ট্রদ্রোহী এবং জম্মু ও কাশ্মীরে অস্থিরতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।" এবং "সন্ত্রাসবাদকে" মহিমান্বিত করে তরুণদের "সহিংসতার" পথ বেছে নিতে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। এছাড়াও এটি "মিথ্যা আখ্যানকে প্রচার ও প্রসার করেছে, যা ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ভাঙার লক্ষ্যে "বিচ্ছিন্নতাবাদী-কাম-সন্ত্রাসী" প্রচারাভিযান বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য।

তবে বাস্তবতা এবং বিশ্লেষকদের মত এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁরা বলছেন ফাজিলিকে মূলত গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের "হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা" বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই। ফাজিলি তাঁর লেখায় কাশ্মীরে ভারতের হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন চালানোর বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। আর সত্য কথা বলার জন্যেই তাঁকে 'সন্ত্রাসী' তকমা দিয়ে অন্যায় ভাবে গ্রেপ্তার করেছে কাশ্মীরের হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

ইসলামি চিন্তাবীদগণ এটাও বলছেন যে, কাশ্মীরে তাদের আগ্রাসনের প্রমাণ আরও একবার দিল হিন্দুত্ববাদী দখলদার ভারত। তবে যেকোন উপায়েই দখলদার ভারত কাশ্মীরি স্বাধীনতাকামী ও প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এখন আর দমাতে পারবে না বলেই মনে করেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

1. Kashmir university PhD Scholar Arrested For 'Highly Provocative And Seditioud' Article - https://tinyurl.com/4c9zmnkx

---

লাভ জিহাদের মনগড়া অভিযোগ তুলে মুসলিদের বাড়িঘরে হিন্দুত্ববাদীদের আগুন

আগ্রায় হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের বাড়িতে আগুন দিয়েছে। বাড়িগুলির একজন মুসলিমের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীরা কথিত "লাভ জিহাদ" এর অভিযোগ তোলে। যদিও সম্পর্কের ক্ষেত্রে হিন্দু প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাটি একটি ভিডিওতে

বলেছে যে, সে স্বেচ্ছায় তার সাথে গিয়েছিল। ওই মহিলার বাবা আগ্রায় সাংবাদিকদের বলেছে, তাঁর মেয়ে মথুরার একটি কলেজে বিএ-র ছাত্রী।

১৫ই এপ্রিল শুক্রবার ধর্ম জাগরণ সমন্বয় সংঘ নামে পরিচিত হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর সদস্যরা এই হামলা চালায়। জনতা শহরের রুনাক্তা এলাকার ঐ মুসলিমের বাড়িতে আগুন দিয়েছে হিন্দুত্ববাদীরা্। যেখানে জিমের মালিক সাজিদ কোরেশি থাকতেন। তার পরিবারের একটি পাশের বাড়িতেও আগুন দেওয়া হয়।

সাংবাদিক মোহাম্মদ জুবায়ের টুইট করেছেন যে, হিন্দুত্ববাদীদের হুমকির পরে,সাজিদ এবং তার পরিবার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। ফলে আগুন দেওয়ার সময় বাড়িতে কেউ ছিল না। তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতেও হিন্দুত্ববাদীরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আগুন লাগানোর সময় সাজিদের আত্মীয়ের বাড়ির বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

এদিকে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, সেখানে সাজিদের বিরুদ্ধে ওঠা অপহরণের দাবিকে অস্বীকার করে যুবতী। তিনি জানিয়েছেন, "আমরা সাবালক। আমি ওর সঙ্গে স্বেচ্ছায় গিয়েছিলাম।" সিনিয়র এসপিও নিশ্চিত করেছে, "দু'জনেই সাবালক।"

তবুও হিন্দুত্ববাদীদের জিঘাংসার শিকার হতে হলো এই মুসলিম পরিবারটিকে। আসলে ভারত এখন চলছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের ইচ্ছামাফিক, তারা আইনের কোন ধার ধারছে না। আর প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাও আংশিক বা পুরোপুরি হিন্দুত্ববাদীদের প্রভাবে চলে গেছে।

এমন পরিস্থিতিতে আসন্ন মুসলিম গণহত্যা প্রতিরোধে মুসলিমদেরকে তাই নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার দিকে মনোনিবেশ করতে বলেছেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র:

1. Hindutva Group Sets Fire to Houses of Muslim Man in Relationship With Adult Hindu Woman-https://tinyurl.com/yjpe33dw

   - https://tinyurl.com/r859mca6

দিল্লিতে হনুমান জয়ন্তীর মিছিল থেকে মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের হামলা

গত ১৬ এপ্রিল শনিবার ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে হিন্দুদের একটি ধর্মীয় মিছিল থেকে স্থানীয় মুসলিমদের উপরে হামলা চালায় উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন স্থানীয় মুসলিম ব্যক্তি আহত হন।

হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা চলাকালীন পাথর ছোড়ার অভিযোগ তোলে মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীরা হামলা চালায়। এলাকার মুসলিম বাসিন্দারা জানিয়েছেন হিন্দুরা শোভাযাত্রা করে আসার সময় অশান্তি তৈরি করে। তারাই প্রথম সংঘর্ষ বাধায়।

পরে নয়াদিল্লির শহরতলী জাহাঙ্গীরপুরীতে মিছিল চলাকালীন মুসলিমদের উপর সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে।

গত সপ্তাহান্তে হিন্দু উৎসব রাম নবমীর সময় যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল তার পরে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মধ্য প্রদেশ রাজ্যে 'দাঙ্গাকারী' অভিযোগে মুসলিমদের বাড়িঘর ও দোকান ভেঙে দিয়েছে। মোদির নিজ রাজ্য গুজরাটেও কর্তৃপক্ষ মুসলিমদের অনেক দোকান ভেঙে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, দুই বছর আগে দিল্লিতে হিন্দু-মুসলিম ভয়াবহ পগরমে ৫৩ জন মারা গেছে, যাদের বেশিরভাগই মুসলিম। এ ছাড়াও আহত হয়েছিলেন আরও অন্তত ৬১৯ জন।

তথ্যসূত্র:

1. Clashes erupt in India's New Delhi during Hindu procession - https://tinyurl.com/4fb85dfb
2. Indian police arrest 14 in New Delhi after communal violence - https://tinyurl.com/ps8hsyf8
3. India: Muslim group takes 'dangerous bulldozer politics' to court - https://tinyurl.com/ps8hsyf8

ইয়েমেনের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কয়েক ডজন উচ্চপদস্থ আল-কায়েদা নেতার সফল পলায়ন

ইয়েমেনের হাদরামাউত প্রদেশের সেয়ুন কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কয়েক ডজন বন্দী পালিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। যাদের অধিকাংশই আল কায়েদার উচ্চপদস্থ নেতা ও সদস্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, ইয়েমেনের হাদরামাউত প্রদেশের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে অনেক বন্দী পালিয়ে গেছে। বলা হয় যে, কারাগারটি থেকে পালিয়ে যাওয়া অধিকাংশ বন্দীই আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপের (একিউপি) সাথে

সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। যাদের মধ্যে আল-কায়েদার সিনিয়র নির্বাহী কর্মকর্তারাও আছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র আরও জানায়, বন্দীদের পালিয়ে যাওয়ার পর দেশটির কথিত নিরাপত্তা বাহিনীর বড় একটি দলকে ওই অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে।

প্রদেশের আইন প্রয়োগকারীরা নিশ্চিত করেছে যে, পলাতক বন্দীদের ১০ জনই হচ্ছেন আল-কায়েদার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।

পালানোর সময় বন্দীরা ইফতারের সময় প্রথমে কারাগারে হট্টগোল সৃষ্টি করে। ফলে সেখানে অশান্তির সৃষ্টি হয়। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আল-কেয়েদার সদস্যরা কারাগারটি থেকে পালিয়ে যায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়।

আল-কায়েদা নেতাদের এই কৌশলী পলায়নকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন হক্কপন্থী উলামায়ে কেরাম। তারা আশা প্রকাশ করেছেন যে, উচ্চপদস্থ নেতাদের এই পলায়ন একিউএপি'কে আরো শক্তিশালী করবে। এবং আরব অঞ্চলে ইসলাম ও মুসলিমকে আরও শক্তিশালী করবে, ইনশাআল্লাহ্।

১৮ই এপ্রিল, ২০২২

ব্রেকিং নিউজ | সোমালিয়ায় রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে আশ-শাবাবের হামলা : হতাহত ১৮ এর অধিক

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু ও কিসমায়ো শহরে ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে অফিসার সহ ১৮ এর বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, আজ ১৮ এপ্রিল দুপুর বেলায়, দক্ষিণ সোমালিয়ার কিসমায়ো শহরে একটি বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। হামলাটি সামরিক বাহিনীর একটি কনভয় টার্গেট করে বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণের মাধ্যমে চালানো হয়েছে। বিস্ফোরকটি সফলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার পর একটি সামরিক "পিকআপ" সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় এর আশপাশে অবস্থান নেওয়া ২ অফিসার সহ সোমালি গাদ্দার সেনাবাহিনীর ৭ সদস্য নিহত হয়। একই সাথে বোলোজদুদ এবং বারসাঞ্জোনি অঞ্চলে নিযুক্ত সামরিক বাহিনীর ১ কমান্ডার এবং সেনা অফিসার "মারাল" সহ আরও ৪ গাদ্দার সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে।

এদিন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি চালান রাজধানী মোগাদিশুতে রাষ্ট্রপতির প্রাসাদে। যেখানে সোমালি পার্লামেন্টের সদর দফতর লক্ষ্য করে একের পর এক রকেট হামলা চালান মুজাহিদগণ। এরপর সেনাদের টার্গেট করে গুলি চালাতে শুরু করেন মুজাহিদগণ। এসময় উভয় বাহিনীর মাঝে

ব্যাপক গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। ফলে কয়েকজন সংসদ সদস্য এবং তাদের বেশ কয়েকজন রক্ষী সহ ৭ এরও বেশি সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে।

আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট মিডিয়া সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদগণ বরকতময় এই অভিযানটি এমন সময় শুরু করেছেন, যখন পিপলস অ্যাসেম্বলি এবং সেনেটের মধ্যে একটি যৌথ অধিবেশন চলছিল। ধারণা করা হচ্ছে, হতাহতের সংখ্যা কয়েক ডজন ছাড়াবে।

এমন বীরোচিত হামলার পর ইসলামি চিন্তাবীদগণ বলছেন, আশ-শাবাব মুজাহিদিন এখন যখন প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ ও পার্লামেন্ট ভবনে হামলা চালাতে পেরেছে, তাই তাদের পক্ষে এখন পুরো সোমালিয়া দখলে নিয়ে ইসলামি শরীয়াহ্ কায়েম করা সময়ের ব্যাপার মাত্র, ইনশাআল্লাহ্।

তথ্যসূত্র :

১। https://tinyurl.com/yu7yh8nf

২। https://tinyurl.com/2huwd5sn

'মুসলিমদের মারতে অস্ত্র তুলে নিন'- হিন্দুত্ববাদী ধর্মগুরু জ্যোতি নরসিংহানন্দ

ভারতে মুসলিম বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে, চলছে মুসলিম গণহত্যার চূড়ান্ত প্রস্তুতি। আর সেই আগুনে নিয়মিত ঘি ঢেলে যাচ্ছে সাধু সন্ন্যাসীর নামধারী উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী ধর্মগুরুরা।

গত কয়েকমাস আগে হরিদ্বারের ধর্ম সংসদে মুসলিমদের গণহত্যার ডাক দেয় হিন্দুত্ববাদী ধর্মগুরু যতি নরসিংহানন্দ। হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন লোক দেখানোর জন্য তাকে আটক করলেও কিছুদিনের ভিতরেই জেল থেকে বেরিয়ে আসে। জেল থেকে এসেই দিল্লিতে হিন্দুদের সাধু সম্মেলনে আবারও উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয় কুখ্যাত সাধু নরসিংহানন্দ। খাোদ রাজধানী দিল্লিতে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের নাকের ডগায় বসেই এ কাজ করেছে।

কিন্তু তাতেই ক্ষান্ত হয়নি উগ্র ধর্মগুরু জ্যোতি নরসিংহানন্দ। ফের মুসলিম নিধনে হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার ডাক দিয়েছে। পূর্বের ন্যায় আবারও মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ছড়ানাোর উদ্দেশ্যে প্রতিহিংসামূলক ভাষণ দিয়েছে। আর সেই হিংসা ছড়ানাোর কাজ সে অন্য কোনাো স্থান থেকে নয়, বরং হরিদ্বারের ধর্মসংসদের ধাঁচেই হিমাচলের উনায় গোপনে একটি ধর্মসংসদের আয়োজন করে। সেখানেই উপস্থিত ছিল যতি নরসিংহানন্দ। ধর্মসভায় প্রকাশ্যেই সে হিন্দুদের অস্ত্র তুলে নিতে উসকানি দেয়।

ধর্মসভায় অন্যতম আয়োজক সত্যদেব সরস্বতী বলেছে, "আমরা কোনও আইন মানি না। কাউকে ভয় পাই না।" ওই ধর্মসভার অন্যান্য বক্তারাও প্রকাশ্যেই মুসলিম নিধনের উসকানি দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, হরিদ্বারে এক ধর্মসভায় প্রকাশ্যে মুসলিম গণহত্যার হুমকি দিয়েছিল যতি নরসিংহানন্দ। সেই ধর্মসভায় উপস্থিত ছিল হিন্দু রক্ষা সেনার প্রবোধানন্দ গিরি, বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রী উদিতা ত্যাগী এবং বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায়সহ অন্যান্যরা। এই বিতর্কিত ধর্মগুরুর সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত। যা থেকে সহজেই অনুমেয় সবকিছু হিন্দুত্ববাদী শাসকের মদদেই হচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১।'মুসলিমদের মারতে অস্ত্র তুলে নিন', জেল থেকে ছাড়া পেয়েই ফের 'ঘৃণা ভাষণ' বিতর্কিত ধর্মগুরুর
- https://tinyurl.com/2p9yhd2d

আবারো গাদ্দার পাকি সেনাদের উপর টিটিপি'র হামলা, আবারো নিহত ১৩

আবারো পাকিস্তানের গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর **৩টি** পৃথক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে ৯ গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী গতকাল ১৭ এপ্রিল সকাল ১০টায় উত্তর ওয়াজিরিস্তানের জাওয়াই এলাকায় ইসলামবিরোধী পাকি সেনাবাহিনীর একটি ফুট সার্চ পার্টিতে মাইন হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাদে **৪** গাদ্দার সেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এবং অপর **২** সেনা গুরুতর আহত হয়।

এদিন সকাল বেলায় দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে আরও একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। যা ওয়ানা সীমান্তের কেন্দ্রীয় বাজারের কাছে ঘিলজাই চেকপোস্টের দিকে অগ্রসর হওয়া গাদ্দার সেনাদের একটি গাড়ি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। এতে **৩** নাপাক সেনা সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়।

একইভাবে ঐদিন বিকাল ৪ টায় দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে আরও একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। যা অঞ্চলটির তিয়ার্জা সীমান্তে গাদ্দার সেনাদের জন্য রসদ সরবরাহকারী একটি কনভয়ের উপর মাইন হামলার মাধ্যমে চালানো হয়েছে। এতে ঘটনাস্থলেই **২** গাদ্দার সেনা সদস্য নিহত এবং আরও ২ সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়।

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের **(টিটিপি)** মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে বরকতময় এই হামলাগুলো সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এবং পাকিস্তানে সম্পূর্ণ ইসলামি শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই লড়াই অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়েছে।

১৭ই এপ্রিল, ২০২২

আশ-শাবাবের অসাধারণ সব হামলায় এক ডজনেরও বেশি গাদ্দার সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে একাধিক সফল হামলার কৃতিত্ব দেখিয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। এসব হামলায় এক ডজনেরও বেশি দখলদার ও গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, আজ ১৭ এপ্রিল রবিবার, সোমালিয়ার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হামলার ঘটনা ঘটেছে। যার মধ্যে রয়েছে শাবেলি সুফলা রাজ্যের আউদাকলী শহর। যেখানে গাদ্দার সোমালি সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটি এবং একটি ফুট টহল দল আশ-শাবাবের বীর যোদ্ধাদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ফলে এলাকাটিতে গোলাগুলি ও বোমা হামলার ঘটনা ঘটে।

প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব সংশ্লিষ্ট সংবাদ মিডিয়ার তথ্য মতে, মুজাহিদদের উক্ত বীরত্বপূর্ণ অপারেশনে সোমালি গাদ্দার বাহিনীর ৬ এরও বেশি সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এদিন কেন্দ্রীয় শাবেলে রাজ্যের জোহর শহরেও একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। যেখানে একটি পিকআপ ট্রাক টার্গেট করে এই হামলাটি চালানো হয়।

সূত্র মতে, হামলার সময় উক্ত পিকআপে সোমালি সরকারের নির্বাচন কমিশনের উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তাও ছিল। ফলে সে ও তার এক দেহরক্ষী নিহত হয় এবং বাকি ২ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

এমনিভাবে এদিন যুবা রাজ্য ও বাকুল রাজ্যের ৪টি এলাকাতেও টার্গেট কিলিং অপারেশন পরিচালনা করছেন মুজাহিদগণ। এতে এখন পর্যন্ত ২ সেনা সদস্য নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

এভাবেই মুজাহিদগণ সোমালিয়ার ভূখণ্ডে ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদের ধারাবাহিকভাবে নাস্তানাবুদ করে এখানে একটি সফল ইসলামি ইমারত স্থাপনের ভিত্তি প্রস্তুত করে যাচ্ছেন।

পাকিস্তান | টিটিপি'র সফল হামলায় আরও ১২ গাদ্দার সেনা হতাহত

পাকিস্তানের বাজোর ও ডিআই-খান অঞ্চলে আমেরিকার গোলাম গাদ্দার পাকি সেনাদের উপর **২টি** সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে **৪** গোলাম সেনা নিহত এবং আরও **৮** সেনা গুরুতর আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১৬ এপ্রিল শনিবার রাত ১২টায় পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সিতে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) বীর যোদ্ধারা। যা রাজ্যটির নাওয়াগাই সীমান্তে অবস্থিত গাদ্দার পাকি সেনাদের একটি সামরিক ক্যাম্প টার্গেট করে চালানো হয়।

এসময় পাকি-সেনাদের ২ সদস্যকে প্রথমেই লেজার গান দ্বারা হত্যা করেন মুজাহিদগণ। এরপরে একটি গ্রেনেড লঞ্চার দিয়ে ক্যাম্পে আক্রমণ করেন মুজাহিদগণ। এতে আরও ৪ গাদ্দার সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়।

বরকতময় এই হামলার দুই দিন আগের এক সকালে ডিআই খান প্রদেশে হামলা চালান মুজাহিদগণ। জানা যায় যে, ঐদিন সকাল ৯ টার দিকে মাকিন সীমান্তের কালান্দার এলাকায় গাদ্দার পাকি সেনাবাহিনীর বোমা ডিসপোজাল স্কোয়াডের একটি গাড়িকে লক্ষ্য করে হামলা চালান মুজাহিদিন। এতে ইসলামের দুশমন গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর উক্ত গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আর সেই সাথে মুজাহিদদের এই হামলাতেও ২ গাদ্দার সেনা সদস্য নিহত ও অন্য ৪ সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়।

মিয়ানমারে সন্ত্রাসী সামরিক জান্তার দেয়া আগুনে শতাধিক গ্রাম জ্বলে ছাই

২০১৬-১৭ সালে মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর সশস্ত্র সন্ত্রাসী সামরিক জান্তা বাহিনী গণহত্যা চালায়। মুসলিম নারীদের গণধর্ষণ, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও শিশুদের হত্যা করে। মানবাধিকারের ধ্বজাধারীরা তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। সেই সন্ত্রাসী সামরিক জান্তা বাহিনী এখনো মায়ানমারে অবশিষ্ট মুসলিমদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত গত চার মাসে মিয়ানমারের মধ্যাঞ্চলীয় প্রদেশ সাগাইংয়ে শতাধিক গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা। দেশটিতে চলমান সরকারবিরোধী আন্দোলন দমনের অংশ হিসেবে এসব গ্রামে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এতে সাড়ে পাঁচ হাজার ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

জান্তাবিরোধী কয়েকটি সশস্ত্রগোষ্ঠী এসব গ্রামকে নিজেদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে- এই সন্দেহে গ্রামগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসী সরকারি বাহিনী।

মিয়ানমার আমাদের সীমান্ত লাগোয়া প্রতিবেশী দেশ, এবং তারা বহুবারই বাংলাদেশ ও বাঙালি মুসলিমদের প্রতি তাদের প্রতিহিংসার প্রকাশ ঘটিয়েছে। আর এখন যখন তাদের সীমান্তের ভিতরেই যুদ্ধ চলছে, তখন টার প্রভাব আমাদের দেশে পরবে না - এমন ভাবনাকে বোকামি মনে করেন বিশ্লেষকরা।

যেখানে আমাদের পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর বিপথগামী লোকেরা সশস্ত্র বিদ্রোহ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে যুগযুগ ধরে, সেখানে মিয়ানমারের যুদ্ধ পরিস্থিতির উপর বাংলাদেশ ও বাঙালি মুসলিমদের সতর্ক দৃষ্টি রাখার পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্লেষকগণ।

তথ্যসূত্র:

১। মিয়ানমারে শতাধিক গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে সামরিক জান্তা - https://tinyurl.com/2f5b8xds

---

১৬ই এপ্রিল, ২০২২

পাক-তালিবানের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ১৩ নাপাক সেনা হতাহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান ও বান্নু প্রদেশে ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাতে ৮ সেনা নিহত এবং অন্য ৫ সেনা গুরুতর আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১১ এপ্রিল পাকিস্তানের বান্নু ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)।

সূত্র মতে, ঐদিন প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি'র বীর যোদ্ধাদের প্রথম লড়াইটি হয় দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের সিরকান্দা এলাকায়। সেখানে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গাদ্দার সেনাবাহিনী টিটিপি'র একটি অবস্থান লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালায়। মুজাহিদগণ সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেন। এবং গাদ্দার পাকি সেনাদের টার্গেট করে পাল্টা হামলা চালাতে শুরু করেন।

ফলে মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের সম্মুখীন হয় গাদ্দার সেনারা। আর এতেই গাদ্দার সেনাবাহিনীর এক মেজর সহ ৭ সেনা নিহত এবং আরো ৪ গাদ্দার সেনা গুরুতর আহত হয়।

এরপর পুরোনো ঐতিহ্য বজায় রেখে গাদ্দার সেনাবাহিনী তাদের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করে। আর সেই লক্ষ্য সেনারা তাদের চিরাচরিত অভ্যাসের ধারাবাহিকতায় হেলিকপ্টার দিয়ে বেসামরিক লোকদের উপর গোলাবর্ষণের শুরু করে।

একই দিন বিকালে বান্নু প্রদেশের স্পিন ওয়াম সীমান্তে একটি গেরিলা হামলা চালান টিটিপি'র প্রতিরোধ যোদ্ধারা। সেখানে গাদ্দার পাকি সেনাদের একটি সামরিক দুর্গ লক্ষ্য করে লেজার গান দ্বারা আক্রমণ চালান মুজাহিদগণ। যাতে ইসলাম বিরোধী ১ গাদ্দার সেনা কর্মকর্তা নিহত এবং অন্য ১ সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়।

'দয়া করে আমাদের উদ্ধার করুন'- সৌদিতে আটক উইঘুর মুসলিম নারীর আকুতি

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে- একজন উইঘুর মুসলিম নারী ও তাঁর ছোট মেয়েকে চীনে ফেরত পাঠানোর জন্য আটক করে নিয়ে যাচ্ছে সৌদি পুলিশ।

উইঘুর মুসলিমদের ওপর চীন প্রশাসনের অমানবিক নির্যাতন থেকে বাঁচতে তুরস্কে গিয়েছিলেন বুলেইকিমো নামের সেই উইঘুর মুসলিম নারী। তাঁর সাথে ছিলো তাঁর ১২ বছরের ছোট মেয়েও। সেখান থেকে মক্কায় উমরাহ্ করতে এসেছিলেন তাঁরা। কিন্তু উমরাহ্ করতে এসে তাঁদের আটক হতে হয় সৌদি প্রশাসনের কাছে।২০২০ সালে চীন থেকে পালিয়ে তুরস্কতে গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু এবার উমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে সৌদিতে এসে খোদ মুসলিম প্রশাসন দ্বারাই যে এভাবে আটকের শিকার হবেন তা হয়তো ভাবতেও পারেননি সেই অসহায় নারী। টুইটারের সেই ভিডিওতে দেখা যায় যে তাঁর ছোট মেয়েকে ও তাঁকে পুলিশের গাড়িতে করে বিমানবন্দর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সেই সময় তাঁদের চারপাশে ছিলো পুলিশি গাড়ি। ভিডিওতে সেই নারী কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের উদ্ধার করার আকুতি জানাচ্ছিলেন।

উক্ত দুইজন মুসলিম ছাড়াও আরও দুইজন উইঘুর মুসলিম পুরুষকে আটক করেছে সৌদি প্রশাসন, যাদের একজন সেই মুসলিম নারীর প্রাক্তন স্বামী।

এভাবেই বছরের পর বছর ধরে মুসলিম জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আসছে সৌদির নামধারী মুসলিম শাসকেরা।

তথ্যসূত্র:

1. This is what happened to four Uyghur Muslims including a child - https://tinyurl.com/4kknjaxy

---

ব্রেকিং নিউজ || অখণ্ড ভারত তৈরীতে বাধা দিলে কঠিন পরিণতির হুমকি হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন 'আরএসএস' প্রধানের

মুসলিম মুক্ত অখণ্ড ভারত গড়তে আদা-জল খেয়ে মাঠে নেমেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। যে অখণ্ড ভারতে তারা কল্পিত রামের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

সেই টার্গেটকে সামনে নিয়ে হিন্দুত্ববাদীরা একেরপর এক মুসলিম বিদ্বেষী ইস্যু সামনে নিয়ে আসছে। ঠুনকো অজুহাত তুলে মুসলিমদের হতাহত করছে। বাড়িঘর দোকানপাটে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। তবে এতদিন স্পষ্ট করে না বললেও, এবারে কোন রাখঢাখ না রেখেই ভারতের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের

(আরএসএস) সংঘচালক মোহন ভাগবত অখণ্ড ভারত তৈরীর ঘোষণা দিয়েছে। আগেও হিন্দুত্ববাদীরা অখণ্ড ভারত বানানোর মত দিয়েছিল সে।

হিন্দুত্ববাদী মোহন ভাগবত বলেছে, 'আর মাত্র ১৫ বছর। তার পরই তৈরি হবে অখণ্ড ভারত। আর যারা এর মাঝে আসবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।' আর গত বৃহস্পতিবার তার জবাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল শিবসেনা'র নেতা সঞ্জয় রাউতি বলেছে, 'সবাই আপনাদের সাথে আছে। কিন্তু ১৫ বছর নয়, ১৫ দিনে অখণ্ড ভারত বানান।'

হরিদ্বারে সংঘচালক মোহন ভাগবতের হুঙ্কার- 'কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে অখণ্ড ভারত তৈরি হবে। আর একটু চেষ্টা করলে স্বামী বিবেকানন্দ বা ঋষি অরবিন্দের স্বপ্নের অখণ্ড ভারত ১০-১৫ বছরের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। এটা কেউ আটকাতে পারবে না। এই স্বপ্নপূরণের মাঝে আসবে যে, সে বা তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

একইসাথে সে অখণ্ড ভারত গড়ার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী।

ভাগবতের আরো দাবি, অখণ্ড ভারত বানানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে। সে বাঁশি বাজিয়ে বাকিদেরও ডাকছে। এখন আর ভারতকে আটকানো সম্ভব নয়।

এভাবেই প্রকাশ্যে মুসলিম নির্মূলের ঘোষণা দিয়ে উগ্র হিন্দু নেতারা মুসলিম গণহত্যা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত ধপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্লেষকরা তাই বলছেন, মুসলিমরা যদি এখনো সচেতন না হোন, কিংবা নিজেদের জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের ফিকির শুরু না করেন, তাহলে হয়তো তাদের জন্য অপেক্ষা করছে রক্তাক্ত এক নিকট ভবিষ্যৎ।

তথ্যসূত্র

১। ১৫ বছরের মধ্যেই অখণ্ড ভারত, বাধা দিলে কঠিন পরিণতি! - https://tinyurl.com/yjahsrtb

---

বিজয়ের মাসে সোমালিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ২টি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিল আশ-শাবাব

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তীব্র এক লড়াইয়ের পর দেশটির ওয়ারম্যাক্সান শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের সামরিক কমান্ডের এক বিবৃতি অনুসারে, আজ ১৫ এপ্রিল শুক্রবার সকালে সোমালিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর ওয়ারম্যাক্সানে ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়েছিলেন মুজাহিদগণ। এসময়কার দেশটির পশ্চিমা সমর্থিত সামরিক বাহিনীর সাথে তীব্র এক লড়াই সংঘটিত হয় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের।

তবে শেষ পর্যন্ত ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধাদের তীব্র হামলার সামনে টিকতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হয় মোগাদিশু কেন্দ্রীক সোমালি সরকারি বাহিনী।

আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, গাদ্দার সামরিক বাহিনীর সদস্যরা পালানোর আগে ও পরে হারাকাতুশ শাবাবের হামলায় প্রচুর সংখ্যক হতাহতের শিকার হয়েছে। বেশ কিছু সৈন্যকে বন্দীও করতে সক্ষম হয়েছেন মুজাহিদগণ।

শহরটি শত্রুমুক্ত করার পর আশ-শাবাব মুজাহিদিন জনসমক্ষে বাসিন্দাদের সাথে কথা বলছেন। এসময় তাঁরা জনগণের সমস্যার কথা শুনেছেন এবং এর প্রতিকারের উপায় নিয়েও আলোচনা করেছেন।

একই দিন বিকেলে আশ-শাবাব যোদ্ধারা শাবেলি রাজ্যের ওয়ার্মহান জেলায় তীব্র হামলা চালিয়েছেন। এসময় তাঁরা জেলাটির আশাপাশের এলাকায় ৩ ঘন্টা যাবৎ অভিযান চালান। যার লক্ষ্য ছিল সেনাদেরকে বিভিন্ন ময়দানে ব্যস্ত করে রাখা। আর এই সুযোগে কেন্দ্রীয় শহর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরের কৌশলগত 'শারী' শহরে হামলা করে বসে আশ-শাবাবের অন্য একটি ইউনিট। মাত্র আধা ঘণ্টার লড়াইয়ের মাধ্যমে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা সরকারি বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেন এবং শহরটির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৫ই এপ্রিল, ২০২২

ভারতে মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের চালানো সহিংসতা দেখেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি পুলিশ

গত ১০ই এপ্রিল, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, গোয়া এবং মুম্বাইতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা চালায় উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। হিন্দু দলগুলি রাম নবমী উদযাপনের নামে মুসলিমদের উপর তান্ডব চালায়।

গুজরাটের হিম্মতনগর:

গত ১০ই এপ্রিল রবিবার, আনুমানিক ১:৩০টার দিকে প্রায় ৫০০-৬০০ লোকের একটি হিন্দু সমাবেশ উত্তর গুজরাটের হিম্মতনগরের মুসলিম অধ্যুষিত পাড়ায় প্রবেশ করে। স্থানীয়দের মতে এবং ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলি অনুসারে, সমাবেশের হিন্দুত্ববাদীরা আশরাফ নগরে মুসলিমদের ভয় দেখাতে তরবারি হাতে উস্কানিমূলক গান বাজাতে থাকে।

"যখন র‍্যালিটি আশেপাশে এসে পৌঁছায়, তারা মসজিদের সামনে থামে এবং উচ্চস্বরে উস্কানিমূলক সঙ্গীত বাজানো শুরু করে। তারা তাদের হাতে তলোয়ার নিয়ে নাচছিল – মুসলিম মহিলারা তাদের বারান্দায় ছিলেন। সমাবেশের হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম নারীদের গালিগালাজ শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা মুসলিমদের উপর হামলা শুরু করে।"

একজন বাসিন্দাকে বলেছেন, "তারা জানত যে ১:৩০ টায় মুসলিম পুরুষরা মসজিদে নামাজ পড়বে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম বিরোধী গান বাজিয়েছে এবং স্লোগান দিয়েছে।" "তাদের হাতে তলোয়ার ছিল, তারা গালিগালাজ করছিল, এমনকি তারা যে জীপে যাচ্ছিল সেই জিপে তাদের লাঠি ও তলোয়ার ছিল, পুলিশও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল কিন্তু তারা কোন বাধা দেয় নি। সেই হিন্দুত্ববাদীরা তাদের জীপ থেকে নেমে মুসলমানদের উত্তেজিত করতে থাকে।

রাম নবমী মিছিলটি ছাপারিয়ার রামজি মন্দির থেকে আশরাফ নগরের দিকে আবার বিকেল ৪:০০ টার দিকে, তলোয়ার উঁচিয়ে এবং মুসলিম বিরোধী স্লোগান দিতে শুরু করে। এলাকার মুসলমানরা উসকানিতে আপত্তি জানায় এবং তাদের উসকানি বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করে, কিন্তু হিন্দুত্ববাদীরা মুসলমানদের গালিগালাজ ও আক্রমণ শুরু করে। "এবারও পুলিশ সমাবেশের সাথে ছিল, তারা উস্কানি বন্ধ করেনি।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের হিন্দুত্ববাদীদের নেতৃত্বে হিন্দু জনতা মুসলমানদের দোকান এবং বাড়ি ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত ভিডিওগুলিতে হিন্দু জনতাকে জয় শ্রী রাম স্লোগান তুলতে এবং টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করতে দেখা যায়। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ হিন্দুত্ববাদীদের ঘেরাও করে পাহারা দিতেও দেখা যায়।

আশরাফ নগরে অবস্থিত তাকিয়া মসজিদেও অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর করা হয়। এই মসজিদটি হিম্মতনগরের বিজেপি বিধায়ক রাজেন্দ্রসিংহ চাভদার অফিস থেকে প্রায় পাঁচ মিটার দূরে অবস্থিত।

"ভয়ে দিন কাটাচ্ছে গুজরাটের মুসলিমরা" :

স্থানীয়দের একজন বলেছেন যে পুরো সহিংসতাটি পরিকল্পিত ছিল এবং পুলিশ এটি সম্পর্কে আগেই জানতো।

"যদি বিকাল ৪টায় সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে কেন রাত দেড়টায় এই সমস্ত হিন্দুত্ববাদীরা তলোয়ার নিয়ে এসে মুসলিমবিরোধী উত্তেজক গান বাজিয়েছিল? কেন পুলিশ তাদের বাধা দেয়নি," স্থানীয় একজন জিজ্ঞাসা করেন।

যে ভিডিওগুলি প্রচার হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দু উগ্র জনতা তেলের ব্যারেল নিয়ে এসেছে এবং গুজরাটি ভাষায় "আগুন জ্বালিয়ে দাও" বলতে শোনা যায়।

স্থানীয়দের আরও দাবি, পুলিশ হিন্দু জনতার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি, জনতা হাতে তলোয়ার নিয়ে নাচছিল এবং পুলিশ নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। হিম্মতনগর থেকে ১৬৭ কিলোমিটার দূরে গুজরাটের খাম্বাত শহরেও এই ধরনের সহিংসতা চালানো হয়েছে।

স্থানীয় একজন বলেছেন "গুজরাটের মুসলমানরা নিরাপদ বোধ করেন না, আমরা কারো নাম প্রকাশ করতে চাই না- অন্যথায় আমাদের জন্য এখানে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। আমরা গুজরাট ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার

জায়গা নেই।"
অন্যান্য রাজ্যেও অনুরূপ ঘটনাগুলো ঘটেছে। ফলে সহজেই বলা যায়, সবগুলো সহিংসতা একই সূূত্রে গাথা।

একজন স্থানীয় বলেছেন, "আমরা সহিংসতার পূর্বাভাস দিয়েছিলাম, এটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের দ্বারা পরিকল্পিত ছিল, এটি অন্যান্য রাজ্যেও ঘটেছে, এটি এখানে ঘটতে বাধ্য, আমরা কিছুই করিনি, আমরা সমস্যায় আরো পড়তে চাই না – এখানকার পরিবেশ খুবই সংকটজনক, পুলিশ মুসলমানদের তুলে নিচ্ছে, আমরা এ ব্যাপারে কিছু করতেও পারছি না।"

ভারতে মুসলিম গণহত্যার বাস্তবায়ন এখন দন দিন স্পষ্ট রূপ নিচ্ছে। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে মুসলিমদের জন্য তাই নববী মানহাজ অনুযায়ী নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা ব্যতীত বিকল্প কোন পথ দেখছেন না ইসলামী চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র:

1. Police watched Hindutva mob's violence unfold: Muslims in Gujarat's Himmatnagar
-https://tinyurl.com/r5swhder
-https://tinyurl.com/352ehnyr
2. Ramdhun played in front of mosque, then war started, police stopped speaker
-https://tinyurl.com/2p92m93f
3. In pictures: Victims of Islamophobic violence in Rajasthan
- https://tinyurl.com/2s76wfxe

ফটো রিপোর্ট | আশ-শাবাব কর্তৃক শাবেলি অঞ্চলের ১,০০০ পরিবারে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার বিস্তীর্ণ ভূমি নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যেখানে তাঁরা ইসলামি শরিয়াহ্ দ্বারা শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করছেন।

মহান আল্লাহর ইচ্ছায়, ইসলামি শরিয়াহ্ ভিত্তিক এই ইমারার দায়িত্বশীলগণ সবসময়ই গরিব, অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন।

এই লক্ষ্যে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন 'আল-ইহসান অ্যাসোসিয়েশন' নামে আলাদা একটি বিভাগ। আশ-শাবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ফাউন্ডেশনটি থেকে সবমসময় হতদরিদ্র ও অসহায়দের সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

ফাউন্ডেশনটি থেকে রমজানের আগে ও পবিত্র এই রমজান মাস জুড়েও আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে ব্যাপকহারে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় গত ১২ এপ্রিল দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলি অঞ্চলেও খাদ্য রেশন বিতরণ করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায় যে, 'আল-ইহসান অ্যাসোসিয়েশন' শাবেলি রাজ্যের ৩টি গ্রামের প্রায় ১,০০০ পরিবারে ঐদিন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছে। এসবের মধ্যে রয়েছে আটা, চাল, চিনি ও তেল সমন্বিত খাদ্য সামগ্রী।

আশ-শাবাবের ত্রান বিতরনের কিছু দৃশ্য দেখুন -

https://alfirdaws.org/2022/04/15/56670/

১৪ই এপ্রিল, ২০২২

কর্ণাটকে মুসলিমদের দ্বারা চালিত ক্যাব বয়কটের আহ্বান হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর

ভারতের সন্ত্রাসী দল বিজেপি শাসিত অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় কর্ণাটক মুসলিম বিদ্বেষের হটস্পটে পরিণত হয়েছে। এছাড়া গোটা ভারতেই মুসলিমদের উপর চলছে উগ্র হিন্দুদের একেরপর এক নিষেধাজ্ঞা। উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের খাবার, পোষাক, চলাফেরা, ব্যবসা সবকিছুর উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করছে। হালাল খাবার, কাঁচা গোশত বিক্রি, লাউডস্পিকারে আযান দেওয়া সহ প্রায় প্রতি দিনই কোন না কোন ঠুনকো অভিযোগ এনে মুসলিমদের উপর নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে তারা। করছে হামলাও।

বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা ও বয়কটের পর এবার হিন্দুত্ববাদীরা সামনে এনেছে মুসলিম ক্যাব ড্রাইভারদের বয়কট করার ইস্যু। কর্ণাটকের কিছু হিন্দু সংগঠন মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত ক্যাব পরিষেবা এবং পরিবহন অপারেটরদের নিয়োগ না করার জন্য বলেছে।

ভারত রক্ষণ বেদিকের হিন্দুত্ববাদী সদস্যরা মুসলিম চালকদের দেওয়া ক্যাব পরিবাগুলি না নেওয়ার জন্য লোকদের বোঝাতে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে প্রচারণা চালায়।

এই রাজ্যের বিজেপি নেতারা এবং হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলি রাজ্যে মুসলিম ফল বিক্রেতাদের, হালাল মাংস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব পরা এবং রাজ্যে আজানের সময় লাউডস্পিকার ব্যবহার নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর সদস্য, প্রশান্ত বাঙ্গেরা শুক্রবার হিন্দুদের মন্দির এবং তীর্থস্থানে যাওয়ার সময় মুসলিম চালকদের না নেওয়ার জন্য আবেদন করে।

হিন্দুত্ববাদী বাঙ্গেরা হিন্দুদেরকে রাজ্যে কোনো মুসলিম মালিকানাধীন পরিবহন কোম্পানি ব্যবহার না করার আহ্বান জানিয়েছে। শ্রী রাম সেনাসহ অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বাঙ্গেরার দাবি সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কর্ণাটকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচারণা :

কয়েক মাস ধরে, কর্ণাটকের হিন্দুত্ববাদী দলগুলি মুসলমানদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি প্রচার শুরু করেছে। জানুয়ারিতে, কয়েকটি কলেজে ছাত্রদের হিজাব পরা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল দলগুলো। কলেজগুলোকে হিজাব নিষিদ্ধ করতে বাধ্য করার জন্য কিছু হিন্দু ছাত্র ক্লাসে জাফরান স্কার্ফ পরার জন্য সমন্বিত প্রচারণা শুরু করে। পরে ১৫ মার্চ, কর্ণাটক হিন্দুত্ববাদী আদালত হিজাব নিষিদ্ধের রায় দেয়।

মার্চ মাসে, কর্ণাটকের বেশ কয়েকটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে মুসলিম ব্যবসায়ীদের স্টল খুলতে নিষেধ করে দেয় হিন্দুত্ববাদী দলগুলি।

হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলি মসজিদে লাউডস্পিকার ব্যবহার নিষিদ্ধ করার দাবি করছে, বলছে যে এগুলো শব্দ দূষণের দিকে নিয়ে যায়। একটি হিন্দুত্ববাদী দল শ্রী রাম সেন, সরকার এই বিষয়ে পদক্ষেপ না করলে প্রতিবাদ করার হুমকি দেয়।

এই সপ্তাহের শুরুর দিকে, বেঙ্গালুরু হিন্দুত্ববাদী পুলিশ মসজিদ থেকে মাইক্রোফোন বাজেয়াপ্ত করা শুরু করেছে। এই অযুহাতে যে সেগুলোতে শব্দের মাত্রা সুপ্রিম কোর্টের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছে।

৪ এপ্রিল, বেঙ্গালুরুর নাগরিক সংস্থা, ব্রুহাত বেঙ্গালুরু মহানগর পালিকে, রবিবার রাম নবমীতে শহর জুড়ে মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

শুক্রবার কিছু হিন্দুত্ববাদী সংগঠনও হালাল-প্রত্যয়িত পণ্য বিক্রয় করার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। বিশ্লেষকদের মতে,হিন্দুত্ববাদী দলগুলি এরভাবেই সকল ধাপ অতিক্রম করে মুসলিম গণহত্যার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করছে। আর বেশকিছু বিশেষজ্ঞদের মতে, হিন্দুত্ববাদী দলগুলি স্বল্প মাত্রায় গণহত্যা শুরু করে দিয়েছে। যা ব্যাপক আকার ধারণ করা কেবল সময়ের ব্যাপার।

তথ্যসূত্র:

----

1. Hindutva group calls for boycott of cabs driven by Muslims in Karnataka https://tinyurl.com/6s5tvajf

১৩ই এপ্রিল, ২০২২

যে রামের নাম নেয় না, তাকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে: হিন্দুত্ববাদী বিধায়ক রাজা সিং

রাম নবমীর শোভাযাত্রার সময় ভারতজুড়ে মুসলিম গণহত্যার মহড়া চালায় উগ্র হিন্দুরা। অন্ধ ভক্তদের ক্ষেপিয়ে তুলতে হিন্দুত্ববাদী নেতারা মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়েছে নজিরবিহীন মাত্রায়। হায়দরাবাদে বিজেপি বিধায়ক রাজা সিং রাম নবমী উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি সমাবেশে উস্কানিমূলক ভাষণ দিয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী রাজা সিং বলেছে, "উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এখন দেশকে পরিষ্কার করতে বুলডোজার ব্যবহার করবেন এবং "খুব শীঘ্রই এটিকে একটি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করবেন।" বিশ্লেষকদের মতে সে বুলডোজার দ্বারা মুসলিম গণহত্যা চালানোকেই বুঝিয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী বিধায়ক আরও বলেছে, 'যে রাম নাম নেবে না, তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে'।

গত রবিবার ভারতের অন্তত আটটি রাজ্যে মুসলিম বিরোধী সহিংসতা চালিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো। বলা যায় রাম নবমী উদযাপনের নামে গোটা ভারতে মুসলিম গণহত্যার মহড়া চালিয়েছে তারা । মুসলিমদের দোকানপাট, বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ, মুসলিমদের পবিত্র স্থান মসজিদগুলোতে ভাঙ্চুর চালিয়েছে।হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর হামলায় বহু মুসলিম হতাহত হয়েছে।

এদিকে, ভারতের মধ্যপ্রদেশে মাত্র ৬% মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। রাম নবমীর দিন হিন্দুত্ববাদীরাই মুসলিমদের উপর হামলা চালিয়েছে। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন দাঙ্গাকারী হিসাবে ৬% মুসলিমকে চিহ্নিত করে বুলডোজার চালিয়ে তাদের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। ৬% মুসলিম হিন্দুদের উপর হামলা চালানো তো দূরের কথা নিজেদের জান মালই হিন্দুত্ববাদীদের হাত থেকে রক্ষা করতে অপারগ।

ভারতে শীঘ্রই একটা মুসলিম গণহত্যা শুরু হতে যাচ্ছে এমন পূর্বাভাস দিয়েছেন বিশ্বের গণহত্যা বিশেষজ্ঞগন। এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে মুসলিমদের সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছেন আলেমগণ।

তথ্যসূত্র:

1|Hindutva speech during Ram Navami rally https://tinyurl.com/mry6x3wd

---

পাক-আফগান সীমান্তে সামরিক উত্তেজনা চরমে: বহু সংখ্যক পাক সেনা হতাহত

আফগানিস্তানের নিমরুজ প্রদেশে পাক-আফগান সীমান্ত রেখায় দুই দেশের সেনা বাহিনীর মধ্যে সামরিক উত্তেজনা শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। এতে এখন পর্যন্ত তালিবানদের হামলায় বহু সংখ্যক পাক-সেনা নিহত এবং আহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৮ এপ্রিল শুক্রবার আফগানিস্তানের নিমরুজ প্রদেশে পাক-আফগান সীমান্ত নির্ধারণকারী কথিত ডুরান্ড লাইনে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। যেখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক ডুরান্ড লাইনে কাঁটাতারের স্থাপনকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে যে, ঐদিন নিমরোজ প্রদেশে কাঁটাতার স্থাপনের চেষ্টা করে পাকি-সেনারা। এসময় সীমান্তের এপারে থাকা আফগান সেনারা কাঁটাতারের বেড়া বসাতে বারণ করেন। কিন্তু পাক সেনারা বিষয়টি মেনে নেয় নি। বরং ওরা উল্টো তালিবান সেনাদেরকেই হুমকি দিয়ে বলে, তালিবানরা যেনো সীমান্তের 'জাকির' নামক গ্রামটি ২৪ ঘন্টার মধ্যে খালি করে দেয়। এদিকে স্বাধীনচেতা আফগান সেনারা গাদ্দার পাক সেনাদের এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ মেনে নিতে পারেন নি।

ফলে ঐসময় সীমান্তে নজরদারি করা পাকিস্তানের একটা সামরিক হেলিকপ্টার টার্গেট করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে হেলিকপ্টারটি সামান্যের জন্য ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু এসময় সামরিক হেলিকপ্টারে থাকা পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ এক অফিসার সহ কয়েকজন গাদ্দার সেনা গুরুতর আহত হয়। ফলে উভয় সীমান্তে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়।

https://ia601502.us.archive.org/6/items/1_20220413_20220413_0822/2.mp4

এরপর পাক সেনারা আবারো অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তি করে বসে। সেনারা তালিবানদেরকে হুমকি দিয়ে বলে, মুজাহিদরা যেনো ২৪ ঘন্টার মধ্যে হেলিকপ্টারে হামলাকারীদের পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করে।

এই হুমকির পর তালিবানরা আবারো গাদ্দার পাক সেনাদের উপর হামলা চলান। এবং পাক সেনাদের দখলে 'জাকির' গ্রামের যেটুকু ছিলো তাও উদ্ধার করেন। সেই সাথে কাঁটাতারের সীমান্ত থেকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত গাদ্দার সেনাদেরকে ধাওয়া করেন মুজাহিদগণ। এসময় পাক সেনাদের কয়েকটি গাড়ি ও সীমান্তে লাগানো কাঁটাতারসহ অনেক সরঞ্জাম জব্দ করেন।

এই ঘটনার পর পাকিস্তানি বাহিনীও আফগানিস্তানকে লক্ষ্য করে গোলা নিক্ষেপ করে। ফলে পাল্টা জবাব দিতে পাক সেনাদের টার্গেট করে তীব্র হামলা চালান আফগান সেনারাও। এতে বহু সংখ্যক গাদ্দার পাক সেনা নিহত ও আহত হয়।

https://ia601502.us.archive.org/6/items/1_20220413_20220413_0822/1.mp4

এদিকে আফগানিস্তানের নতুন প্রশাসন বলেছে যে, তাঁরা এই অঞ্চলে পাকিস্তান কর্তৃক সীমান্ত বেড়া এবং কাঁটাতারের বেড়া বসিয়ে পুশতুনদেরকে দুটি অঞ্চলে আলাদা করতে দিবেন না।

এই লক্ষ্যে গত ৮ এপ্রিল থেকে নিমরোজ সীমান্তে ভারী যুদ্ধাস্ত্র ও সাঁজোয়া যান সহ কয়েক হাজার নতুন সেনা মোতায়েন করেছে আফগান প্রশাসন।

ডিএসপির গাড়িবহরে টিটিপির হামলা: হতাহত ১৭ এরও বেশি

পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর পৃথক ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। এতে সামরিক বাহিনীর অন্তত ১৭ সদস্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

সূত্রমতে, গত ১১ এপ্রিল সোমবার রাতে, ডেরা ইসমাইল খান জেলার কালাচি সীমান্ত এলাকায় পুলিশের একটি কনভয় হামলার শিকার হয়েছে। উক্ত হামলায় দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ৬ পুলিশ সদস্য নিহত এবং ডিএসপিসহ আরও ৬ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে। এসময় গাদ্দার পুলিশের ২টি গাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। অভিযান শেষে হামলাকারীরা ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদে সরে যেতে সক্ষম হন।

বরকতময় এই হামলার একদিন আগে পাকিস্তানের কারাক জেলায় একই ধরনের আরও একটি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে ২ পুলিশ সদস্য নিহত এবং আরও ৩ পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়।

ফটো রিপোর্ট | ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে হিন্দুরা

পুরো ভারত জুড়েই যেনো চলছে মুসলিম গণহত্যার আয়োজন। যার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন স্থানে চালানো হচ্ছে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও মুসলিমদেরকে পিটিয়ে হত্যা করার মতো বর্বরোচিত ঘটনাসমূহ।

যার সূত্রধরেই গত ২ এপ্রিল রাজস্থানের করাউলিতে চালানো হয় আরও একটি ধ্বংসলীলা।

স্থানীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, ঐদিন উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সন্ত্রাসী দলগুলো, বিশেষ করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি), রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এবং বজরং দল, রাজস্থানের করাউলিতে একটি বাইক র‍্যালি বের করে। র‍্যালিটি যখন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা অতিক্রম করে, তখন মিছিলে ইসলাম বিদ্বেষী গান উচ্চ মাত্রায় বাজাতে শুরু করা তারা।

গানগুলোর মর্মার্থ ছিলো এরূপ যে, "যেদিন হিন্দুরা জেগে উঠবে, সেদিন টুপিওয়ালারা মাথা ঝুঁকিয়ে জয় শ্রী রাম বলবে। সেদিন রক্তের মাধ্যমে তোমাদের শক্তি আমরা দেখে নিবো। সেদিন তলওয়ার হবে আমাদের, আর রক্ত হবে তোমাদের"।

এসব উগ্রবাদী গানগুলো চালানো অবস্থাতেই এলাকাটিতে চালানো হয় ধ্বংসলীলা। উগ্র হিন্দুরা বেছে বেছে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে মুসলিমদের বাড়িঘর ও দোকানপাটগুলোতে। হামলা চালানো হয় এলাকাটির একটি জামে মসজিদেও।

https://alfirdaws.org/2022/04/13/56644/

১২ই এপ্রিল, ২০২২

আবারো ফেসবুকে ইসলাম ও মুহাম্মাদ (ﷺ) নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের অশ্লীল ও কটূক্তিপূর্ণ স্ট্যাটাস

ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের এদেশীয় দালালরা কিছুদিন পর পরই পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও আল্লাহর রাসূল ﷺ নিয়ে কটুক্তি করে। নানাভাবে মুসলিমদের কলিজায় আঘাত দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় এবার বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম ও মুহাম্মদ(ﷺ)-কে নিয়ে অশ্লীল ও কটুক্তিপূর্ণ স্ট্যাটাস দেয় কৌশিক বিশ্বাস নামে এক হিন্দু যুবক। এই পোস্টকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সোমবার ১১ এপ্রিল মোরেলগঞ্জ উপজেলার নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নে এ ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের আনায় স্থানীয় মুসল্লিরা মিছিল শুরু করেন। এ সময় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা প্রতিবাদে বিক্ষোভ করলে পুলিশ বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এ পর্যন্ত ১৭ জন মুসলিমকে আটক করেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। মুসলিমদের হয়রানি করতে গায়েবী মামলা দিয়েছে।

এদিকে, হিন্দু যুবক 'কৌশিক বিশ্বাস' কে বাঁচাতে তাকে দালাল পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।। হিন্দুত্ববাদীদের রক্ষা করার জন্য দালাল প্রশাসন হেফাজতে নেয় ঠিকই। মুসলিমরা শান্ত হলেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে দালাল প্রশাসন ও মিডিয়ার মাধ্যমে সাজানো হয় আইডি হ্যাকের গল্প ।

বাগেরহাট জেলা পুলিশের মিডিয়া সেলের প্রধান সমন্বয়কারী পুলিশ পরিদর্শক এস এম আশরাফুল আলম বলেছে, কৌশিক বিশ্বাস ফেসবুকে ধর্ম নিয়ে বেশ কয়েকটি আপত্তিকর পোস্ট এবং কমেন্টও করেছে। বিষয়টি জানাজানি হলে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতকারী কৌশিক বিশ্বাসের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে সে আরও জানায়, কৌশিক বেশ কিছুদিন আগে ভারতে চলে যায়। ৭ থেকে ৮ দিন আগে সে বাড়িতে এসে এলাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

বিশ্লেষকগণ বলেছেন, আসলে হিন্দুত্ববাদীরা ভারতের মত বাংলাদেশেও মুসলিম গণহত্যার মাঠ প্রস্তুত করতেই বাংলাদেশী হিন্দুদের দ্বারা মুসলিমদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। যেন মুসলিমদের উপর হামলা চালানোর কোন কারণ দাঁড় করানো যায়।

এ ঘটনার আগেও অনেক হিন্দু এমন ন্যক্কারজনক কাজ করেছে। কিন্তু প্রশাসন ও দালাল মিডিয়া বারবার আইডি হ্যাকের গল্প শুনিয়েছে। শুধু তাই নয় হিন্দুত্ববাদীদের দালাল প্রশাসন হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে তাওহিদী নবীপ্রেমী মুসলিমদের উপর গুলি চালিয়েছে। ৯০% মুসলিমের দেশে নবীকে ﷺ কটুক্তিকারীদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের উপর হামলা চালানোর অধিকার তাদের কে দিয়েছে- এমন প্রশ্ন অনেকের মনেই।

তথ্যসূত্র:

১।ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম ও মহানবি হজরত মুহাম্মদ(ﷺ)-কে নিয়ে অশ্লীল ও কটূক্তিপূর্ণ স্ট্যাটাস https://tinyurl.com/ve9ymycx
২।ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট https://tinyurl.com/y2dvcv6b

---

ভারতে হিন্দুত্ববাদী কর্তৃক মুসলিম গণহত্যার মহড়া: থমথমে অবস্থা বিরাজমান

ভারতে আবারও হিন্দুত্ববাদীরা ব্যাপকভাবে মুসলিমদের উপর হামলা শুরু করেছে। ১১ এপ্রিল হিন্দুদের উৎসব রাম নবমীর শোভাযাত্রা চলাকালে গুজরাটে হিন্দুত্ববাদীদের হাতে খুন হয়েছেন ২ জন, আহত হয়েছেন কয়েকশ মুসলিম। সেখানকার পরিস্থিতি এখনও থমথমে। মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দুত্ববাদীরা ব্যাপক সহিংসতা চালায়।

রাজ্যগুলোতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কল্পিত দেবতা রামের জন্মবার্ষিকী উদযাপনে বের করা হয় শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের বাড়িঘরে পাথর নিক্ষেপ এবং অগ্নিসংযোগ শুরু করে। বেশকিছু ঘরবাড়ি এবং ধর্মীয় স্থাপনায়ও ভাঙচুর চালায়। মুসলিম এলাকাগুলোতে এখনো থমথমে অবস্থা বিরাজমান।

বিহারের কয়েকটি মসজিদে হিন্দুত্ববাদীরা গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে দেয়। মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের খারগোন শহরে হিন্দুত্ববাদীরা টিল ছুড়ে ও মসজিদে ভাংচুর চালায়। হিন্দুত্ববাদী পুলিশের সামনেই সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন মসজিদে হামলা চালায়। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে থাকে।
ভারত জুড়ে ক্রমাগতভাবে এভাবে মুসলিমদের আক্রমণ করা হলেও ভারতের দালাল মিডিয়া নীরবতা বেছে নিয়েছে। কথিত টিপ ইস্যু নিয়ে ঝড় তুলে ফেললেও ভারতের মুসলিমদের উপর এমন ভয়াবহ অত্যাচারের সংবাদ তারা চেপে যাচ্ছে।

মুসলিম রক্তপিপাসু হিন্দুত্ববাদীদের যেন আর তর সইছে না। তারা যেকোন মূল্যে মুসলিম গণহত্যা শুরু করতে চাইছে। হিন্দুদের হাতে গণহত্যার শিকার হওয়া থেকে বাঁচার জন্য মুসলিমদের এখনই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে বলে মনে করেন আলিমগণ।

তথ্যসূত্র:
1| Bengal: Situation Tense in Howrah, Bankura After Instigation by VHP-led Ram Navami Rallies
https://tinyurl.com/ydtkfrfw
2|this-time-a-huge-police-force-was-deployed-at-uttal-howrah-centered-on-ramnabami/
https://tinyurl.com/35dfevn7

সোমালিয়ায় আশ-শাবাবের সফল হামলায় ১০ এর বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত

সোমালিয়ায় পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সেনাদের একাধিক অবস্থানে তীব্র হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। যার একটিতেই কর্নেল পদমর্যাদার এক কর্মকর্তাসহ ৭ সোমালি সেনা নিহত হয়েছে।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্য সূত্রে জানা গেছে, গত ১১ এপ্রিল সোমবার, সোমালিয়ার একাধিক স্থানে দেশটির গাদ্দার বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। যার মধ্যে রয়েছে, দক্ষিণাঞ্চলীয় কিসমায়ো শহরের উপকণ্ঠে সোমালি সেনাদের একটি সামরিক বহর টার্গেট করে মুজাহিদদের পরিচালিত একটি অতর্কিত হামলা। যেখানে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা কর্নেল পদমর্যাদার এক কর্মকর্তাকেসহ সরকারি মিলিশিয়াদের ৭ সদস্যকে হত্যা করতে সক্ষম হন। সেই সাথে মুজাহিদগণ কর্নেলকে বহনকারী গাড়ি ধ্বংস করেন।

এদিন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে আরও ৩টি পৃথক হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যাতে ৪ এর বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরও অসংখ্য সৈন্য।

উপসাগরীয় অঞ্চলে ফের আল-কায়েদার হামলা: ১৮ ইথিওপিয়ান গাদ্দার সেনা নিহত

দক্ষিণ সোমালিয়ায় দখলদার ইথিওপিয়ান বাহিনী এবং ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীর মধ্যে ভারী লড়াইয়ের খবর পাওয়া গেছে। যাতে ১১ সেনা নিহত এবং আরও ৭ সেনা আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, ১১ এপ্রিল সকালে সোমালিয়ার 'বে' রাজ্যে দখলদার ইথিওপিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে তীব্র হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব। এই লড়াইটি এক ঘন্টারও অধিক সময় ধরে চলতে থাকে। আশ-শাবাব সামরিক কমান্ডের দেওয়া একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, লড়াইয়ে দখলদার ইথিওপিয় বাহিনীর ১১ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরও ৭ ক্রুসেডার সৈন্য আহত হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান যে, এই লড়াইয়ে মুহুর্মুহু শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে। তখন অনেক ইথিওপিয়ান সেনাকে ঘাঁটির পিছন দিয়ে পালাতে দেখা যায়। এসময় আশ-শাবাবের হামলায় আহত ও নিহত সেনাদের উদ্ধার করতে দুটি হেলিকপ্টার উক্ত ঘাঁটির পিছনের দিকে অবতরণ করতে দেখা গেছে।

এদিকে, ঐদিন বিকেলে বাকুল রাজ্যের ওয়াজিদ জেলায় অবস্থিত আরও একটি ইথিওপিয় সামরিক ঘাঁটিতে ভারী হামলা চালান মুজাহিদগণ। জানা যায় যে, হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন ইথিওপিয়ান সৈন্যদের জন্য সরবরাহ বহনকারী একটি কার্গো বিমান ওয়াজিদ বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিল। হামলা থেকে অল্পের জন্য কর্গো বিমানটি রক্ষা পায়।

উইঘুর মা ও কিশোরী মেয়েকে গ্রেফতার করলো সৌদি সরকার

সৌদিতে অবস্থানকালে নির্যাতিত উইঘুর মুসলিমা বুহেলিকিয়েমু আবুলা এবং তার ১৩ বছর বয়সী মেয়েকে গ্রেফতার করেছে সৌদি কর্তৃপক্ষ।

গত ৩১ মার্চ পবিত্র নগরী মক্কা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁদের। মুসলিম এ অসহায় নারীর স্বামীর নাম নুয়েরমাইতি রুজ। যিনি ২০২০ সালের নভেম্বর থেকে সৌদি আরবে কোনো অভিযোগ ছাড়াই বন্দী আছেন। গ্রেফতারের পর তাঁদের তিন জনকেই চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার গুঞ্জন শুনা যাচ্ছে।

গ্রেফতারের সময় প্রিজন ভ্যান থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাইভে এসে তাঁদেরকে উদ্ধারের জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছেন এ অসহায় নারী। তাঁদের আকুতি যে কোন হৃদয়বান মানুষকেই নাড়া দিতে বাধ্য হবে।

যেখানে হারামাইনের ভূমিতে যে কোন মানুষের নিরাপত্তা পাওয়ার কথা সেখানে চাইনিজ নাস্তিক্যবাদীদের নির্যাতনের শিকার মাজলুম উইঘুররা নিরাপত্তা পাচ্ছে না। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা মাজলুম উইঘুর মুসলিমদের পবিত্র ভূমিতে আশ্রয় নিতে দেয়নি।

মুসলিম বিশ্বের এমন পরিস্থিতিতে দলাদলি ভুলে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছেন হকপন্থি উলামাগণ ।

তথ্যসূত্র:

-----

১. Saudi Arabia: Further information: Uyghur teenage girl and mother detained: Buheliqiemu Abula, Nuermaimaiti Ruze, Aimidoula Waili- https://tinyurl.com/3sb9pkya

---

ফটো রিপোর্ট | আশ-শাবাবের কাছে ৭২ জন সোমালি সংসদ সদস্যের আত্মসমর্পণ

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের কাছে প্রতিনিয়ত অসংখ্য সোমালি সেনা ও কর্মকর্তা আত্মসমর্পণ করে আসছেন। যাদের মাঝে দেশটির ৭২ জন সংসদ সদস্যও রয়েছেন।

যাদের অধিকাংশই ২০১৬ সালের গণতান্ত্রিক কুফরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। পরে তারা এই কুফরি কাজ থেকে ফিরে আসেন এবং নির্বাচনের জন্য অনুতপ্ত হন।

আশ-শাবাব মুজাহিদিন সম্প্রতি তাদের নিয়ন্ত্রিত যুবা রাজ্যের বুয়াল শহরে কয়েকদিন ব্যাপি একটি সেমিনারের আয়োজন করেন। যেখানে উক্ত ৭২ জন সংসদ সদস্যকে স্বাগত জানান সেমিনারের আয়োজকরা।

আশ-শাবাবের একজন উচ্চপদস্থ আলেম শাইখ আহমদ ওমর হাফিজাহুল্লাহ্'র তত্বাবধানে সেমিনারটির আয়োজন করা হয়। এতে অন্যান্য অনেক আলেমরাই মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। যার ফলে সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের অতীত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকেন।

জানা যায় যে, প্রায় একমাস ধরে এই সেমিনারটি চলতে থাকে। যেখানে তাওহীদ এবং ইসলামি আইনশাস্ত্রের উপর দরস দেওয়া হয়।

ইভেন্টে অংশ নেওয়া আশ-শাবাব কর্মকর্তারা শ্রোতাদের বলেছিল যে, আপানারা আমাদের ভাই। আমরা একসাথে এই সমাজ ও রাষ্ট্রকে নতুন করে গড়বো। আশা করি আপনারা আর বিভ্রান্ত হবেন না এবং পুরানো ভুল পথে ফিরে যাবেন না। যা আন্ধকার আর কুফরের পথ।

অনুষ্ঠান শেষে প্রাক্তন এসব সংসদ সদস্যদের মুখ আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে। তাঁরা এমন একটি সেমিনারের জন্য হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের প্রশংসাও করেন। এবং আশ-শাবাবের পাশে থেকে কাজ করার আশ্বাস দেন।

তাওহীদ এবং ইসলামি আইনশাস্ত্রের উপর হওয়া উক্ত সেমিনারের কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2022/04/12/56623/

১১ই এপ্রিল, ২০২২

কাশ্মীরে তীব্র এক লড়াইয়ে ২ প্রতিরোধ যোদ্ধাসহ ৩ ভারতীয় দখলদার হতাহত

কাশ্মীরের উপত্যকার রাজধানী শ্রীনগরে প্রতিরোধ বাহিনী ও দখলদার ভারতীয় সেনাদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। যাতে ২জন প্রতিরোধ যোদ্ধা শহিদ এবং ৩ হিন্দুত্ববাদী দখলদার সেনা আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১০ এপ্রিল রবিবার সকালে, কাশ্মীরের প্রাণকেন্দ্র শ্রীনগর জেলার বেশেম্বার এলাকায় দখলদার ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সামরিক বাহিনী এবং স্বাধীনতাকামী কাশ্মিরী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে তীব্র এক লড়াই সংঘটিত হয়। যা ঐদিন দুপুর পর্যন্ত চলতে থাকে।

সূত্র মতে, এলাকাটিতে মাত্র ২ জন প্রতিরোধ যোদ্ধার অবস্থানের সংবাদ পেয়েই অভিযান চালাতে শুরু করে দখলদার ভারতীয় বিশাল এক সামরিক বাহিনী। উক্ত ২ প্রতিরোধ যোদ্ধাকে ঠেকাতে এলাকাটিতে দিনভর অভিযান চালায় অত্যাধুনীক অস্ত্র আর সাঁজোয়া যানে সজ্জিত কয়েক শতাধিক হিন্দুত্ববাদকী সেনা। এসময় প্রতিরোধ যোদ্ধারাও পাল্টা হামলা চালাতে শুরু করেন দখলদার ভারতীয় সেনাদের টার্গেট করে। এতে বহু সংখ্যক দখলদার ভারতীয় সেনা হতাহত হয়।

যদিও দখলদার বাহিনী এক বিবৃতিতে দাবি করেছে যে, উক্ত সংঘর্ষের সময় তাদের ২ জন CRPF সদস্য এবং ১ জন পুলিশ সদস্যসহ মোট ৩ জন দখলদার আহত হয়েছে। সেই সাথে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ের পর উক্ত ২জন বীর প্রতিরোধ যোদ্ধাকে শহিদ করার দাবিও করে দখলদা সেনারা।

জানা যায় যে, গতকাল দখলদার দেশটির পুলিশ এবং সিআরপিএফ-এর যৌথ হিন্দুত্ববাদী দলগুলো এই অভিযানে অংশ নেয়। এলাকাটিতে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ধরতে সেখানে অনুসন্ধান অভিযান শুরু করে দখলদার সেনারা। আর তখনই সময় প্রতিরোধ যোদ্ধারা দখলদার হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর উপর গুলি চালাতে শুরু করেন। যাতে বহু সংখ্যক সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত ও আহত হয়। পরে আহত দখলদার সেনাদেরকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

সূত্র মতে, হিন্দুত্ববাদী সেনাদের সাথে এই লড়াইয়ে ২জন স্বাধীনতাকামী প্রতিরোধ যোদ্ধাকে শহিদ করার দাবি করে দখলদার ভারতীয় বাহিনী। যারা উভয়ই ছিলেন প্রতিবেশি দেশ থেকে হিজরতকারী।

সোমালিয়া | ১৭টি প্রশাসনীক সদর দফতরে একযোগে আল-কায়েদার হামলা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় একদিনে রাজধানীর ১৪টি জেলায় একযোগে হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে গাদ্দার প্রশাসনের কয়েক ডজন কর্মকর্তা নিহত ও আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১০ এপ্রিল রবিবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একযোগে বেশ কিছু অবস্থান হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাতে পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সরকারের কয়েক ডজন কর্মকর্তা ও সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের সহযোগী সংবাদ মিডিয়া "শাহাদাহ্ এজেন্সি' নিশ্চিত করেছে যে, আশ-শাবাবের বীর যোদ্ধারা বরকতময় এই হামলাগুলো চালিয়েছেন। যেগুলো রাজধানী মোগাদিশুর ১৪টি জেলায় একযোগে ২৬ বিস্ফোরক বিস্ফোরণের মাধ্যমে চালানো হয়েছে।

মুজাহিদদের এই হামলাগুলোর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে পশ্চিমাদের গোলাম সোমালি সরকারের ১৭টি প্রশাসনীক সদর দফতর। যাতে সদর দফতরগুলোর অনেক জায়গা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

১০ই এপ্রিল, ২০২২

ভারতের রাজস্থানে এবার মুসলিম সবজি বিক্রেতাকে পিটিয়ে খুন করলো উগ্র হিন্দুরা

ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম ফল ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বয়কটের ডাক দিয়েছে। উগ্র হিন্দুদের মুসলিম ব্যবসায়ীদের ফল মাটিতে ফেলে নষ্ট করার ভিডিও যোগাযোগ মাধমে ভাইরাল হয়েছে। এরই মাঝে এবার ভারতের রাজস্থানে ৫৫ বছর বয়সী বিক্রেতা মোহাম্মদ সেলিমকে পিটিয়ে মেরেছে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা। ৩রা এপ্রিল সকালে অর্ধ ডজন হিন্দু সন্ত্রাসী পিটিয়ে খুন করে তাকে।

রাজস্থানের কারাউলি কলোনিতে মুসলিমদের অন্তত ৪০ টি দোকানে হামলা চালানোর পরের দিন এ ঘটনাটি ঘটে। হিন্দুত্ববাদীরা বাইক র‍্যালি করার সময় হিংসাত্মক হয়ে অসহায় ঐ মুসলিম ব্যক্তিকে খুন করে।

মুহাম্মদ সেলিম বেওয়ারের মেওয়ারি গেটের প্রধান সবজির বাজারে একটি পাইকারি সবজির দোকানের মালিক।

গত ৩ এপ্রিল রোববার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে সেলিম ও তার ছেলে ইব্রাহিম সবজি বাজারে গিয়ে তাদের দোকানের সামনে বাইক পার্ক করেন। তখন হিন্দুত্ববাদী সুরজ মারোথিয়া তার মারুতি ভ্যানকে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের বাইকে ধাক্কা দেয়।

হিন্দুত্ববাদী মারোথিয়া তখন তাদের বলে, "এখানে বাজারে কেন মোল্লারা (মুসলিমদের জন্য ব্যবহার করা অবমাননাকর শব্দ)। তোমার এখানে কোন কাজ নেই। তোদের মর্যাদা এতই নিচু যে, আমরা প্রস্রাব করলে সব মোল্লাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমরা বাজারে মোল্লাদের প্রবেশ বন্ধ করে দেব।"

পরে সুরাজ মারোথিয়া, শঙ্কর ভাটি, ধর্ম ভাটি, জয় ওরফে টনি ভাটি, সুনীল ভাটি, শঙ্কর পানওয়ার, রাকেশ জিআরডিসহ অন্যান্য হিন্দুত্ববাদীরা লোহার পাইপ ও কাঠের লাঠি দিয়ে সেলিমকে আক্রমণ করে। এমনকি তারা তাকে একটি বিম স্কেল এবং বাটা দিয়ে আঘাত করে - যা ওজন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সেলিম মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। হিন্দুত্ববাদীরা অচেতন সেলিমকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায়, একটি পিকআপ ভ্যান থামিয়ে চালককে বলে তাকে নিয়ে গিয়ে লাশ ফেলে দিতে।

নিহত সেলিমের ভাই আলতাফ বলেন, "সেলিমের ছেলে ইব্রাহিম ও আব্বাস হিন্দুত্ববাদীদের বাধা দেওয়োর চেষ্টা করে। তাদের ওপরও হামলা হয়েছে।"

"আমরা সেলিমকে বেওয়ার শহরের অমৃত কৌর হাসপাতালে নিয়ে যাই। চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।"

একজন স্থানীয় আইনজীবী নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, "আজকাল হিন্দুত্ববাদীদের পরিস্থিতি খুব মরিয়া। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষে মানুষের মগজ পূর্ণ করেছে। ঘটনার পর এখানকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠেছে। তবে সম্প্রদায়ের নেতারা জনগণকে শান্ত ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র মুসলিমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।"

গোটা ভারতই যেন মুসলিম গণহত্যার জন্য মুখিয়ে আছে। মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে হিন্দু রাষ্ট্র অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করতে যেন হিন্দুত্ববাদীদের আর তর সইছে না। এমন পরিস্থিতিতে তাই মুসলিমদেরকে নিজেদের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে পূর্ণ মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামি চিন্তাবীদ ও হক্কানি উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. Muslim vegetable vendor lynched to death in Rajasthan's Beawar -https://tinyurl.com/4w8jdzx6
2. https://tinyurl.com/mr3y3328

বুরকিনা সেনা ঘাঁটিতে আল-কায়েদার দুর্দান্ত হামলা: ৪০ সেনা হতাহত

বুরকিনা ফাঁসোর উত্তরাঞ্চলীয় একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে কমপক্ষে ১৯ সৈন্য নিহত এবং আরও ২১ সৈন্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৮ এপ্রিল শুক্রবার ভোরবেলা, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসোর মধ্য-উত্তরাঞ্চলে একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। যা উক্ত অঞ্চলের সানমাতেঙ্গা প্রদেশের নামিসিগুইমা এলাকায় অবস্থিত সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটি লক্ষ্যবস্তু করে চালানো হয়েছিল।

সূত্রটি নিশ্চিত করেছে যে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' যোদ্ধারা উক্ত হামলাটি চালিয়েছেন। প্রতিরোধ বাহিনীটির অর্ধশতাধিক যোদ্ধা ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এই অভিযানে অংশ নেন। এসময় জেএনআইএম যোদ্ধারা ঘাঁটিটি ঘিরে তীব্র হামলা চালান। ফলশ্রুতিতে দেশটির ইসলাম বিরোধী সামরিক বাহিনীর **১৯** সেনা নিহত এবং আরও **২১** সেনা আহত হয়।

এই হামলার পর ২৫ সেনা নিখোঁজ হয়েছে বলে জানা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এদের কেউ কেউ পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে; আর বাকিরা হয়তো ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে বন্দী হয়েছে।

দেশটির ইসলাম বিরোধী সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে হামলা ও হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তবে সেনাবাহিনী দাবি করছে যে, এই হামলায় তাদের ১২ সৈন্য এবং আধাসামরিক বাহিনীর ৪ সদস্য নিহত হয়েছে। হামলায় আহত হয়েছে আরও ২১ সেনাও আহত হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে এই অঞ্চলে হামলা বেড়িয়েছে আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকার সহযোগী জামা'আত নুসরতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিম। যাদের প্রতিটি হামলাতেই কয়েক ডজন করে সেনা সদস্য নিহত ও আহত হচ্ছে; আর ভিত্তি তৈরি হচ্ছে একটি ভবিষ্যৎ ইসলামি ইমারতের।

কাশ্মীরে ব্যর্থ এনকাউন্টার : প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আঘাতে আহত ২ হিন্দুত্ববাদী সেনা

কাশ্মীরের কুলগাম অঞ্চলের চেক এ সামাদ এলাকায় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ধরতে চালানো হয় এনকাউন্টার। এসময় উল্টো প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আঘাতেই আহত হয়ে ফিরে ২ হিন্দুত্ববাদী সেনা।

বিবরণ অনুযায়ী, গতকাল ৯ এপ্রিল শনিবার সকাল থেকে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় দখলদার বাহিনীর নবম রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ডিভিশন, সিআরপিএফ এবং পুলিশের সমন্বিত করডন এন্ড সার্চ অপারেশন শুরু হয়। যা কাশ্মীরের চেক এ সামাদ এলাকায় চালানো হয়। এসময় দখলদার বাহিনী পুরো কুলগাম ও অনন্তনাগ অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

এদিকে প্রতিরোধ যোদ্ধারা শত্রুদের অবস্থান টের পেয়ে নিজেদের পজিশন ঠিক করে নেন। এবং দখলদার ভারতীয় সেনারা আসা মাত্রই গুলি চালানো শুরু করেন। তৎক্ষণাৎ রোহিত যাদভ ও অংকেশ কুমার নামের দুই হিন্দুত্ববাদী দখলদার সেনা আহত হয়। এই সুযোগে এলাকা থেকে নিরাপদে অন্যত্র চলে যান প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

সম্প্রতি পারমাণবিক শক্তিধর ভারতের সাথে কাশ্মীরি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের প্রায় অসম লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আর এসব লড়াইয়ে হালকা আর মাঝারি অস্ত্র দিয়েই প্রতিরোধ যোদ্ধারা ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করছেন।

ইসলামি চিন্তাবীদগণ আশা প্রকাশ করে বলেছেন, হয়তো খুব শীগ্রই কাশ্মীরের এই যুদ্ধ আরও বিস্তৃত হবে, যা পুরো উপমহাদেশকে হিন্দুত্ববাদী সেনাদের জন্য কবরস্থানের রূপ দিবে। ইনশাআল্লাহ্।

তথ্যসূত্র :

----

1. Two Troopers injured in Kulgam encounter, Militants Likely escape - https://tinyurl.com/4j2ktvpj

---

০৯ই এপ্রিল, ২০২২

অঙ্গ অপসারণ এবং কালো বাজারি : কাশ্মীরি মুসলিমদের জুলুম-নিপীড়নের অজানা এক অধ্যায়

দখলকৃত কাশ্মীরের আরও একজন কাশ্মিরী যুবকের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমি কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিলাম না।

১৯৯১ সালের ১লা জানুয়ারী আব্দুল গনি মীরের ২১ বছর বয়সী ছেলে মুহাম্মাদ রফিক মীর বারামুল্লা'র শুতলুর খোমহ এলাকা থেকে স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে আজাদ কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আরও ১১ জন কাশ্মীরি। কিন্তু 'অবৈধ'ভাবে যাবার কারণে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে ধরে নিয়ে যায় নিরাপত্তা বাহিনী।

গল্পের বাকি অংশটুকু আমি তারই সই করা একটি নথি থেকে তার নিজের ভাষায়ই উল্লেখ করছি- আমাদের হাসপাতালের মতো দেখতে একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ সেখানে অনেকে সবুজ ইউনিফর্মে ছিলো ও তাদের মুখে মাস্ক ছিলো। আর বাকীরা ছিল মিলিটারি ইউনিফর্মে। আমাকে একটি টেবিলে রাখা হয় এবং আমার হাত থেকে রক্ত নেওয়া হয়। আমার কুঁচকিতে একটি তার স্থাপন করা হয় এবং স্ক্রিনে কিছু একটা দেখা যায়। এসময় আমি আমার শরীরে বেশ তাপ অনুভব করি। এরপর শুধু আমার মনে আছে যে, আমি প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করেছি। একজন ডাক্তার আমাকে জানায় যে আমার বাম কিডনিটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

পরদিন সেই যুবককে তাঁর সঙ্গীদের সাথে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের ওপরও সেই একই সার্জারি করা হয়। তাদেরকে একটি আর্মি ট্রাকের পেছন থেকে রাস্তার পাশে ফেলে দেওয়া হয়। পরে তাঁকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তিনি তাঁর তীব্র ব্যাথার কথা ডাক্তারদের জানান। রফিক মীরের টেস্টামেন্টের নিচের অংশে পরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা ও এক্স-রে করার পর ডাক্তারগণ তাঁর ব্যপারে মতামত দেন যে - আপাতদৃষ্টিতে ২০ বছর বয়সী মুহাম্মাদ রফিক মীর তাঁর শরীরের বাম দিকের কিডনির নিচের দাগ নিয়ে সুস্থ আছেন। প্রায় আট ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের দাগটি ভালোভাবে নিরাময় যোগ্য। গোপালী রঙের দাগটি ইঙ্গিত দেয় যে, তা অল্প কিছুদিন আগেরই।

প্রশ্নোত্তরে তিনি তাঁর ইউরিনারী সিস্টেমের কোন উল্লেখযোগ্য সমস্যার কথা জানাননি। তাঁর কখনও হেমাটুরিয়া, ডিসুরিয়া, বিস্মৃতি, বা মূত্রনালী কোলিকের কোনও সমস্যা ছিল না। দাগের জায়গায় তার কোনও ব্যথা ছিল না। তাঁর কিডনির সমস্যার ব্যপারে কোন ডাক্তার কখনও তাঁকে কিছু বলেননি।

পরীক্ষার পরে, তিনি তাঁর বাম কিডনির নিচের দাগ ব্যতীত কোনও ক্লিনিকাল সমস্যার কথা উল্লেখ করেন নি। অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা এই বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর শরীরে বাম কিডনিটি অনুপস্থিত। সেই সাথে এও প্রতীয়মান হয় যে একটি সুস্থ-সক্রিয় কিডনি ও মূত্রনালী তাঁর শরীর থেকে "সার্জারির মাধ্যমে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে"। অপারেশনের অবস্থাদৃষ্টে এ বিষয়টিও স্পষ্ট যে কিডনিটি তাঁর "ইচ্ছার বিরুদ্ধে" প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

কাশ্মীর উপত্যকায় থাকাকালীন এমন আরও অনেক ঘটনা আমি অবগত হই। তাদের বেশিরভাগেরই এমন অপারেশনের সময় মৃত্যু ঘটে। তবে তাদের মৃতদেহ গুলি খুঁজে পাওয়া গেলেও তাদের শরীরের কিডনি, লিভার এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

গান্দেরবাল জেলায় থাকাকালীন আমি সেখানের এক বাসিন্দা ইউনিস খানের সাক্ষ্য গ্রহণ করি। তিনি বলেন যে, বিএসএফের সদস্যরা তাঁর ২৯ বছর বয়সী ভাই বশির খান সহ আরও ১২ জন কাশ্মীরিকে একটি বাসে তুলে নিয়ে যায়। একমাস পর তাঁর ভাইয়ের দেহ পাওয়া যায়। ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সাইন্স নামক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তাররা তাঁর ভাইকে মৃত ঘোষণা করেন। ডাক্তারি রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁর ভাই প্রচন্ড শারীরিক নির্যাতনের কারণে মারা যান এবং তাঁর শরীরে একটি কিডনিও 'মিসিং' থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার পর টেলিভিশনে এ বিষয়ে আমি বেশ কয়েকটি ডকুমেন্টারি দেখি। বিশেষ করে ১৯৯৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর ডিসকভারি চ্যানেলে প্রচারিত ভারতের 'হিউম্যান অরগ্যান' এর বিশাল কালো বাজার নিয়ে নির্মিত একটি ডকুমেন্টারি আমি আমার দেখা হয়। কিন্তু বাস্তব চিত্র ছিলো ডকুমেন্টারিতে দেখানো সেই চিত্র থেকে আরও 'ভয়াবহ'।

["অঙ্গ অপসারণ এবং কালো বাজার", উইলিয়াম ডব্লিউ বেকার এর "কাশ্মীর হ্যাপী ভ্যালী, ভ্যালী অফ ডেথ" থেকে গৃহীত।]

অনুবাদক ও সংকলক : আবু উবায়দা

বর্বর ইহুদিদের চিরাচরিত স্বভাব : রামাদান মাসে আগ্রাসন

প্রতি বছর রামাদান মাস এলেই অসহায় ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর কুখ্যাত ইসরাইলের আগ্রাসন বেড়ে যায়। এ বছরও এর ব্যাতিক্রম হয়নি। এ বছর রামাদানের প্রথম দিনেই তিন ফিলিস্তিনি তরুণকে গুলি করে হত্যা করে সন্ত্রাসবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল। দ্বিতীয় দিন আরও তিন ফিলিস্তিনি তরুণকে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করা হয়।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দৈনিক খবরগুলোতে দেখা যায় যে, রামাদানের পূর্ব থেকেই ইসরাইলি বাহিনী মাজলুম ফিলিস্তিনিদের উপর চড়াও হয়েছে। পবিত্র মসজিদ আল আকসায় নামাজ পড়তে আসা মুসলিমদের বাধা প্রদান করা, নারী ও শিশুদের প্রহার করা, গ্রেফতার ও সরাসরি গুলি করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনি মুসলিমদের এসব বিষয় এখন মামুলি ব্যাপারে পরিণত হয়েছে ইসরাইলের নিকট।

অন্যদিকে পশ্চিম তীরের বিভিন্ন এলাকায় তথাকথিত তল্লাশির নামে বিষিয়ে তুলতে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের জীবনযাত্রা। বাড়িঘর ঘুড়িয়ে দিচ্ছে রুটিন মাফিক। প্রতিবাদ করলেই গুলি চালিয়ে হত্যা করা হচ্ছে।

এমনিভাবে গতকাল ৮ এপ্রিলেও পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে একটি শরনার্থী কেম্পে হামলা চালিয়ে এক ফিলিস্তিনি তরুণকে গুলি করে হত্যা ও অন্য ৫ ফিলিস্তিনিকে গুলি করে গুরুতর আহত করে ইহুদি সেনাবাহিনী।
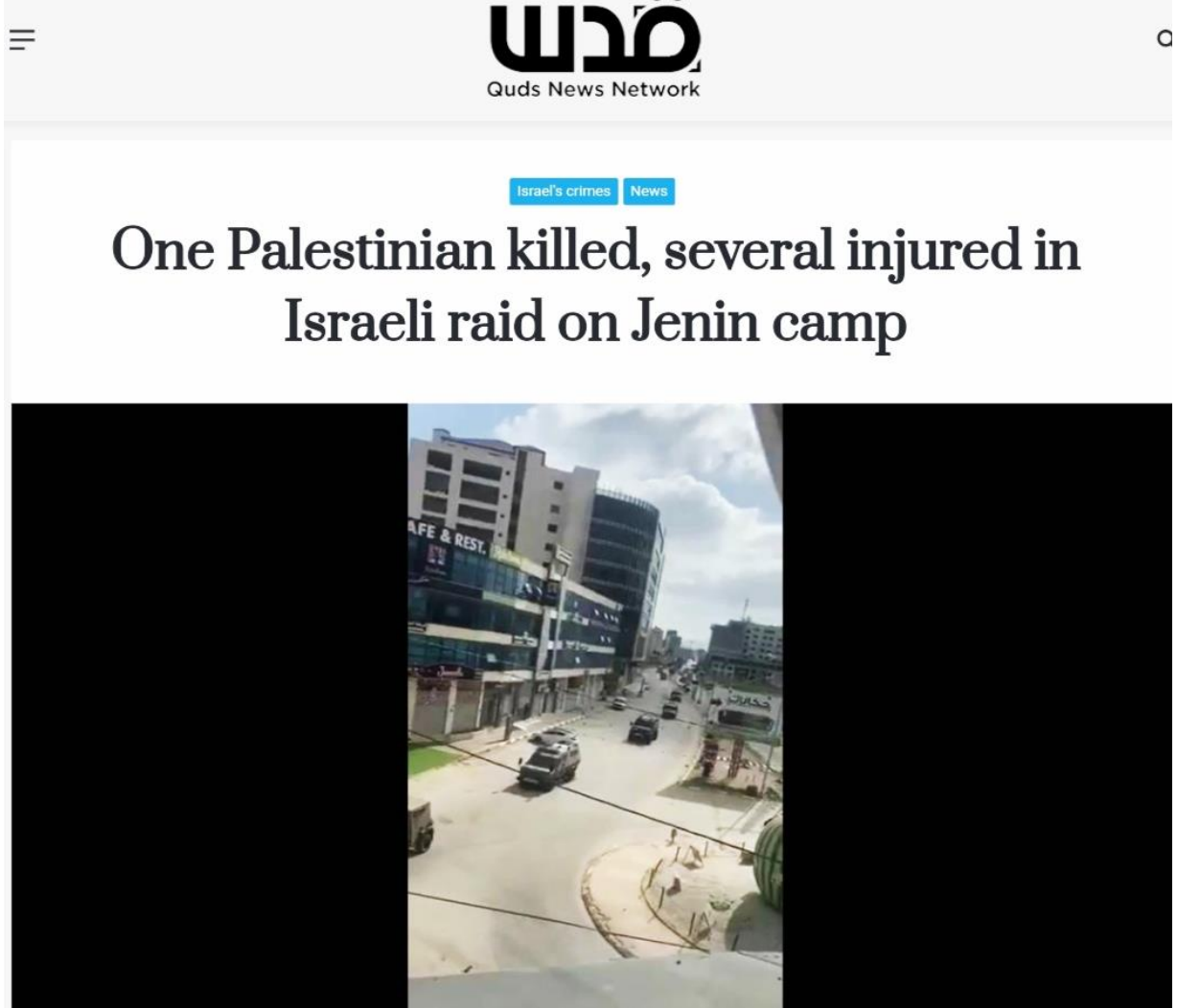
হলুদ মিডিয়া নীলচোখ আর সাদা চামড়ার খ্রিস্টানদের খবর ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করলেও ফিলিস্তিনি তরুণদের খুনের চিত্র আর তাদের মায়েদের চোখের পানি, শোকগাথা প্রচারের কোন আগ্রহ নেই।

ইসরাইলের এসব আগ্রাসন লুকানো কোন ঘটনা নয়। বিশ্ববাসীর চোখের সামনেই পশুর মতো আচরণ করা হচ্ছে মাজলুম ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সাথে। অথচ পূর্ব-পশ্চিম বিশ্বের কোন রাষ্ট্র, মুসলিম বা অমুসলিম কেউই দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেনা।

এ অবস্থায় মাজলুম ফিলিস্তিনিদের রক্ষায় মুসলিম জাতিকেই করতে হবে বলে বহুদিন ধরেই বলে আসছেন বিশেষজ্ঞ আলিমরা।

তথ্যসূত্র:

----

1. One Palestinian killed, several injured in Israeli raid on Jenin camp- https://tinyurl.com/mtrtvyjy

2. রমজানের প্রথম দিনেই তিন ফিলিস্তিনিকে শহীদ করল ইসরাইল- https://tinyurl.com/2s3awx4m

---

কাশ্মীর | মসজিদে স্বাধীনতার স্লোগান দেয়ায় গ্রেফতার ১৩ যুবক

শ্রীনগরের জামিয়া মসজিদে জুমুআর সালাতের পর আযাদী আযাদী স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে মসজিদ প্রাঙ্গণ। আর এরই জের ধরে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় পুলিশ ১৩ জন কাশ্মীরী যুবককে গ্রেফতার করেche।

পরপর দুটি রমাদান ধরে হিন্দুত্ববাদী ভারত জোরপূর্বক বন্ধ করে রাখে শ্রীনগরের জামিয়া মসজিদ। দীর্ঘ এই সময়ের পর গত শুক্রবার ৮ এপ্রিল জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য কোনরকম খুলে দেয়া হয় মসজিদটি।

এরপর জুমুআর সালাত সমাপ্ত হবার পর "আযাদী আযাদী" বলে কাশ্মীরের স্বাধীনতার স্লোগান দিতে থাকেন কাশ্মিরী যুবকরা। আর এই স্লোগান দেওয়ার ঠুনকো অজুহাতে পুলিশ স্লোগানদাতা কাশ্মীরি যুবকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে।

এরপর সেদিন রাতেই শ্রীনগরের হাওয়াল এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুইজন যুবককে গ্রেফতার করে দখলদার পুলিশ বাহিনী। তাদের থেকে জোরপূর্বক তথ্য নিয়ে পরবর্তীতে গ্রেফতার করা হয় আরো ১১ জনকে। তাদের সকলের এফআইআর তৈরি করে তদন্ত করা হবে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

উল্লেখ্য, জামিয়া মসজিদ কাশ্মীরি প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রেরণাস্বরূপ। ২০১০ থেকে শুরু হওয়া সাধারণ কাশ্মীরিদের প্রতিরোধ আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু এই জামিয়া মসজিদ। প্রত্যেক জুমুআর সালাতের পরই মসজিদের আশেপাশে মুসল্লীদের সাথে হিন্দু সেনাদের সংঘর্ষ বেধে যায়।

তথ্যসূত্র **:**

----

1. sloganeering inside srinagar jamia masjid: 13 held, says police - https://tinyurl.com/2p923ddw

সোমালিয়ায় আশ-শাবাবের রুটিন হামলায় বহু শত্রুসেনা হতাহত, যুদ্ধোপকরণ ধ্বংস

সোমালিয়া জুড়ে রুটিনমাফিক অভিযান পরিচালনা করেছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। যাদের চালানো একদিনের অভিযানেই বহু সংখ্যক ইথিওপিয়ান, সোমালি, কেনিয়ান ও উগান্ডান সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাদের পরিচালিত এসব অভিযানে শত্রু বাহিনীর অনেক সামরিক সরঞ্জামও ধ্বংস করেছেন।

শাহাদাহ এজেন্সির রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৮ এপ্রিল আশ-শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় জালজদুদ রাজ্যে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যা রাজ্যটির বাহদো শহরে পশ্চিমা প্রশিক্ষিত গাদ্দার সোমালি সেনাদের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি সামরিক ঘাঁটিতে মর্টার হামলার মাধ্যমে চালানো হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে পর পর দুইবার এই ঘাঁটিটিতে হামলা চালান মুজাহিদগণ।

অনুরূপ সোমালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বে রাজ্যের বোরখাবা শহরেও একটি অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যেখানে দখলদার ইথিওপিয়ান সেনাদের ক্যাম্পে মর্টার দ্বারা হামলা চালান আশ-শাবাবের মর্টার ইউনিটের যোদ্ধারা। আশ-শাবাবের মুহুর্মুহু এসব মর্টার হামলায় ঘটনাস্থলে **৩** ইথিওপিয়ান সেনা নিহত এবং আরও **২** দখলদার সেনা আহত হয়।

একই সাথে এই হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর ২৩ মিলিমিটার বিমান বিধ্বংসী একটি হেভি মেশিনগান ও এর বহনকারি একটি ট্রাক ধ্বংস হয়ে গেছে।

এদিকে রাজ্যটির বাইদোয়া শহরে গাদ্দার সোমালি বাহিনীর চেকপয়েন্ট টার্গেট করেও হামলা চালান মুজাহিদগণ।

অপরদিকে সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় যুবা ও শাবেলে রাজ্যের কিসমায়ো ও বারাওয়ে শহরেও একযোগে সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। হামলাগুলো দখলদার কেনিয়া ও উগান্ডার সেনাদের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। মুজাহিদদের এসব হামলায় দখলদার বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট মিডিয়া এসব হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য এখনো প্রকাশ করে নি।

উল্লেখ্য যে, হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা বৃহদাকারের অভিযানের আগে প্রায়ই ছোট থেকে মাঝারি পরিসরের অভিযান চালিয়ে থাকেন। যার মাধ্যমে শত্রু বাহিনীকে মানসিক ও রসদগত দিক দিয়ে দূর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করেন মুজাহিদগণ।

ফটো রিপোর্ট | আনসারু কর্তৃক মিলিশিয়া দমন ও গনিমত লাভের ছবি প্রকাশ

সম্প্রতি আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখার কাছে আনুগত্যের শপথ নেওয়া ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আনসারু, গত ৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মনাইজেরিয়ার উত্তরপূর্বাঞ্চলে ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে স্থানীয় কুখ্যাত মিলিশিয়া বাহিনী 'দানসাদাউ' কে টার্গেট একটি তীব্র ও সফল অভিযান পরিচালনা করেছে।

বরকত্ময় ঐ অভিযানে সন্ত্রাসী মিলিশিয়া বাহিনীটির অন্তত ৫০ সদস্য নিহত হয়, আহত হয় আরও অর্ধশতাধিক সন্ত্রাসী মিলিশিয়া সদস্য। অভিযানে সময় পলায়নরত সন্ত্রাসীদের ৩০ টি মোটর-বাইক পুড়িয়ে দেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

এছাড়া আনসারু মুজাহিদগণ শত্রুদের কাছ থেকে গনিমত হিসেবে ৪৭ টি মোটর-বাইক এবং অসংখ্য হালকা ও ভারি অস্ত্র ও গোলাবারুদ লাভ করেন। এই অভিযানে তাদের প্রাপ্ত গনিমতের কিছু ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

ছবিগুলো দেখুন -

https://alfirdaws.org/2022/04/09/56578/

আফগানিস্তানে তেল উৎপাদন শুরু, একটি রিজার্ভ থেকেই দৈনিক আয় ১৫০ হাজার ডলার

উত্তর আফগানিস্তানের সারাইপুল প্রদেশে একটি তেলের রিজার্ভ আনুষ্ঠানিক ভাবে উন্মুক্ত করেছে তালিবান সরকার। যেখান থেকে প্রতিদিন তেল উৎপাদন করা হচ্ছে।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী, মোল্লা আব্দুল গানি ব্রাদার হাফিজাহুল্লাহ্ গত ৮ এপ্রিল এই অঞ্চলে অনুষ্ঠিত তেল কূপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। খনিটি উদ্বোধন করেন আফগানিস্তানের খনি ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী শিহাবুদ্দিন দেলওয়ার হাফিজাহুল্লাহ্।

তালিবান সরকার গত বছরের শেষের দিকে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এসব খনি থেকে তেল উৎপাদন করতে কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ এই প্রচেষ্টার পর গতকাল পর্যন্ত সারাইপুলের কাসগাড়ি তেলক্ষেত্রে ১০টি তেলের কূপের কাজ সম্পূর্ণ করেছে সরকার। যার মধ্যে ৯টি থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে গতকাল তেল উত্তলন করতে শুরু করেছে তালিবান সরকার।

খনি ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে সারাইপুলের উক্ত তেল খনন থেকে প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৫০ হাজার ডলার আয় হবে (ইনশাআল্লাহ্)। সেই সাথে এই খনন কার্যক্রম ভবিষ্যতে আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করেন তাঁরা। বিশেষ করে দেশের উত্তরে অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রে।

এটি বলা হয়েছে যে, তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে বলে অনুমান করা হয় এমন অববাহিকাগুলিতে সংকল্প প্রক্রিয়া চালানো হবে। যার মাধ্যমে আফগানিস্তানের এসব খনিজ মজুদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

যদিও দেশে বেশ কয়েকটি পরিচিত রিজার্ভ রয়েছে। তবে ধারণা করা হয় যে, আফগানিস্তানে এসব খনিজের প্রকৃত পরিমাণ অনেক বেশি। যেহেতু একের পর এক যুদ্ধের কারণে সম্ভাব্য রিজার্ভের উপর ব্যাপক গবেষণা করা যায়নি। তাই তালিবান সরকার নতুন করে এসব খনিজ সম্পদের উপর নতুন করে গবেষণা শুরু করবে।

আফগানিস্তানের ভূগর্ভস্থ সম্পদ:

ইতিপূর্বে এই অঞ্চলে করা গবেষণা এবং অনুমান অনুসারে এটি বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলেই **১.৬** বিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল, **৩০০০** বিলিয়ন ঘনমিটার প্রাকৃতিক গ্যাস এবং **৫০০** মিলিয়ন ব্যারেল প্রাকৃতিক তরল গ্যাস রয়েছে। যার পরিমাণ বার্ষিক **৯-১০** বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

জানা যায় যে, তেল সমৃদ্ধ ১৫২টি দেশের মধ্যে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চল একাই **৭**তম স্থানে রয়েছে। এছাড়াও আফগানিস্তানের হেলমান্দ, হেরাত ও পাকতিয়ায় আরও বড় মজুদ রয়েছে।
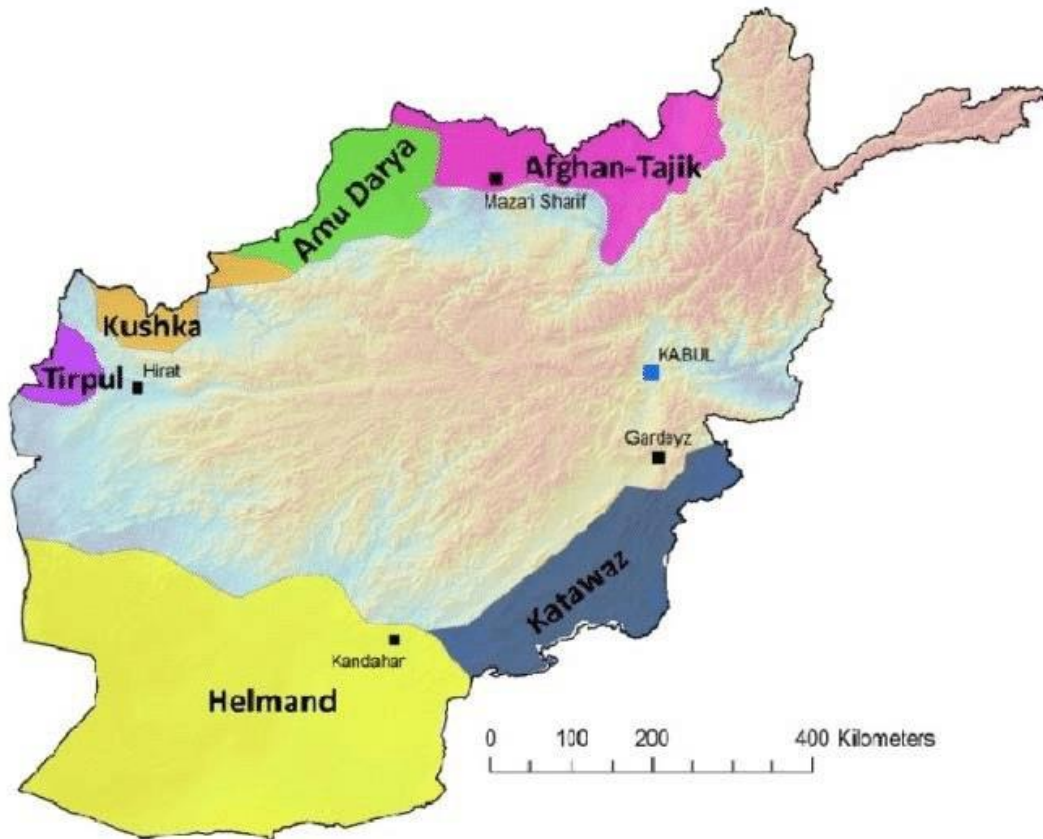
হাইড্রোকার্বন সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে আফগানিস্তানে ৬টি অববাহিকা-আধা-বেসিন রয়েছে। এগুলি হল আমু-দরিয়া, আফগান-তাজিক, ত্রিপুল, কুশকা, হেলমান্দ এবং কাটভাজ অববাহিকা। বলা হয়েছে যে এই অঞ্চলগুলি থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তেল এবং গ্যাস উত্তোলন করা যেতে পারে।

এভাবেই তালিবান নেতৃবৃন্দের দৃঢ় ও ত্বরিত পদক্ষেপে দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান।

হিন্দুত্ববাদীদের আসল চিত্র তুলে ধরায় থানায় সাংবাদিকদের অর্ধনগ্ন করে হেনস্থা

কথিত বৃহত গণতন্ত্রের দেশ ভারত, তবে সেখানে স্বাধীন সাংবাদিকতা একরকম অসম্ভব। সব খবর প্রচার করা যাবে, তবে হিন্দুত্ববাদীদের আসল চিত্র তুলে ধরলেই শুরু হয় হামলা, মামলা, আর জরিমানা। তাই দিন দিন স্বাধীন সাংবাদিকতা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে ভারতে। ফলে হিন্দুত্ববাদীদের প্রকৃত ভয়ঙ্কর চেহারা অনেকটা বিশ্ববাসীর চোখের আড়ালেই থেকে যাচ্ছে।

এবার মধ্যপ্রদেশের সিধিতে সাংবাদিকদের সাথে বর্বরোচিত আচরণ করেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন! সেখানে থানায় সাংবাদিকদের বিবস্ত্র করে রাখার ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

হিন্দুত্ববাদী সাংসদের বিরুদ্ধে খবর প্রকাশের কারণে থানায় অর্ধনগ্ন করে রাখা হয় সাংবাদিক এবং ইউটিউবারদের। ভারতের মধ্যপ্রদেশের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত সপ্তাহের শনিবার। এক স্থানীয় সাংবাদিক এবং তার চিত্রগ্রাহক স্থানীয় হিন্দুত্ববাদী সাংসদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ছবি তুলতে যায়। সেখান থেকে পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে। থানায় এনে পুলিশ তাদের জামা খুলিয়ে অন্তর্বাস পরে দাঁড় করিয়ে রাখে। প্রায় ১৮ ঘণ্টা তাদের আটক করে রাখা হয়।

নির্যাতনের স্বীকার এক সাংবাদিকের ভাষ্য ছিল এমন- "আমাদের লক-আপে মারধর, হেনস্থা, এমনকি সব জামা-কাপড় খুলে নেয়া হয়। সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ হতেই তা ভাইরাল হয়ে যায়।" ওই সাংবাদিকের অভিযোগ, পুলিশ তাদের মেরেছে, খারাপ ব্যবহার করেছে। কেন তারা সাংসদের বিরুদ্ধে খবর করতে গেছিল, সে প্রশ্ন করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে যে সমস্ত হিন্দুত্ববাদী মিডিয়া কর্মী আছে, তারা ঠিকই মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। হিন্দুদেরকে মুসলিম গণহত্যার জন্য প্রস্তুত করছে। বিশ্লেষকগণ তাই ভারতকে স্বাধীন সাংবাদিকতার ভয়াবহ স্থান হিসেবে তুলে ধরেছেন; এবং সকল অন্যায় শেষ করতে হিন্দুত্ববাদকে শেকড় সহ উপড়ে ফেলার প্রয়াস চালাতে বলেছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

----

1. Madhya Pradesh: Journalists stripped half-naked in police station - https://tinyurl.com/wzjyc68u

---

নাইজেরিয়া | আনসারুর অভিযানে ৫০ এর বেশি মিলিশিয়া নিহত, ৪৭টি মোটরসাইকেল গনিমত

সম্প্রতি নাইজেরিয়ায় একটি মিলিশিয়া বাহিনীর উপর দুর্দান্ত একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আনসারু। যাতে **৫০** এর বেশি মিলিশিয়া নিহত এবং আরও অর্ধশতাধিক মিলিশিয়া আহত হয়েছে।

অঞ্চলিক সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, গত ৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, মধ্য আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ার উত্তরপূর্বাঞ্চলে ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে তীব্র অভিযান পরিচালনা করেছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। হামলাটি স্থানীয় কুখ্যাত মিলিশিয়া বাহিনী 'দানসাদাউ' কে টার্গেট করে চালানো হয়েছে। এতে সন্ত্রাসী মিলিশিয়া বাহিনীটির অন্তত ৫০ সদস্য নিহত হয়েছে। একই সাথে আহত হয়েছে আরও অর্ধশতাধিক মিলিশিয়া সদস্য।

অভিযানের সময় অনেক মিলিশিয়া মোটরসাইকেলে চড়ে পালানোর চেষ্টা করলে তাদেরকেও টার্গেট করেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এসময় মিলিশিয়াদের **৩০**টি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। অপরদিকে অভিযান শেষে মিলিশিয়াদের আস্তানা গুড়িয়ে দিয়ে, সেখান থেকে আরও **৪৭**টি মোটরসাইকেল সহ অসংখ্য অস্ত্র উদ্ধার করেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

সূত্রটি নিশ্চিত করেছে যে, গত কয়েক মাস আগে আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকা শাখা একিউআইএম'এর (AQIM) কাছে আনুগত্যের বায়াত প্রদানকারি 'আনসারু'র প্রতিরোধ যোদ্ধারা বরকতময় এই অভিযানটি চালিয়েছেন।

আল-কায়েদার কাছে অনুগত্যের বায়াত প্রদানের পর থেকেই দলটি স্থানীয়দেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে তাঁরা স্থানীয় ঐসকল মিলিশিয়া দলগুলোকে নাস্তানাবুদ করছেন, যে দলগুলোর অত্যাচারে স্থানীয়রা বছরের পর বছর ধরে অতিষ্ট হয়ে আছেন। আর এতে বর্তমানে আনসারু অনেক অংশেই সফল হচ্ছেন।

কেননা তাঁরা এসব অভিযানের মাধ্যমে শুধু স্থানীয়দেরকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছেন না, বরং স্থানীয়দের পাশাপাশি দেশটির আইএস সদস্যদেরকে নিজেদের দলে ভেড়াতে সক্ষম হচ্ছেন, যারা ইতিপূর্বে মিথ্যা প্ররোচনার শিকার হয়ে আইএসে যোগ দিয়েছিল।

০৮ই এপ্রিল, ২০২২

‘এবার মুসলিম নারীদের প্রকাশ্যে বাড়ি থেকে বের করে ধর্ষণ করার হুমকি’ হিন্দুত্ববাদী বজরং মুনি দাসের

ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দু যুবকদেরকে মুসলিম নারীদের ধর্ষণের আহ্বান জানিয়ে আসছে বহুদিন আগে থেকেই। তবে এবার কোন ধরণের রাখডাক না রেখে উন্মত্ত হিন্দু জনতার সমাবেশে লাউডস্পিকারে মুসলিম নারীদের প্রকাশ্যে বাড়ি থেকে বের করে ধর্ষণ করার হুমকি দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী বজরং মুনি দাস।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে বজরং মুনি দাস নামে এক হিন্দু মহন্তকে চিৎকার করে বলতে শোনা যায়, মুসলিম মহিলাদের তাদের বাড়ি থেকে অপহরণ করবে এবং তাদের প্রকাশ্যে ধর্ষণ করবে।

ভিডিওটি ২ এপ্রিল নবরাত্রি এবং হিন্দু নববর্ষ উপলক্ষে একটি মিছিল চলাকালীন উত্তর প্রদেশের সীতাপুর এলাকার একটি মসজিদ "শেশে ওয়ালি মসজিদ" এর সামনে করা হয়।

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী মুনি দাস লাউড স্পীকারে বলছে, **" আমি মুসলিমদের বলছি যে, যদি খয়রাবাদে একটি অবিবাহিত হিন্দু মেয়ে আপনাদের প্রতি ঝুকে পড়ে, তাহলে আমি আপনার মেয়ে এবং পুত্রবধূদেরকে প্রকাশ্যে আপনার বাড়ি থেকে বের করে এনে ধর্ষণ করব।"** .

হিন্দুত্ববাদী মুনি দাস সীতাপুরের খয়রাবাদ শহরে মহর্ষি শ্রী লক্ষণ দাস উদাসিন আশ্রমের মহন্ত। মহন্ত একজন হিন্দু ধর্মীয় উচ্চপদস্থ, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের মন্দিরের প্রধান বা মঠের প্রধান। ইতিপূর্বেও অনেক হিন্দুত্ববাদী কথিত সাধুরা মুসলিম নারীদের ধর্ষণের উসকানি দিয়েছে। এমনকি হিন্দুত্ববাদী যোগি আদিত্যনাথ মুসলিম নারীদের কবর থেকে তুলে ধর্ষণের কথা বলেছিল।

ঘটনার ৬ দিন পার হয়ে গেলেও হিন্দুত্ববাদী দাসের বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর দায়ের করা হয়নি এবং তাকে গ্রেপ্তারও করেনি হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। অবশ্য এদেরকে লোক দেখানো গ্রেফতার করা হলেও জেলহাজতে এরা মেহমানের মতোই থাকে, আর দ্রুতই জামিনে বের হয়ে যায়। জামিনে বেড়িয়ে এসে এরা আবার আগের চেয়েও জোড়ালো কণ্ঠে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও জিঘাংসা ছড়াতে থাকে। এর প্রমাণ গত মাসেক আগে উগ্রবাদী হিন্দু মহন্ত জ্যোতি নরসিংহানন্দের গ্রেফতার নাটক এবং দ্রুতই জামিনে মুক্তও হয়ে আরও প্রবল সুরে ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্য দেওয়ার মাধ্যমেই পাওয়া গিয়েছে।

আর জাফরান-পরা এই হিন্দুত্ববাদী মহন্ত দাস স্থানীয় পুলিশদের সাথেই ছিল। হিন্দুত্ববাদী পুলিশ এবং একটি বিশাল হিন্দু জনতা তাকে ঘিরে নিরাপত্তা দিয়েছে। ভিডিওতে, মুনি দাসের চিৎকার করে বলা প্রতিটি মুসলিম বিদ্বেষী শব্দে উগ্র হিন্দু জনতা হাততালি ও হিন্দুত্ববাদী স্লোগান দিতে দেখা যায়।

২ মিনিট ১০ সেকেন্ডের ভিডিওটি শুরু হয় হিন্দুত্ববাদী দাস জনতাকে জয় শ্রী রাম বলতে বলে। যে স্লোগান দিয়ে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের উপর হামলা করে থাকে।

উল্লেখ্য, হিন্দুত্ববাদী নরেন্দ্র মোদির কেন্দ্র সরকার এবং হিন্দুত্ববাদী যোগী আদিত্যনাথের রাজ্য সরকার প্রকাশ্যে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তৃতা সহ মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমন্বিত এবং বিস্তৃত আক্রমণকে উৎসাহিত করছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন যে মুসলিম বিরোধী সহিংসতার আহ্বান - এমনকি গণহত্যার প্রকাশ্য আহ্বান ও মুসলিম নারীদের ধরসনের আহ্বান - প্রান্তিক পর্যায় থেকে এখন মূলস্রোতে চলে এসেছে। ভারতে এখন সিমিত পর্যায়ে গণহত্যা শুরু হয়ে গিয়েছে, এবং যেকোন সময় ব্যাপক আকারে মুসলিম গণহত্যা শুরু হয়ে যেতে পারে বলেই মনে করছেন তারা।

এমন সংকটাপন্ন অবস্থায় নিজেদের জান মাল ও মুসলিম নারীদের ইজ্জত রক্ষায় মুসলিদেরকেই এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামিক চিন্তাবিদগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. UP: Hindu monk on loudspeaker in police presence says “will rape Muslim women in open”-https://tinyurl.com/4yzf2sws
2. video link: - https://tinyurl.com/2p923kun

গাদ্দার পাকি সেনাদের উপর টিটিপি'র ২টি সফল হামলা : হতাহত ৮ এর অধিক

পাকিস্তানের উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর ২টি পৃথক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে সামরিক বাহিনীর ৪ সেনা নিহত এবং আরও ৪ এর অধিক গাদ্দার সেনা আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী গত ৫ এপ্রিল রাত সাড়ে ১১ টার দিকে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে একটি হামলার ঘটনা ঘটে। যা অঞ্চলটির দোসলি সীমান্ত এলাকায় টহলরত সেনাদের টার্গেট করে চালানো হয়েছে। এতে নাপাক বাহিনীর ৪ সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঐদিন দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানেও বিকাল ৩টার দিকে আরও একটি হামলার ঘটনা ঘটে। যা অঞ্চলটির লাধা জেলায় গাদ্দার সেনাবাহিনীর একটি সামরিক চেকপোস্ট লক্ষ্য করে চালানো হয়। যেখানে অনেকক্ষণ ধরে উক্ত অভিযানটি চলতে থাকে। ফলশ্রুতিতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ৪ সেনা সদস্য নিহত এবং অন্যরা আহত হয়।

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ বরকতময় হামলাগুলোর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। সেই সাথে তিনি এও যোগ করেছেন যে, এই যুদ্ধে আমাদের একজন মুজাহিদও শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।

দখলদার ইহুদিদের উপর হৃদয় উষ্ণকারী হামলা : ১৫ ইহুদি হতাহত

দুই সপ্তাহের মধ্যে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর উপর **৪র্থ** বারের মত সফল হামলা চালিয়েছেন ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে **৩** বর্বর ইহুদি নিহত এবং আরও **১২** ইহুদি আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গতরাতে (৭ এপ্রিল) অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের জবরদখলকৃত একটি বিনোদন কেন্দ্রে সফল হামলা চালানো হয়। যাতে দখলদার ইসরাইলের **২ সেনা** ও এক দখলদার ইহুদি নিহত হয়। এই হামলায় আরও **১২** অভিশপ্ত ইহুদি আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে **৪** জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

গত মার্চের শেষ দিকে ইসরায়েলে পর পর কয়েকটি সফল হামলা চালান ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাতে দখলদার ইসরাইলের **১১** ইহুদি নিহত হয়, আহত হয় আরও অনেক। বরকতময় উক্ত হামলাগুলোর পর পূণরায় গত রাতে ইসরায়েলের একটি বিনোদন কেন্দ্রকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালান প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

সূত্র মতে, ২৯ বছর বয়সী একজন ফিলিস্তিনি যুবক গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছেন। যা ইসরায়েলের কথিত রাজধানী তেল আবিবের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা ডিজেনগফ স্ট্রিটে অবস্থিত একটি বারে

চালানো হয়েছিল। হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন দখলদার ইহুদীরা বারটিতে মাতাল হয়ে শেষ বারের মতো নংরামিতে মজে ছিল।

ঐ বীর মুসলিম যুবক কর্তৃক বারে চালানো হৃদয় উষ্ণকারী সশস্ত্র হামলায় ৩ ইহুদি নিহত ও ১২ ইহুদি আহত হওয়ার কথা হলুদ মেদায় স্বীকার করা হয়েছে। পরে আহত ৯ দখলদারকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে অস্ত্রোপচার কালে ৪ ইহুদির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে সারা রাত ধরে চিরুনী অভিযান চালানোর পর, ফজরের নামজের পর দখলদার ইসরায়েলি পুলিশ ঘোষণা করে যে, তারা আক্রমণকারী ফিলিস্তিনি উক্ত বীর যোদ্ধাকে শাহীদ করেছে।

ফিলিস্তিনি এই বীর যোদ্ধা বরকতময় এই অপারেশনের মাধ্যমে মোসাদের মত গোয়েন্দাদের হতবাক করে দিয়ে নিপীড়িতদের চোখের জল মুছেছেন কিছুটা হলেও। আর মুসলিমদের হৃদয়গুলোকে উষ্ণ করেছেন। তারপর

মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে আখেরাতের পথে যাত্রা শুরু করেন ঐ বীর মুজাহিদ - এমনটাই মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

কাশ্মীর | দখলদার হিন্দু সেনা কর্তৃক নামাজরত মুসল্লীদের হেনস্থার প্রতিবাদ করায় গুলি

কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার হানদওয়ারা এলাকায় মসজিদে ঢুকে সালাতরত মুসল্লীদের উত্যক্ত করে ভারতীয় দখলদার হিন্দু সেনারা। এতে মুসলমানরা প্রতিবাদ করলে মুসল্লীদের উপর গুলি চালায় দখলদার ভারতীয় সন্ত্রাসী সেনারা। এসময় দুইজন মুসল্লীকে আহত করে হিন্দুত্ববাদী সেনারা।

কাশ্মীরভিত্তিক সংবাদ এজেন্সি 'দা কাশ্মীরিয়াত' তাদের রিপোর্টে জানায়, জামিয়া জাদেদ মেইন চক হান্দওয়ারা মসজিদে হঠাৎ প্রবেশ করে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় দখলদার সেনারা। এসময় দখলদার সেনারা যোহরের সালাত আদায়রত মুসল্লীদের বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে এবং তাদের ভিডিও ধারণ করতে থাকে।

উপস্থিত মুসল্লীরা তখন হিন্দু সেনাদের এমন বিকৃত রুচির কাজের প্রতিবাদ করতে থাকেন। ফলে হিন্দুত্ববাদী সেনারা তাদের সাথে বাকবিতন্ডা সৃষ্টি করে, যা এক পর্যায়ে হাতাহাতিতে রূপ নেয়। কিছু বুঝে উঠার আগেই সেনারা দুইজন যুবককে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। আহত দুজন মুসলিম যুবকরা হলেন মুজিবুর রহমান ও আব্দুল আহাদ মীর, তারা যথাক্রমে হানদওয়ারা ও রাজওয়ার এর বাসিন্দা।

গুলি চালানো ওই সেনারা ২১তম রাষ্ট্রীয় রাইফেলস (RR) ডিভিশনের। ভারতের হিন্দুত্ববাদী পুলিশ নির্লজ্জভাবে ইচ্ছাকৃত ঘটানো এই ঘটনাকে 'দুর্ঘটনাবশত' হিসেবে আখ্যায়িত করে।

কাশ্মীরের মুসলমাননের জানমালের নিরাপত্তা যেন মাসুম পশুপাখিদের ন্যায় হয়ে গেছে। যেকোনো সময় ভারতীয় দখলদার বাহিনীর সদস্যরা মুসলমানদের সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ করছে, যাকে খুশি গুলি করবে, গুম-খুন ধর্ষণ করবে। আর তাদের কোনো বিচারও হচ্ছে না।

তাই কাশ্মীরি যুবকরা যে তাদের উপর কৃত জুলুমের বিচার করতে দলে দলে প্রতিরোধ যুদ্ধে যোগ দিচ্ছেন, ইসলামি চিন্তাবীদগণ এটাকে সাধুবাদ জানিয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ তীব্র করতে উৎসাহিত করেছেন।

ফটো রিপোর্ট || সানাজ অঞ্চলের ২০০ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিল আশ-শাবাব

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে গত কয়েক মাস ধরেই খরায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের বিপুল পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছেন।

সেই ধারাবাহিকতায় এবার আশ-শাবাবের ত্রাণ কমিটি সোমালিয়ার খরা-পীড়িত উত্তরাঞ্চলের সানাজ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার প্রায় **২০০** পরিবারকে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করেছেন। জানা যায় যে, সানাজ অঞ্চলের শত শত পরিবার খরায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সানাজ অঞ্চলে দায়িত্বরত আশ-শাবাব কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে, এখন পর্যন্ত অঞ্চলটির **৩টি** এলাকার অন্তত **২০০টি** পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন মুজাহিদগণ। কর্মকর্তারা আরও বলেছেন যে, সানাজ অঞ্চলে খরায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

https://alfirdaws.org/2022/04/08/56541/

হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন | নওগাঁয় হিজাব পরায় মুসলিম ছাত্রীদের পিটিয়েছে হিন্দুত্ববাদী শিক্ষিকা আমোদিনি পাল

এবার নওগাঁর মহাদেবপুরে হিজাব পরে স্কুলে আসায় মাধ্যমিক মুসলিম স্কুল ছাত্রীদের লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে হিন্দু শিক্ষিকা আমোদিনি পাল। পিটুনি খেয়ে ছাত্রীরা স্কুল ছেড়ে বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য হয়। বুধবার (৬ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার সদর ইউনিয়নের দাউল বারবারপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।

নির্যাতনের শিকার ওই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সাদিয়া আফরিন জানিয়েছে, বুধবার দুপুরে জাতীয় সংগীতের পর লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা আমোদিনি পাল -কেন হিজাব পরে স্কুলে এসেছি- এ কথা জিজ্ঞেস করে ইউক্যালিপটাস গাছের ডাল দিয়ে তাদের প্রহার করে। ছাত্রীদের হিজাব খুলে ফেলার জন্য টানাটানি করে। শিক্ষিকা তাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, ‘স্কুলে কোন পর্দা চলবে না। ঢং করে আসছো। বাসায় গিয়ে বোরখা পড়ে থাকো। যখন তোমরা মহাদেবপুর বাজারে যাবে তখন পর্দা করবে। স্কুলে আসলে মাথার কাপড় ফেলে আসবে।’
এমনকি যারা হিজাব ছাড়া শুধু মাস্ক পড়ে এসেছিল, তাদের মাস্কও খুলে দেয়। হুমকি দেয়, 'কাল থেকে যদি হিজাব ও মাস্ক পরে আসো, তাহলে পিটিয়ে তোমাদের পিঠের চামড়া তুলে নেওয়া হবে।'

সাদিয়া জানায়, লাইনের কয়েকজন ছাত্রীকে মারতে মারতে তার কাছে এসে তাকে মারতে থাকলে লাঠি ভেঙে যায়। অন্যদের মধ্যে দশম শ্রেণির ছাত্রী ঐশি, সুমাইয়া, তিথি, লাকি, নবম শ্রেণির মোনাসহ কয়েকজন ছাত্রীকে পেটানো হয়।

এক পর্যায়ে আমোদিনি পাল ছাত্রীদের মারধরের জন্য স্কুলের অপর শিক্ষক বদিউল আলমকে নির্দেশ দেয়। তার নির্দেশে বদিউল আলমও তাদের প্রহার করে বলে অভিযোগ ছাত্রীদের।

অভিভাবকরা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে তারা স্কুল ঘেরাও করেন। কিন্তু অভিযুক্ত শিক্ষিকা এদিন স্কুলে আসেননি। এ ঘটনায় হিন্দু শিক্ষিকা আমোদিনি পালের বিচার দাবি করেন অভিভাবকরা।

তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। কথিত সুশীল সমাজ- যারা কয়েকদিন ধরে সামাজিক মাধ্যমকে লতা সমাদ্দারের পক্ষ নিয়ে কাপিঁয়ে তুলেছিল, তারাও ঘুমিয়ে গেছে। তারা এখন আর হিজাব পরে মুসলিম ছাত্রীদের পক্ষ নিয়ে কথা বলবে না। কারণ একটাই, তারা মুসলিম, আর অপরাধী হল হিন্দু। কথিত নারীবাদিরা এখন চুপ হয়ে গেছে। হলুদ মিডিয়াগুলোও যেন এখন অন্ধ হয়ে গেছে।

তাই সচেতন বিশেষজ্ঞ মহল মত দিয়েছেন, বাংলাদেশকে ভারতের মত উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া আগেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে হিন্দুত্ববাদিদের প্রতিহত করা উচিৎ।

তথ্যসূত্র:

১। নওগাঁয় হিজাব পরায় ছাত্রীদের পেটালেন শিক্ষিকা আমোদিনি পাল - https://tinyurl.com/mryx2zbh

২। নওগাঁর মহাদেবপুরে হিজাব পড়ে স্কুলে আসায় পেটালেন শিক্ষিকা - https://tinyurl.com/mr3dav87

ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আল-কায়েদা প্রধান শায়েখ আইমানের উদ্বেগ : "ইসলামী শরিয়াহ্'ই মুক্তির পথ"

বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় মিডিয়া শাখা আস-সাহাব সম্প্রতি প্রায় ৯ মিনিটের নতুন একটি ভিডিও রিলিজ করেছে। যেখানে প্রতিরোধ বাহিনীটির প্রধান শায়েখ আইমান আজ-জাওয়াহিরিকে (হাফিজাহুল্লাহ্) ভারতে হিজাবের উপর নিষেধাজ্ঞা ও সেখানকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মূল্যায়ন করতে দেখা যায়। এসময় তিনি উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের আশায় না থেকে নিজস্ব প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করে নিজেদের রক্ষা করার পরামর্শ দেন।

ভিডিওটিতে শায়েখ আইমান আজ-জাওয়াহিরি (হাফিজাহুল্লাহ্) চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে ভারত জুড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া সর্বশেষ ঘটনাগুলির মূল্যায়ন করেছেন। বিশেষ নতুন এই ভিডিওটির শুরুতেই গুরুত্ব পেয়েছে ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে হেডস্কার্ফ পরার কারণে মুসলিম ছাত্রদের স্কুলে যেতে বাধা দেওয়ার বিষয়টি। সেই সাথে দেশটির হিন্দুত্ববাদী হাইকোর্ট কর্তৃক হিজাবের উপর নিষেধাজ্ঞাকে বহাল রাখার বিষয়টিও বক্তব্য উঠে এসেছে।

ভিডিওটিতে মুসলিম স্কুলছাত্রী মুসকান খানকে **"আল্লাহু আকবর"** বলে ভারতের ইসলাম বিদ্বেষী হিন্দু গ্যাংদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দৃশ্যটি দেখানো হয়েছে। যেখানে একপর্যায়ে মুসকান খান 'মুজাহিদিনদের আমাদের ভাই' বলে সম্বোধন করেছিলেন। এবিষয়ে শাইখ আয়মান আজ-জাওয়াহিরি বলেছেন যে, উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে মুসকানের এই সাহসী পদক্ষেপটি উপমহাদেশের মুসলমানদের দ্বীনি চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে যথেষ্ট।

এরপর শায়েখ বলেন, সাম্প্রতিক এই ঘটনাগুলি ভারতের তথাকথিত গণতন্ত্র এবং পশ্চিমের ভণ্ডামিকে প্রকাশ করে দিয়েছে। এসময় শাইখ সেই সমস্ত মিডিয়া সংস্থাগুলিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, যারা ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উগ্র হিন্দু মিলিশিয়াদের কর্তৃক পরিচালিত ঘটনাগুলি প্রচার ও প্রকাশ করেছেন।

ভিডিওটির এক পর্যায়ে ভারতীয় মুসলমানদের আহ্বান জানিয়ে শায়েখ আইমান জাওয়াহিরি বলেছেন, **"আমাদেরকে চারপাশের ফরাগত বিভ্রান্তিগুলোকে অবশ্যই ছুঁড়ে ফেলতে হবে। ভারতের পৌত্তলিক গণতন্ত্রের মরীচিকার দ্বারা প্রতারিত হওয়া থেকে বের হয়ে আসতে হবে। কেননা এটি মুসলমানদের নিপীড়নের হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়।"**

তিনি বলেন **"এটি এমন একটি প্রতারণা, যা পশ্চিমারা আমাদের বিরুদ্ধে কল্পিত করেছে। এই প্রতারণার প্রকৃতি প্রকাশ করেছে ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ড। যারা জনসমক্ষে নগ্নতার অনুমতি দেওয়ার সময় মাথার স্কার্ফ নিষিদ্ধ করেছে।"**

শায়েখ আইমান আজ-জাওয়াহিরি আরও বলেছেন যে, সারা বিশ্ব জুড়ে ইসলামের শত্রুরা এধরণের কার্যকলাপের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধকে টার্গেট করছে।

এরপর ভারতীয় মুসলমানদের সম্বোধন করে শায়েখ জাওয়াহিরি আরও বলেছেন যে, **"এসব কিছু থেকে আপনাদের মুক্তি ও পরিত্রাণ একমাত্র ইসলামী শরিয়ার উপর নির্ভর করে। তাই ইসলামি বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া উচিত।"**

"এক্ষেত্রে, আমাদেকের অবশ্যই সত্যবাদী ও অনুগত আলেমদের চারপাশে একত্রিত হতে হবে। আমাদেরকে ধর্ম, চিন্তাধার, মিডিয়া এবং অস্ত্রের মাধ্যমে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে, ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে এই যুদ্ধে লড়তে হবে। আমাদের এই যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ হল সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং জনগণের কাছ সত্যকে প্রকাশ করা।"

শায়েখ আইমান আজ-জাওয়াহিরি (হাফিজাহুল্লাহ্) উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আরও যুক্ত করেন যে, "আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া সরকারগুলি, বিশেষ করে বাংলাদেশ বা পাকিস্তান আমাদেরকে রক্ষা করবে না। তাই উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে তাদের নিজস্ব বাহিনী দিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে হবে।"

অনুবাদক ও সংকলক : ত্বহা আলী আদনান

সোমালিয়া | শাবেলি রাজ্যে ৩টি শহরে আশ-শাবাবের হামলা: হতাহত বহু শত্রু সেনা

সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় শাবেলি রাজ্যের **৩টি** শহরে পৃথক অভিযান চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে গাদ্দার সরকারি বাহিনী ও দখলদার উগান্ডার সেনাবাহিনীর ডজনখানেকেরও বেশি সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

শাহাদাহ নিউজ এজেন্সির প্রদত্ত রিপোর্ট হতে জানা যায়, গত ৬ এপ্রিল বুধবার শাবেলি রাজ্যের জালওয়েইন, জানালি ও কিসমায়ো শহরে একযোগে হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এরমধ্যে জালওয়েইন শহরে গাদ্দার সোমালি সেনাদের একটি দলকে টার্গেট করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। যাতে ঘটনাস্থলেই **৪** সেনা নিহত এবং আরও **৫** সেনা আহত হয়।

এদিন জানালি শহরে পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সেনাদের অন্য একটি ছোটো দলকে টার্গেট করেও হামলা চালান মুজাহিদগণ। যেখানে গাদ্দার সেনাদের উপর এ্যামবুশ করে হামলা চালান তাঁরা। এতে ঘটনাস্থলে **২** গাদ্দার সেনা নিহত হয়।

একই সাথে মুজাহিদগণ আক্রমণের স্থান থেকে কিছু অস্ত্র ও একটি মোটরবাইক গণিমত লাভ করেন।

অপরদিকে এদিন কিসমায়ো শহরে গাদ্দার সোমালি সেনা ও দখলদার উগান্ডার বাহিনীর **৩টি** ঘাঁটিতে একযোগে হামলা চালান আশ-শাবাব মুজাহিদিন। হিট এন্ড রান কৌশলে চালানো এসব হামলায় বহু সংখ্যক সোমালি ও উগান্ডান সেনা নিহত হয়। এসময় অনেক সেনা আহত অবস্থায় পলায়ন করে।

উল্লেখ্য যে, সোমালিয়ায় আশ-শাবাব মুজাহিদদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও একের পর এক সফল আক্রমণ চিন্তার রেখা ফেলে দিয়েছে পশ্চিমা সন্ত্রাসী ও তাদের স্থানীয় দোসরদের কপালে।

০৭ই এপ্রিল, ২০২২

এবার মুসলিম ফল ব্যবসায়ীদেরকেও বয়কটের আহ্বান উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর

ভারতে মুসলিমদের উপর চলছে উগ্র হিন্দুদের একেরপর এক নিষেধাজ্ঞা। উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের খাবার, পোষাক, চলাফেরা, ব্যবসা সবকিছুর উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করছে। হালাল খাবার, কাঁচা গোশত বিক্রি, লাউডস্পিকারে আযান দেওয়া সহ প্রায় প্রতি দিনই কোন না কোন ঠুনকো অভিযোগ এনে মুসলিমদের উপর নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে তারা। করছে হামলাও।

বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার পর এবার হিন্দুত্ববাদীরা সামনে এনেছে মুসলিম ফল ব্যবসায়ীদের বয়কট করার ইস্যু। কর্ণাটকের কিছু হিন্দু সংগঠন এখন ফলের ব্যবসায় "মুসলমানদের বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছে।

কর্ণাটকের হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির সমন্বয়কারী হিন্দুত্ববাদী চন্দ্রু মোগার সাধারণ হিন্দুদেরকে হিন্দু বিক্রেতাদের কাছ থেকে ফল কেনার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। তার দাবি বেশিরভাগ ফলের ব্যবসা মুসলমানরা করে।

ঐ উগ্র হিন্দু নেতার মতে "ফলের ব্যবসায় মুসলমানদের একচেটিয়া আধিপত্য রয়েছে। আমরা এটাও দেখছি যে তারা ফল এবং রুটি বিক্রি করার আগে থুথু ফেলছে, এই মুসলিম ব্যবসায়ীরা থুক জিহাদ ('থুথু জিহাদ') করছে।" কতই না অদ্ভুত আর রুচিহিন তার এই দাবি।

সে আরও বলে, "আমি সমস্ত হিন্দুদের অনুরোধ করছি, ফলের ব্যবসায় মুসলমানদের একচেটিয়া ক্ষমতার অবসান ঘটাতে সাহায্য করুন। আমি আপনাদের শুধুমাত্র হিন্দু বিক্রেতাদের কাছ থেকে ফল কেনার জন্য আহ্ববান করছি।"

অপর হিন্দু উগ্রপন্থী নেতা প্রশান্ত সামবার্গীও মুসলিম ফল বিক্রেতাদের বয়কট করার বিষয়ে তার মতই মত পোষণ করেছে।

উল্লেখ্য, এই থুথু জিহাদের কাল্পনিক গালগল্প সাজিয়ে হিন্দুত্ববাদীরা গত বছর করোনার সময় মুসলিমদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়। পরেই শুরু হয় মুসলিমদের হয়রানি, জরিমানা। বহু মুসলিমকে আটক করে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

হিন্দুত্ববাদীরা একে একে মুসলিমদের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছে। অজগরের মতো প্রতিবার আগের চেয়ে আরেকটু বেশি করে চাপ দিচ্ছে, যেন গণহত্যা শুরু করার মতো পরিবেশ তৈরি করে তা অতি দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায়। এমন পরিস্থিতিতে বিজ্ঞ ইসলামি চিন্তাবীদ ও হক্কানি উলামায়ে কেরাম মুসলিমদেরকে ঐকবদ্ধ হয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন বারে বার।

তথ্যসূত্র:

----

1. After halal, loudspeaker ban, Karnataka outfits call for end of ‘Muslim monopoly’ in fruit business - https://tinyurl.com/627kus8r

---

কাশ্মীরজুড়ে চলছে দখলদার ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার কথিত অভিযান

দখলদার ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) কাশ্মীর উপত্যকার একাধিক স্থানে স্বাধীনতাকামীদের ধরার নামে অভিযান চালিয়ে বেসামরিক কাশ্মীরি মুসলিমদের হেনস্থা করছে বলে জানা গেছে।

দখলদার ভারতীয় সরকারী সূত্রগুলি শ্রীনগর-ভিত্তিক সংবাদ সংস্থা কাশ্মীর ডট কমকে জানিয়েছে যে, পুলিশ এবং সিআরপিএফ-এর সহায়তায় এনাইএ'র গুপ্তচররা কথিত জঙ্গি কার্যকলাপ তথা কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত সন্দেহে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর, বুদগাম এবং অন্যান্য এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে। এতে নিরস্ত্র বেসামরিক মুসলিমরা ব্যাপক হেনস্থার স্বীকার হচ্ছেন।

শ্রীনগরে দখলদার ভারতের এনআইএ টিম শ্রীনগর পুলিশের সাথে যৌথভাবে জলদাগারের বাসিন্দা ফিরোজ আহমেদ আহঙ্গারের ছেলে আরসালান ফিরোজ আহাঙ্গারের বাড়িতে অভিযান চালায়। অথচ আরসালান ইতিমধ্যেই গত ডিসেম্বর থেকে এনআইএ'র হেফাজতে রয়েছে।

দখলদারদের তদন্তকারী সংস্থার অপর একটি দল শ্রীনগর উপকণ্ঠের মুস্তাফাবাদ জয়নাকোট এলাকার বাসিন্দা আব্দুল সামাদ দারের ছেলে আজাজ আহমেদ দারের বাড়িতে অভিযান চালায়।

একইভাবে, এনআইএ দল পুলিশের সাথে বোনাপোরা নওগামের বাসিন্দা মোহম্মদ ইয়াকুবের ছেলে সমীর আহমেদ গণির বাড়িতে এবং ছানাপোরার আলনূর কলোনীর বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী মহম্মদ মকবুল ভাটের ছেলে গোলাম মহম্মদ ভাটের বাড়িতে হানা দেয়।

শ্রীনগরের ব্যাংক কলোনি, বাগি মেহতাব এলাকায় এনআইএ শাওয়াল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বশির আহমেদ ভাটের ছেলে জহির বশির ভাটের বাড়িতেও তল্লাশি চালায়।

এছাড়াও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানেই করাকরিভাবে অভিযান চালাচ্ছে ভারতের এই মুসলিমবিরোধী জাতীয় তদন্ত সংস্থাটি। এর মধ্যে রয়েছে আরিপাথান বুদগাম, তুল-বগাহ পাম্পোর এবং অন্যান্য স্থানেও অভিযান চালানো হয়েছিল।

এভাবেই যুগ যুগ ধরে কাশ্মীরি মুসলিমদেরকে তল্লাশি অভিযানের নামে ব্যাপক নির্যাতন চালিয়ে আসছে দখলদার ভারতীয় বাহিনী। অনেক সময় তল্লাশির নামে তারা পুরুষ সদস্যদের আলাদা আটকে রেখে বা হত্যা করে মুসলিম নারীদেরকে ধর্ষণ পর্যন্ত করে। কাশ্মীরের এলাকায় এলাকায় তল্লাশি অভিযানের নামে নারী ধর্ষণ ও নির্যাতনের এমন অসংখ্য ঘটনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কালের সাক্ষী হয়ে।

ইসলামি চিন্তাবিদগণ তাই আহ্বান জানিয়েছেন, কাশ্মীরি স্বাধীনতাকামী ও প্রতিরোধ যোদ্ধারা যেন দখলদার ভারতের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ দুরবার গতিতে চালিয়ে নিয়ে যান, এবং গোটা উম্মাহ যেন তাদের জন্য দোয়া ও সাহায্য করে।

তথ্যসূত্র :

----

1. NIA raids underway at multiple locations in kashmir - https://tinyurl.com/2p88vvw8

০৬ই এপ্রিল, ২০২২

আবারো সাধু সম্মেলনে কুখ্যাত নরসিংহানন্দের উস্কানিমূলক মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য : এবার দিল্লিতে

গোটা ভারতে এখন মুসলিম বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে, চলছে মুসলিম গণহত্যার চূড়ান্ত প্রস্তুতি। আর সেই আগুনে নিয়মিত ঘি ঢেলে যাচ্ছে নামধারী উগ্র হিন্দু সাধু সন্নাসীরা।

এবার দিল্লিতে হিন্দুদের সাধু সম্মেলনে আবারও উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছে কুখ্যাত সাধু নরসিংহানন্দ। পূর্বের ন্যায় আবারও মুসলিদের প্রতি ঘৃণা ছড়ানাের উদ্দেশ্যে প্রতিহিংসামূলক ভাষণ দিয়েছে সে। আর সেই হিংসা ছড়ানাের কাজ সে অন্য কোনাে স্থান থেকে নয়, বরং খাােদ রাজধানী দিল্লিতে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের নাকের ডগায় বসেই করেছে।

গত(০৩/০৪/২২)রবিবার রাজধানী দিল্লীর বুরারি নামে এলাকায় আয়াােজিত একটি সাধু সম্মেলনে উপস্থিত হয় নরসিনহানন্দ। এবং সেখানে দেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রায় শ'দুয়েক সাধু হাজির হয়েছে এই খবর পেয়ে কয়েকজন মুসলিম সাংবাদিক সেখানে পৌঁছে যান। কিন্তু সেখানে যাওয়ার কারণে সাধুরা তাঁদের মুসলিম জিহাদী রিপোর্টার্স আখ্যা দিয়ে মারধর করে। এই সন্ত্রাসী সাধুদের গডফাদার ছিল সেই জ্যোতি নরসিংহানন্দ সরস্বতী।

এই ধর্ম সম্মেলন থেকে মুসলিমদের প্রতি চরম ঘৃণা বর্ষণের পাশাপাশি হিংসায় উস্কানি দেওয়া হয়। বিশ্লেষকগণের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে দিল্লি পুলিশের নাকের ডগায় বসে কীভাবে এই ধরনের ধর্মীয় উস্কানি মূলক অনুষ্ঠান করা হল। ইতিপূর্বেও মুসলিম গণত্যার ডাক দেওয়ার পর পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে হাসি মজাক করার ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল।

কিন্তু এসব নিয়ে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের কোন মাথা ব্যাথা নেই। তারা শুধু মুসলিমদের কিভাবে দমিয়ে রাখা যায়-সে ব্যবস্থা করতেই মশগুল। বিশ্লেষকদের মতে, মুসলিম গণহত্যা চালাতে পথ সহজ করে দিচ্ছে তারা। আর এতে করে সাধারণ বেসামরিক মুসলিমদের মধ্যে আতঙ্ক বহুগুণে বেড়ে গেছে। কারণ রাজধানী দিল্লিতে হিন্দুত্ববাদীরা উস্কানিমূলক মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য দিতে পারলে, অন্য জায়গায় গণহত্যা চালাতেও দ্বিধা করবে না।

উল্লেখ্য, গত বছর ডিসেম্বরে উত্তরাখণ্ডেও এই ধরনের এক সাধু সম্মেলনে জ্যোতি নরসিংহ উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়। সেই সম্মেলনের ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই দেশ জুড়ে শুরু হয় প্রবল মুসলিম বিদ্বেষ।

সচেতন মহল তাই প্রশ্ন তুলেছেন, জ্যোতি নরসিংহানন্দ সরস্বতী এত বড় বড় ক্রাইম করার পরও কীভাবে ছাড়া পায়। আবারও একই ধরনের বিদ্বেষী ভাষণ দেওয়ার সাহসই বা কীভাবে হল তার। আর অন্যদিকে, মুসলিমরা কোন অপরাধ না করের বছরের পর বছর হিন্দুত্ববাদীদের মিথে মামলায় কারাগারে থাকতে হচ্ছে। হিন্দু হলেই কি সাত খুন মাফ এমন প্রশ্ন এখন মুসলিমদের জনমনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

1.Journalists attacked at Hindutva event in Delhi as mob calls Muslim reporters 'jihadi'

-https://tinyurl.com/2rnwxw85

2.Journalists 'Attacked' During Burari Hindu Mahapanchayat, Where Anti-Muslim Speeches Were Made

-https://tinyurl.com/22jp737r

3.এবার দিল্লিতে হিন্দুদের সাধু সম্মেলনে আবারও উস্কানি মূলক বক্তব্য দিয়েছে কুখ্যাত সাধু নরসিংহানন্দ

- https://tinyurl.com/rdb96vuf

সিরিয়া | স্কুলগামী শিশুদের উপর রুশ-সমর্থিত সরকারি বাহিনীর হামলা : নিহত ৪ শিশু

পবিত্র এই রমজান মাসেও উত্তর সিরিয়ার ইদলিব সিটিতে হামলা চালাচ্ছে রুশ-ইরান সমর্থিত আসাদ সরকারের কুখ্যাত নুসাইরি বাহিনী। এতে প্রতিদনই প্রাণ হারাচ্ছেন অনেক নিরপরাধ মুসলিম। এসব হামলার মাধ্যমে সিরিয়ায় এখনো বেসামরিক গণহত্যা অব্যাহত রেখেছে আসাদ সরকার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৪ এপ্রিল সকালে ইদলিবের একটি গ্রামাঞ্চলে হামলা চালিয়েছে আসাদ সরকারের কুখ্যাত নুসাইরি আর্টিলারি বাহিনী। জানা যায় যে, স্কুলে যাওয়া পথে শিশুদের লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা হামলা চালায় নুসাইরি শিয়ারা। ফলে বর্বরোচিত এই হামলায় স্কুলগামী ৪ শিশু প্রাণ হারায়। হামলটি ইদলিবের মারাত নাসান বসতির কাছে চালানো হয়েছিল বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি, রাশিয়ান এবং ইরান-সমর্থিত নুসাইরি শিয়া শাসকের বাহিনী ইদলিবে বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে তাদের বোমাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে। শিয়াদের এসব হামলায় অসংখ্য বেসামরিক নাগরিক, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু, প্রাণ হারাচ্ছেন।

নীরব বিশ্ব বিবেককে তাই জাগিয়ে তুলতে, মুসলিম উম্মাহকে সিরিয়ার মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন হক্কপন্থী উলামায়ে কেরাম। তারা এও বলেছেন, উম্মাহ যেন তাদেরকে ভুলে না যায়।

কাশ্মীর | ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে প্রতিরোধ যুদ্ধ, বাড়ছে বিদেশী যোদ্ধাদের সংখ্যা

হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সামরিক বাহিনীর উপর হামলার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির সাথে সাথে কাশ্মীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে স্থানীয় ও বিদেশি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সংখ্যা। যা ইসলাম বিদ্বেষী ভারত সরকারের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ২০২২ সালের প্রথম তিন মাসেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম তরুন বিভিন্নভাবে কাশ্মীরে এসেছেন প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিতে। যা উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনীর জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের ডেটাবেজ বলছে, কাশ্মীরে সব মিলিয়ে ১৭২ জন প্রতিরোধ যোদ্ধা রয়েছেন, যাদের মধ্যে ১৬ জন জম্মু অঞ্চলে এবং বাকিরা কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করছেন। যারা উপত্যকার বিভিন্ন প্রতিরোধ বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

কাশ্মীরভিত্তিক সংবাদ সংস্থা 'দা কাশমিরিয়াত' এর রিপোর্ট বলা হয়েছে, এসব মুসলিম প্রতিরোধ বাহিনীগুলো বেশি সংখ্যক প্রতিরোধ যোদ্ধা অবস্থান করছেন দক্ষিণ কাশ্মীরে, সেখানে অন্তত ৮৭ জন যোদ্ধা আছেন। আর উত্তর ও মধ্য কাশ্মীরে আছেন যথাক্রমে ৬৫ জন ও ১৬ জন প্রতিরোধ যোদ্ধা। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে, ১৭২ জন মুসলিম প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে ৯৩ জন স্থানীয় কাশ্মীরি যুবক। বাকি ৭৯ জনই প্রতিবেশি দেশ থেকে হিজরত করে কাশ্মীরে এসেছেন।

তবে ধারণা করা হচ্ছে যে, ভারতের এই দাবির চাইতেও বর্তমানে কয়েকগুণ বেশি প্রতিরোধ যোদ্ধা কাশ্মীরে অবস্থান করছেন। যাদের লক্ষ্য হচ্ছে কাশ্মীরকে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় দখলদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করা এবং এখানে আল্লাহর শরিয়াহ্ বাস্তবায়ন করা।

প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয় যে, এবছরের প্রথম তিন মাসেই প্রায় ১৫ জন কাশ্মীরি যুবক বিলাসী জীবন ছেড়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে যোগদান করেছেন। এছাড়াও উক্ত ৩ মাসে যোদ্ধাদের জন্য আসা অস্ত্রের চালানের মধ্যে ২৩টি চালান ভারতীয় দখলদার বাহিনী জব্দ করেছে। এর থেকে এটা স্পষ্ট যে, কাশ্মীরের ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা অস্ত্রের দিক থেকে স্বল্পতা কাটিয়ে উঠতে জোরদার প্রয়াস চালাচ্ছেন।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, উক্ত ২৩টি চালানের আড়ালেও বহু অস্ত্রের চালান সফলভাবে কাশ্মীরে এসে পৌঁছেছে। যেখানে হালকা অস্ত্রের পাশাপাশি অত্যাধুনীক অস্ত্র, স্নাইপার ও লেজার গানও রয়েছে। কেননা গত বছরের শেষ নাগাদ নিজেদের উপর এসব অস্ত্রের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছে ভারতীয় বাহিনী। ফলে প্রতিরোধ যোদ্ধারা দখলদার বাহিনীর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকেই সফলভাবে হামলা চালিয়ে নিরাপদে সরে পড়ছেন।

উল্লেখ্য যে, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের দিক থেকে কিছুটা ঘাটতি থাকলেও বর্তমানে তা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করছেন কাশ্মীরী প্রতিরোধ যোদ্ধারা। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশকে দখলদারিত্বের হাত থেকে মুক্ত করার প্রবল ইচ্ছায় তারা এখন পরমাণু শক্তিধর ভারতের দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতি সপ্তাহেই লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছেন। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এসব প্রাণঘাতি হামলাতে প্রতি সপ্তাহেই অনেক ভারতীয় দখলদার সেনা ও পুলিশ সদস্য হতাহত হচ্ছে।

ইসলামি চিন্তাবিদগণ তাই বলছেন, কাশ্মীর ও ভারতের মুসলিমদের জন্য আসার আলো হয়ে দেখা দিয়েছে কাশ্মীরি প্রতিরোধ জধাদের এই উত্থান এবং তাদের সাথে অন্য অঞ্চলের মুসলিমদের যোগদান। এটা আরও প্রমাণ করে যে, কাশ্মীরের সমস্যাকে এখন মুসলিমরা নিজ উম্মাহর সমস্যা হিসেবে দেখছে। এবং এই সমস্যার সমাধানে কোন তন্ত্র-মন্ত্রের ভরসায় না থেকে উম্মাহর বীর যুবকেরা দলে দলে সেখানে যাচ্ছে কাশ্মীরি মুসলিমদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে - এমনটাই বলছেন বিশ্লেষকরা।

পাক-তালিবানের ধারাবাহিক 'বদরী' অপারেশনে অসংখ্য পাকি সেনা হতাহত

পাকিস্তানের মাহমান্দ এজেন্সি, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান, পেশোয়ার এবং মর্দান প্রদেশে সামরিক পোস্টগুলোতে একাধিক সফল হামলার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি কর্তৃক পরিচালিত এসব হামলায় বহু সংখ্যক গাদ্দার পকি-সেনা ও পুলিশ সদস্য হতাহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ৪ এপ্রিল রাত ১০ টায়, মাহমান্দ এজেন্সির সাফি সীমান্ত এলাকায় একটি সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান। হামলাটি উক্ত এলাকায় অবস্থিত একটি পুলিশ পোস্ট টার্গেট করে চালানো হয়েছে। যাতে বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এলাকার বাসিন্দারা মিডিয়াকে জানিয়েছেন যে, উক্ত পুলিশ পোস্টটি দুই ঘণ্টা ধরে টিটিপির বীর যোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মধ্যে ছিল। যাতে ধারণা করা হচ্ছে অনেক পুলিশ সদস্য নিহত এবং আহত হয়েছে। তবে এই হামলার বিষয়ে গাদ্দার প্রশাসন বলেছে যে, হামলায় তাদের দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে।

পরে টিটিপি মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি (হাফি.) গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে পুলিশ পোস্টে হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বরকতময় এই অভিযানের একদিন আগে, অর্থাৎ গত ৩ এপ্রিল দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান, পেশোয়ার এবং মর্দান প্রদেশেও ৩টি পৃথক অভিযান পরিচালনা করেছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান।

তিনটি জায়গাতেই হালকা ও ভারী অস্ত্র দিয়ে একটি সামরিক ঘাঁটি এবং ২টি পুলিশ পোস্ট টার্গেট করে হামলা চালানো হয়েছে। টিটিপি'র মুখপাত্র জানান যে, এতে সেনাবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক জানমালের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। সেই সাথে এই অভিযানগুলো সময় আমাদের সকল মুজাহিদিন নিরাপদে ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ।

উল্লেখ্য, পাক-তালিবানরা (টিটিপি) রমজানের প্রথম দিন থেকেই সারাদেশে সামরিক বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে 'আল-বদর' নামে অভিযান শুরু করেছেন। এর পর থেকে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণে স্পষ্টত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে।

আরও একটি পবিত্র রমাদানে প্রবেশ করল ইসলামি বিশ্ব : আমেজ কিছুটা হলেও ভিন্ন

প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও ইসলামি বিশ্বে পবিত্র মাহে রমাদানের আনন্দ ছেয়ে গেছে। তবে এবারের রমাদান মুসলিম বিশ্বের কিছু কিছু স্থানে ভিন্নভাবেই পালিত হচ্ছে। শোকের কালো অধ্যায় পেছনে ফেলে এবার কিছু অঞ্চলে প্রশান্তির পরশ বুলিয়েছে শরয়ী শাসনের সুশীতল ছায়া। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আফগানিস্তান, কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে সোমালিয়া ও মালি।

এবছর ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান, পূর্ব আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকার কিছু অংশ, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, তুরস্ক এবং আরব উপদ্বীপের মতো অনেক অঞ্চলে রমাদান মাস ২ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে।

যাইহোক, মুসলমানদের নিকট রমাদান এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস, যে মাসকে সারা বিশ্বের মুসলমানরা আনন্দের সাথে স্বাগত জানান। এই মাসে মুমিনরা তাদের কৃত ভুল কর্মের জন্য মহান রবের দরবারে অনুশোচনা করেন, ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাওবার মাধ্যমে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলো থেকে আলোর পথে হাঁটার অঙ্গিকার করেন।

তবে শুরুতে উল্লেখিত ইসলামি বিশ্বের ঐ অঞ্চলসমূহ এবং একটি দেশ ব্যতীত, এই বছরও বিভিন্ন আগ্রাসী বাহিনী দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলে এবং যেখানে যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে- সেখানে তিক্ত আনন্দের সাথেই রমাদানকে স্বাগত জানান মুসলিমরা।

এবারের রমাদানের ব্যতিক্রম দেশটি হল আফগানিস্তান, ইসলামের বিজয় পরবর্তী যার পূর্ণ নাম ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান। এখানে বহু বছর ধরে যুদ্ধ ও দখলদারিত্ব বিরাজ ছিল। এই দেশটিতে প্রায় ৫০ বছরের মধ্যে সম্ভবত প্রথমবারের মতো যুদ্ধ-মুক্ত রমাদান পালিত হচ্ছে। প্রথমবারের মতো দেশটির জনগণ নিরাপত্তা বোধ করছেন। এবং বিজয়ের আনন্দকে আলিঙ্গন করে রমাদানকে স্বাগত জানিয়েছেন।

আফগানিস্তানের প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে থাকা এমন আরও ২টি দেশ হচ্ছে পূর্ব আফ্রিকার সোমালিয়া ও পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি। যদিও এই দেশ দু'টিতে এখনো বহুজাতিক ক্রুসেডার জোটগুলোর দখলদারিত্ব অবসানে প্রতিরোধ যুদ্ধ চলমান আছে, তবে যুদ্ধের পরিধি অনেকাংশেই কমে এসেছে। কারণ দেশ দু'টির বেশিরভাগ অঞ্চলই দখলদারদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ। অধিকাংশ ক্রুডাদার দেশ দু'টি থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তুতি শুরু করেছে, কেউ কেউ সম্পন্ন করেছে।

দেশগুলোর বেশিরভাগ অঞ্চলেই বিরাজ করছে শান্তি-শৃঙ্খলা, সেখানে মানুষ আফগান ইমারাতের মতোই শরিয়ার ছায়াতলে আনন্দের সাথে পবিত্র এই রমাদানকে স্বাগত জানিয়েছেন। আমরা মহান রবের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন এই দেশ দু'টিকেও পূর্ণাঙ্গ শরিয়ার ছায়াতলে নিয়ে আসেন। আমীন।

তবে ইসলামি বিশ্বের বড় অংশের পরিস্থিতি এখনো ভিন্ন। কিছু দেশ যুদ্ধবিহীন থাকলেও, সেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের অধিকার বলতেই নেই। আবার কিছু দেশে রয়েছে মুসলিমদের নামে মাত্র অধিকার, আসলে পর্দার আড়ালে ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বিধর্মীদের হাতেই; যেমন নাইজেরিয়া ও বসনিয়া।

আর বাকি দেশগুলোতে চলছে কুফ্ফারদের আগ্রাসন, কিছু অঞ্চলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও চলছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই রমাদাঙ্কে স্বাগত জানিয়েছেন দেশগুলোতে বসবাসরত মুসলিমরা।

দখলদারিত্ব কায়েম থাকা দেশের তালিকায় অন্যতম হচ্ছে ফিলিস্তিন। বর্বর ইহুদিদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের দখলে থাকা এই দেশটি প্রতিবারের মতো এবারো উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা নিয়েই রমাদানে প্রবেশ করেছে। অনেক ফিলিস্তিনি সংঘর্ষ এবং হামলায় প্রাণ হারাচ্ছেন, উদ্বেগ রয়েছে যে, গত বছরের মতো এই রমাদানেও এই অঞ্চলের মুসলিমদের উপর নতুন করে হামলা ও আগ্রাসন চালাতে পারে বর্বর ইহুদিরা।

উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদী ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরও সেই অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে, যেসব মুসলিম অঞ্চলগুলো বহু বছর ধরে শান্তিপূর্ণ রমজান থেকে দূরে রয়েছে।

মুসলিমদের স্মৃতি থেকে সুকৌশলে ভুলিয়ে দেওয়া এমন আরেকটি দেশ হচ্ছে পূর্ব তুর্কিস্তান। সেখানে মুসলিমদের স্বাধীন সত্ত্বা এমনকি ব্যক্তিসত্ত্বা পর্যন্ত বর্বর চীনা হানদের ইছার কাছে জিম্মি হয়ে আছে। যেখানে মুসলিম অধিবাসীদের একটা বড় অংশ বন্দী হয়ে আছে অত্যাচার আর জুলুমের নরক 'কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে'।

সেখানে মা জানে না তাঁর সন্তান কোথায়, স্বামী জানে না তাঁর স্ত্রী-সন্তান কি হালতে, ভাই জানেনা তাঁর বোন কোথায়, বোন জানেনা তাঁর ভাই বেঁচে আছে কি না। সেখানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে জোড় করে নাস্তিকতার পাঠ দেওয়া হচ্ছে। যখন প্রয়োজন যার ইচ্ছা জীবন কেরে নিয়ে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে।

পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমরা যেন আত্মাহীন এক একটি চলমান মৃতদেহ। মুক্ত রয়েছেন যারা, তারাও টয়লেটে লুকিয়ে সাহরি খাচ্ছেন, আর কুরআনের সম্মান বাঁচাতে পলিথিনে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর উপরে তারা রয়েছে ২৪ ঘণ্টা স্মার্ট সিসি ক্যামেরার নজরদারিতে; কারো হাতা-চলায় এমনকি মুখভঙ্গিতে সামান্যতম অসঙ্গতি দেখা গেলেই তার ঠিকানা হবে সেই মানব-নরক 'কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে'।

এদিকে রাশিয়া এবং ইরান সমর্থিত কুখ্যাত নুসাইরি বাশার আল-আসাদ সরকারের হামলায় সিরিয়ার মুসলিমরা গত ১১ বছর ধরে একই রকম পরিস্থিতিতে পবিত্র রমাদান কাটাচ্ছেন, সাহরি আর ইফতারে ঘাস আর বোমা খেয়ে।

ইরাক, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান-সমর্থিত শিয়া মিলিশিয়ারা 'আইএসআইএস'-এর অজুহাতে অনেক শহর ধ্বংস করেছে এবং সুন্নি নাগরিকদের চাপে ফেলেছে, সেখানের মুসলিমরাও আরেকটি তিক্ত অভিজ্ঞতায় রমাদানে প্রবেশ করেছেন।

অপরদিকে মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ান এবং কমিউনিস্ট চীনা-সমর্থিত সরকার দ্বারা শাসিত তুর্কি-মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতেও মুসলিমরা তাদের ঈমান ও ইসলাম নিয়ে সর্বদাই চাপের মধ্যে থাকেন, যেমন চাপে থাকেন বাংলাদেশের মুসলিমরা। দ্বীনের দাবি জালেম শাসকদের স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হলেই গুম-খুন-হত্যার স্বীকার হন এই দেশগুলোর মুসলিমরা। শাসক শ্রেণীও আবার প্রায়ই তাদের বিদেশী 'প্রভুদের' তুষ্ট করতে নিজ জনগণের উপর হত্যাযজ্ঞ চালায়। এভাবেই চাপ আর অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকেই এই দেশগুলোর মুসলিমরা শুরু করেছেন এবারের রমাদান।

আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারতে মুসলমানরাও কট্টরপন্থী বিজিপি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দলগুলোর চাপ ও আক্রমণের মুখে রমজান মাসে প্রবেশ করেছেন। তাদের উপর হিন্দুত্ববাদী কর্তৃক 'গণহত্যা'র খড়গ ঝুলে আছে, আর সেটা ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হয়েছে এবং যেকোনো মুহূর্তে ব্যাপক আকার ধারন

করতে পারে বলে অধিকাংশ বিশ্লেষক মত প্রকাশ করেছেন। আর ঠিক এমন মুহূর্তে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে কথা বলায় ভারতের গোলাম আওয়ামী প্রশাসনের দ্বারা বন্দী হাজার হাজার আলেম ও আওয়াম কারাগারের প্রকোষ্ঠ থেকে স্বাগত জানাচ্ছেন রমাদানকে।

রমাদান মাসে যারা যুদ্ধের ছায়ায় কাটাচ্ছেন, তাদের মধ্যে আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিমরাও রয়েছেন। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা মুসলিমরাও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতছানি মাথায় নিয়েই রামাদানকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা কি কখনো তাদের বাপ-দাদার ভিটায় ফিরতে পারবেন, তাদের সন্তানরাও কি তাদের মতো আশ্রয় শিবিরেই জীবন কাটাবে - এমন দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়েই তাদের রমাদান শুরু ও শেষ হয়।

মধ্য প্রাচ্যের দেশ ইয়েমেনে সৌদি জোট ও শিয়াপন্থি ইরান সমর্থিত সন্ত্রাসী হুথিদের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের কারণে, লক্ষ লক্ষ বেসামরিক নাগরিক অনিশ্চিত এক সময় নিয়েই এই রমাদানে প্রবেশ করেছেন। দেশটিতে যুদ্ধ ছাড়াও, ক্ষুধা এবং মহামারী রোগের কারণে মৃত্যুর মুখোমুখি কয়েক মিলিয়ন মানুষ। সেখানে মায়ের কোলে ধুঁকে মরছে শিশু, আর পিতার লাশ বহন করে কবরে নিয়ে যাচ্ছে বালেগ সন্তান। এভাবেই তারা স্বাগত জানাচ্ছেন রমাদানকে।

অপরদিকে রুশ-অধিকৃত ককেশাস অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানরাও ভয় আর আতংকের পরিবেশে রমজান মাস কাটাচ্ছেন।

তবে উমাহর বুকে সামান্য হলেও আশার সঞ্চার করেছে এই রমাদান। কিছু অঞ্চলে হলেও তো মুসলিমদের সুদিন ফিরে আসছে, কিছু অঞ্চলের মুসলিমরা তো অন্তত বিধর্মীদের আগ্রাসনমুক্ত হয়ে রমাদান কাটাতে পাড়ছে। আলহামদুলিল্লাহ্। এই আশাতেই গোটা উম্মাহ হয়তো অপেক্ষা করছে নিজ এলাকায় কোন তলিবানের আগমনের, কিংবা কোন জেএনাইএম' অথবা কোন আশ-শাবাবের উত্থানের।

আশা-নিরাশার দোলাচলে থাকা এই উম্মাহর ভাগ্যাকাশে এই রমাদানে মহান রবের পক্ষ থেকে উদিত হোক মুক্তি-স্বাধীনতার আকাঙ্খায় রাঙানো রক্তিম সূর্য, এই আহ্বানই যেন বেজে চলেছে ঘুমন্ত উম্মাহর অন্তরে।

লেখক : ত্বহা আলী আদনান

কাশ্মীর | স্বাধীনতাকামী মুসলিমদের হামলায় ১ হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সেনা নিহত, আহত অপর ১ দখলদার

হিন্দুত্ববাদী ভারত-অধিকৃত কাশ্মিরের প্রধান শহরে স্বাধীনতাকামী মুসলিমদের হামলায় এক ভারতীয় আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য নিহত এবং অপর এক দখলদার আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দখলদার পুলিশ আরও জানায়, সোমবার শ্রীনগরের প্রধান ব্যবসায়িক কেন্দ্রে টহলরত হিন্দুত্ববাদীদের আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে মোটরসাইকেলে করে আসা দুইজন স্বাধীনতাকামী। পরে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

ঘটনার পর পুলিশ এবং সন্ত্রাসী জওয়ানরা সেই এলাকা ঘিরে ফেলে এবং স্বাধীনতাকামীদের খোঁজে তল্লাশি চালায় বলে দাবি করে তারা। তবে তাদের দাবীকৃত নহতের সংখ্যার চেয়ে নিহত সিক্রুর প্রকৃত সংখ্যা যে বেশি, সে ব্যপারে বিশ্লেষকমহল একমত। কারণ নিজেদেরকে জাহির করতে গিয়ে তারা সবসময়ই নিজেদের নিহতের সংখ্যা কম করে দেখায়।

উল্লেখ্য, হিন্দুত্ববাদী ভারত শাসিত কাশ্মীর উপমহাদেশের স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকেই বিরোধপূর্ণ একটি এলাকা। ১৯৮৯ সালে কাশ্মীরি মুসলিমরা উগ্র ভারতীয়দের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করার জন্য লড়াই করে আসছে। আর এই লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ৯৬,০০০ হাজার কাশ্মীরি মুসলিম। এছাড়াও ধর্ষণের শিকার হয়েছে প্রায় ১১ হাজার মুসলিম নারী।

তথ্যসূত্রঃ

----

1. India soldier killed, labourers wounded in Kashmir attacks - https://tinyurl.com/yz9n3ppc

০৫ই এপ্রিল, ২০২২

পাকিস্তান জুড়ে টিটিপির বসন্তকালীন অপারেশন শুরু: নিহত ১৭ গাদ্দার, আহত আরও ২

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি), সম্প্রতি দেশটিতে শরিয়তের দুশমন গাদ্দার সেনাদের বিরুদ্ধে 'আল-বদর' নামে বসন্তকালীন অপারেশনের সূচনা করেছেন। যাতে অসংখ্য শত্রুসেনা নিহত এবং আহত হচ্ছে।

আঞ্চলিক সূত্র মতে, টিটিপি বীর যোদ্ধারা গত ২ এপ্রিল এবছরের প্রথম বসন্তকালীন অপারেশন পরিচালনা করছেন। যা ওয়াজিরিস্তানের মির-আলি জেলায় সেনাবাহিনীর একটি কাফেলাকে লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। অপেরাশনটি কয়েক ঘন্টা ধরে চলতে থাকে।

টিটিপি'র জানবায মুজাহিদদের অতর্কিত উক্ত হামলায় গাদ্দার সামরিক বাহিনীর অনন্ত ১৪ সেনাসদস্য নিহত হয়েছে। একই সাথে আরও অসংখ্য সৈন্য আহত হয়েছে।

টিটিপি'র মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ হামলার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান যে, **দীর্ঘ এই যুদ্ধে আমাদের অন্যতম একজন কমান্ডো 'শরীয়ত খান' তাকবালুল্লাহ শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন।**

একই দিন দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাধা জেলায় একটি লেজার অপারেশন পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। যা জেলাটির মেশতা এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি টহল দলকে টার্গেট করে চালানো হয়েছে। যাতে ২ সেনা নিহত এবং অন্য ২ সেনা সদস্য আহত হয়।

অপরদিকে ঐদিন রাত ১১টার দিকে পেশোয়ারে আরও একটি টার্গেট কিলিং অপারেশন চালান মুজাহিদগণ। যা রাজ্যটির চরসাদ্দা জেলার রেলস্টেশনের কাছে একটি পুলিশ চেকপোস্টে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদের টার্গেট করে চালানো হয়। এতে সেখানে অবস্থানরত ১ পুলিশ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করতে সক্ষম হন মুজাহিদগণ।

তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, টিটিপি-কে এখন এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, তাদের হামলায় দিশেহারা গাদ্দার পাকি আর্মি ও প্রশাসন এখন টিটিপি'কে রুখতে নতুন কোন প্রতারণার চাল চালে কিনা। এই গাদ্দারকের কোন রকম ধোঁকায় আর না পড়ার পরামর্শ সিয়েছেন তাঁরা। কারণ ইতিপূর্বে বহুবার পাকি গাদ্দার সেনা ও প্রসাশন ওয়াদা ভঙ্গ করেছে ও ধোঁকা দিয়েছে। তাই তাদেরকে এখন শুধুই অস্ত্রের ভাষায় জবাব দিতে হবে বলে মনে করেন তাঁরা।

সিরিয়া | স্কুলগামী শিশুদের উপর রুশ-সমর্থিত সরকারি বাহিনীর হামলা: নিহত ৪ শিশু

পবিত্র এই রমজান মাসেও উত্তর সিরিয়ার ইদলিব সিটিতে হামলা চালাচ্ছে রুশ-সমর্থিত আসাদ সরকারের কুখ্যাত নুসাইরি বাহিনী। এতে প্রতিদনই প্রাণ হারাচ্ছেন অনেক নিরপরাধ নাগরিক। এরসব হামলার মাধ্যমে সিরিয়ায় এখনো বেসামরিক গণহত্যা অব্যাহত রেখেছে আসাদ সরকার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ ৪ এপ্রিল সকালে ইদলিবের একটি গ্রামাঞ্চলে হামলা চালিয়েছে আসাদ সরকারের কুখ্যাত নুসাইরি আর্টিলারি বাহিনী। স্কুলে যাওয়া পথে শিশুদের লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা হামলা চালায় নুসাইরি শিয়ারা। ফলে বর্বরোচিত এই হামলায় স্কুলগামী ৪ শিশু প্রাণ হারায়। হামলটি ইদলিবের মারাত নাসান বসতির কাছে চালানো হয়েছিল বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি, রাশিয়ান এবং ইরান-সমর্থিত নুসাইরি শিয়া শাসকের বাহিনী ইদলিবে বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে তাদের বোমাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে। শিয়াদের এসব হামলায় অনেক বেসামরিক নাগরিক, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু, প্রাণ হারাচ্ছেন।

উপসাগরীয় অঞ্চলে আল-কায়েদার হামলা: ৫ ইথিওপিয়ান সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদার ইথিওপিয়ান সেনা ঘাঁটিতে মর্টার হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে সামরিক বাহিনীর ৩টি তাঁবু পুড়ে যায় এবং ৩ সেনা নিহত হয়।

আঞ্চলিক সূত্রে জানা যায়, গত ৩ এপ্রিল দুপুরের কিছুক্ষণ পর সোমালিয়ার উপসাগরীয় অঞ্চলে একযোগে ১০টি মর্টার হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। হামলাগুলো অঞ্চলটির বারদালী জেলায় ক্রুসেডার ইথিওপিয়ার একটি সামরিক ঘাঁটিতে চালানো হয়েছে। যেগুলো সরাসরি সামরিক ঘাঁটির ভিতরে পড়েছিল। মুজাহিদদের এসব মর্টার হামলার ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর মাঝে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যম শাহাদাহ এজেন্সির তথ্য মতে, মুজাহিদদের উক্ত মর্টার হামলার ফলে দখলদার ইথিওপিয়ান বাহিনীর ৩ সেনা নিহত এবং আরও ২ সেনা আহত হয়েছে। একই সাথে মুজাহিদগণ ইথিওপিয়ান সামরিক বাহিনীর ৩টি তাঁবু পুড়িয়ে দিয়েছেন।

খবরে বলা হয়েছে, এই হামলার পরে ইথিওপিয়ান এয়ার ফোর্সের একটি বিমান আহত ও মৃতদের উদ্ধার করতে ঘাঁটিতে অবতরণ করেছে।

উল্লেখ্য যে, ঐদিন সোমালিয়ার যুবা রাজ্যে অবস্থিত ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর ৩টি ঘাঁটিতেও সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। ফলশ্রুতিতে এক ডজনেরও বেশি দখলদার কেনিয়ান সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

বিশ্লেষকরা তাই বলছেন, আফগানিস্তানের পরে সোমালিয়া ও পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চল হচ্ছে দ্বিতীয় স্থান, যেখানে স্থানীয় গাদ্দার ও সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনীকে পরাজিত করতে চলেছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

কট্টরপন্থী হিন্দু মিলিশিয়াদের লাগানো আগুনে ভস্মীভূত অন্তত ৪০টি মুসলিম বাড়ি

ভারতের রাজস্থানের কারাউলি জেলায় উগ্র হিন্দুত্ববাদী যুবকদের দেয়া আগুনে পুড়ে গেছে ৪০ এর অধিক মুসলিম পরিবারের ঘর।

আঞ্চলিক সূত্র হতে জানা যায়, গত ০২ এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যা থেকে 'হিন্দু নববর্ষ' উদযাপন করার নাম করে ইসলাম বিদ্বেষী স্লোগান দিয়ে র‍্যালি শুরু করে উগ্র হিন্দুত্ববাদী গ্রুপ 'হিন্দু সেনা'।

মোটরবাইকে করে এই র‍্যালি করার সময় তারা লাউডস্পিকারে **"টোপি ওয়ালা সার ঝুকাকে জায় শ্রীরাম বোলেগা" (অর্থাৎ টুপিওয়ালা মুসলিম মাথা নুইয়ে জয় শ্রীরাম বলবে)** - এরূপ অবমাননাকর স্লোগান দেয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিমদের উত্তেজিত করে সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে।

উক্ত সংঘাতে অন্তত ৩৫ জন আহত হয়। মালাউন পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে কারফিউ জারি করে, তবে তা নামসর্বস্ব। কারফিউটি ছিল মূলত মুসলিমদের জন্য, কারফিউ চলাকালীন মুসলিমরা লাঠিসোটা নিয়ে বাইরে

বেরোতে না পেরে ঘরে অবস্থান করে। আর এই সুযোগে উগ্র হিন্দুত্ববাদী যুবকেরা মুসলিমদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এদিকে সোশাল মিডিয়ায় উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের প্রোপাগান্ডাও থেমে নেই। মুসলিমদের বাড়ি পুড়িয়ে তারা সোশাল মিডিয়ায় ভিডিওর খন্ড অংশ প্রচার করে দাবি করছে, মুসলিমরা ছাদ থেকে হিন্দুদের উপর পাথর নিক্ষেপ করেছে। উগ্রবাদী স্লোগান দেবার অংশটি সুকৌশলে বাদ দিয়ে দিয়েছে তারা।

আর এক হিন্দু পুলিশ এক মুসলিম শিশুকে জ্বলন্ত বাসা থেকে দৌড়িয়ে উদ্ধার করছে - এই ছবিও প্রচার করা হচ্ছে ব্যাপকভাবে।
প্রশ্ন হলো, মুসলিম শিশুর প্রিত এত দয়াবান পুলিশ আগুন দেবার আগে কোথায় ছিল?

হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের স্থানীয় SHO থেকে এই উগ্রবাদী র‍্যালি ও সহিংসতায় ব্যাপারে সন্তোষজনক কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

সিয়াম-সাধনা ও পবিত্রতার মাস রামাদানেও জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্নতার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন ভারতের মাজলুম মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুরা। উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের নোংরা থাবা তাদের সব স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে।

মুসলিমদের তাই নিজেদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতে হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নববী মানহাজ অনুসারে রুখে দাঁড়ানোর কোন বিকল্প নেই বলে মনে করছেন বিজ্ঞ হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র :

১। Karauli, Rajasthan: During Shobha Yatra on hindu new year, heavy stone pelting lead injuries to many. Houses and Shops were burnt. -https://tinyurl.com/yckknp2k

২। **হামলার ভিডিও** - https://tinyurl.com/4kk75ayw

ক্রুসেডারদের হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের পাশে দাঁড়িয়েছে আশ-শাবাব

সোমালিয়ার আশ-শাবাবের দুর্দান্ত বিজয় অভিযান রুখতে ব্যর্থ হওয়ার জেরে জনসাধারণের বাড়িঘরে হামলা চালাচ্ছে ক্রুসেডার বাহিনীগুলো। এতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে অনেক পরিবার। আর এসব ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের পাশে দাড়িয়ে তাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মুজাহিদগণ।

সম্প্রতি এমনই একটি হামলার শিকার হন শাবেলি রাজ্যের জানালি জেলার কয়েকটি পরিবার। যারা দখলদার উগান্ডান বাহিনীর ভারী গোলাবর্ষণের শিকার হয়েছেন।

সূত্র মতে, ক্রুসেডার উগান্ডার সেনারা তাদের জানালি ঘাঁটি থেকে গ্রামটিতে মর্টার নিক্ষেপ করে। যা সাধারণ মানুষ, গবাদি পশু এবং বাড়িঘরে আঘাত করে। এতে পাঁচ নারী ও তিন শিশু নিহত হন। ক্রুসেডারদের বর্বরোচিত এই হামলার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে উক্ত ঘাঁটিতে আশ-শাবাব মুজাহিদিনরাও গোলাবর্ষণ করেন। যার ফলশ্রুতিতে দখলদার বাহিনী ব্যপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

এদিকে শাবেলি রাজ্যে হারাকাতুশ শাবাবের নিয়োজিত গভর্নর আবু আবদুর রহমান এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের প্রতি সমবেদনা জানাতে গ্রামে পৌঁছেন। এসময় তারা দখলদারদের বোমা হামলার শিকার পরিবারগুলোর একটি আদমশুমারি তৈরি করেন। এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য ইমারার খরচে হাসপাতালে ভর্তি করেন। বাকিদেরকে তাদের ক্ষয়ক্ষতি অনুপাতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। যাতে করে তাঁরা নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এবং বাড়িঘর মেরামত করতে পারেন।

এভাবেই ধাপে ধাপে সোমালিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায় একটি পুরনাঙ্গ ইসলামি ইমারত কায়েমের পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন হারাকাতুশ-শাবাব মুজাহিদিন। যা পৃথিবীর বুকে দ্বীন কায়েমের একটি অনন্য নজির হয়ে থাকবে বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

মাইক না সরালে মসজিদের সামনে হনুমান চাল্লিশা বাজানোর হুমকি হিন্দু সন্ত্রাসী রাজ ঠাকরের

ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা এখন মসজিদ নিয়ে জঘন্য খেলায় মেতে উঠেছে। বিভিন্ন অযুহাত দাঁড় করিয়ে হিন্দুত্ববাদীরা মসজিদে হামলা চালাচ্ছে। মসজিদ ভেঙ্গে দিচ্ছে।

অথচ মসজিদ দুনিয়ার মাঝে পবিত্ রস্থান। মুসলিমদের বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যাবলীর প্রাণকেন্দ্র। এখানে নামায আদায় করা ছাড়াও শিক্ষা প্রদান, তথ্য বিতরণ এবং বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। মসজিদে দৈনিক পাঁচবার আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা দিয়ে আযান দেওয়া হয়।

কিন্তু ভারতের মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার প্রধান রাজ ঠাকরে মসজিদ থেকে লাউডস্পিকার সরিয়ে ফেলতে বলেছে। না সরালে মুসলিমদের পবিত্র স্থানের সামনে হনুমান চালিশা পড়ার হুমকি দিয়েছে সে।

মুম্বইয়ের শিবাজী পার্কের একটা সভায় রাজ ঠাকরে বলেছে, "কেন মসজিদে জোরে লাউডস্পিকার বাজবে? যদি এটা বন্ধ না হয়, তবে এবার মসজিদের বাইরেও একটা লাউডস্পিকার বসবে এবং সেখানে জোরে জোরে হনুমান চলিশা বাজবে।"

উগ্র এই হিন্দু সন্ত্রাসী রাজ ঠাকরে হুঁশিয়ারি দিয়েছে, অবিলম্বে মহারাষ্ট্রের সমস্ত মসজিদ থেকে লাউডস্পিকার খুলে ফেলতে হবে। না হলে তাঁর দলের কর্মীরা মসজিদের সামনে গিয়ে হনুমান চলিশা পড়বে।

এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে বিভিন্ন স্থানে লাউডস্পিকারে হনুমান চলিশা বাজানো হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পরা একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা মসজিদে ঢুকে হিন্দুত্ববাদী স্লোগান দিয়ে নাচানাচি করছে। মসজিদের মাইক খোলে হিন্দুত্ববাদীদের হলুদ গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে দিচ্ছে।

হিন্দুত্ববাদী রাজ অহেতুক যুক্তি দেয়, "মসজিদের বাইরে শোনানোর জন্য লাউড স্পিকারের কী প্রয়োজন ! ধর্মের যখন সূচনা হয়েছিল, তখন কি লাউডস্পিকার ছিল? সরকার যদি অবিলম্বে এই লাউড স্পিকার গুলি না খোলে, তাহলে হিন্দুত্ববাদী কর্মীরা সেখানে গিয়ে হনুমান চলিশা পড়বে।"

মুম্বইয়ের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত মাদ্রাসা গুলিতে তল্লাশি অভিযান চালানোর পক্ষেও কর্মীদের উসকে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, মসজিদ মুসলিম সমাজের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই হিন্দুত্ববাদীরা বহুকাল থেকেই মসজিদ নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। মুসলিমদের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদকে তারা ষড়যন্ত্র করে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর, প্রায় ২,০০,০০০ উগ্র হিন্দু, মসজিদটি আক্রমণ করে ভেঙ্গে ফেলে।

একইভাবে ভারতের বহু মসজিদকে ভেঙ্গে দেওয়ার চক্রান্ত করে যাচ্ছে সন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদীরা। এটাকে এমনকি মুসলিম গণহত্যা শুরুর একটা অজুহাত হিসবে দার করানোরও চেষ্টা করছে তারা।

এমন পরিস্থিতে নিজেদের জান মাল ও মসজিদ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্ববান জানিয়েছেন চিন্তাবিদ উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

১. 'লাউডস্পিকার খুলুন, না হলে মসজিদের সামনেই হনুমান চালিশা পড়ব', হুঁশিয়ারি রাজ ঠাকরের -https://tinyurl.com/2p96hk83
২. মসজিদে নাচানাচি ও পতাকা লাগানোর ভিডিও- https://tinyurl.com/r49679tn
৩. মসজিদে মাইক বাজলে , পাল্টা হনুমান চল্লিশা বাজবে ! হুঁশিয়ারি MNS প্রধান রাজ ঠাকরের - https://tinyurl.com/2p83nmku

---

০৪ঠা এপ্রিল, ২০২২

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || মার্চ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/04/04/56466/

পাকি-বাহিনীর উপর টিটিপির সফল হামলা: ২টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস, নিহত ৯ গাদ্দার

পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান, মাহমান্দ ও কোয়েটায় ৩টি সফল অভিযান চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি। যার ২ টিতেই ৯ এর অধিক গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও অসংখ্য।

আমাদের সূত্রের বিবরণ অনুযায়ী, গত ২ এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যায় উত্তর ওয়াজিরিস্তানের শাওয়াল সীমান্তে দেশটির গাদ্দার সেনাদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন টিটিপি'র প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ। সীমান্ত অঞ্চলটির 'সারী' এলাকায় টহলরত পাকিস্তানি গাদ্দার সেনাবাহিনীর দু'টি ট্রাক লক্ষ্য করে হামলাটি চালানো হয়েছিল। মুজাহিদদের অতর্কিত ঐ হামলায় ১টি সামরিক ট্রাক ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় ট্রাকে থাকা ৫ সেনা নিহত এবং অন্যরা গুরুতর আহত হয়। হামলায় আহত বেশ কিছু কাপুরুষ সেনা ক্ষতিগ্রস্ত অপর ট্রাকটিতে চড়ে পালিয়ে যায়।

বরকতময় এই হামলার একদিন আগে, অর্থাৎ ১ মার্চ শুক্রবার, তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদগণ কোয়েটায় আরও একটি সফল হামলা চালিয়েছেন। হামলাটি জেলার 'জঙ্গলখাইল' এলাকায় পুলিশ সদস্যদের একটি দলকে টার্গেট করে হাতবোমা দিয়ে চালানো হয়। এতে ৪ পুলিশ সদস্য আহত হয়।

এদিন বিকালে মাহমান্দ এজেন্সিতেও অন্য একটি সফল হামলা চালান টিটিপির মুজাহিদগণ। যেখানে সেনাবাহিনীর একটি গাড়িতে মুজাহিদগণ বোমা বিস্ফোরণ ঘটালে সামরিক গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়। এবং এতে থাকা সকল সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়।

টিটিপি মুজাহিদিন বসন্তকালীন অপারেশন ঘোষণা করার পরে মুজাহিদদের হামলা এতো ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, গাদ্দার পাকি আর্মি এখন দেশের নানান প্রান্তে অপ্রত্যাশিতভাবে হামলার স্বীকার হচ্ছে। এমন পরিস্থিতি গাদ্দার সেনাদের ধারণারও বাইরে ছিল বলে মত বিশ্লেষকদের।

০৩রা এপ্রিল, ২০২২

ভারতে মুসলিম ব্যবসায়ীদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের নিষেধাজ্ঞা

গোটা ভারতেই মুসলিম ব্যবসায়ীরা কঠিন সময় পাড় করছে। হিন্দুত্ববাদীদের নিষেধাজ্ঞার কবলে আর্থিকভাবে ক্ষয় ক্ষতির শিকার হচ্ছেন।

এবার গাজিয়াবাদ নগরে(০২/০৪/২২) শনিবার মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাঁচা মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ করার নির্দেশ জারি করেছে হিন্দুত্ববাদী মেয়র।

সে স্থানীয় হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তুলতে বলেছে, যে নিজ নিজ অঞ্চলে, মন্দিরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে এবং যেকোনো মূল্যে মাংসের দোকান বন্ধ রাখা নিশ্চিত করতে হবে,”।

হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি উৎসবের সময় মাংসের দোকান বন্ধ করার জন্য উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিম বিদ্বেষী ও আক্রমণাত্মক প্রচারণা চালাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং মধ্যপ্রদেশেও হিন্দু উগ্র দলগুলো মাংসের দোকান বন্ধ করার দাবিতে বিক্ষোভ করছে।

এদিকে,কর্ণাটকের হাসান জেলার বেলুরে চেন্নাকেশব মন্দির এলাকার দোহাই দিয়ে ১২শতকের উপর নির্মিত মুসলিম ব্যবসায়ীদের দোকানপাট উচ্ছেদের নোটিশ জারি করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। যারা কয়েক দশক ধরে ঐ স্থানে দোকান চালাচ্ছেন।

এছাড়া ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে শিশুদের খেলনা বিক্রি করা একজন মুসলিম বিক্রেতাকেও এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

এভাবেই হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করে দুর্বল বানিয়ে দিচ্ছে। তাই ইসলামি বিশ্লেষকগণ মত দিয়েছেন, মুসলিমদের উচিৎ নিজেদের মাঝে ভেদাভেদ ভুলে ঐক্য গড়ে তোলা। যেন হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যায়।

তথ্যসূত্র:

1|Ghaziabad meat shops ordered to remain closed during Navratri -https://tinyurl.com/bdhxuc8n

2| "Immediately stop": Karnataka 12th-century temple to Muslim vendor running shop for 50 years -https://tinyurl.com/y4jcac9m

---

মালি | সেনাবহরে আল-কায়েদার হামলায় ৭ সাঁজোয়া যান ধ্বংস, ১১ শত্রু নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির কেন্দ্রীয় একটি অঞ্চলে সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ১১ সেনা নিহত এবং বহু সংখ্যক সেনা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ০৩/২৮/২০২২ তারিখ সন্ধ্যায় মালির কেন্দ্রীয় মোপ্তি রাজ্যে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী ও গাদ্দার সেনাদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। রাজ্যটির কেন্দ্রস্থলে মালিয়ান সেনাদের একটি কনভয় লক্ষ্য করে হামলাটি চালানো হয়েছিল। এতে মালিয়ান সামরিক বাহিনীর কমপক্ষে ১১ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, একেই সাথে আহত হয়েছে আরও অসংখ্য সৈন্য।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' সূত্রগুলো বরকতময় এই হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। জেএনআইএম সূত্র মতে, মোপ্তি রাজ্যে মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত বীরত্বপূর্ণ অপারেশনে গাদ্দার সেনাবাহিনীর ১১ সেনাকে হত্যা ছাড়াও মুজাহিদগণ সামরিক বাহিনীর ৭টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন। একই সাথে অভিযান শেষে মুজাহিদগণ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র গনিমত পেয়েছেন।

সূত্রটি আরও যুক্ত করেছে যে, বরকতময় এই অভিযানের সময় প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম'এরও একজন মুজাহিদ শহিদ এবং অন্য একজন মুজাহিদ সামান্য আহত হয়েছেন।

০২রা এপ্রিল, ২০২২

পাকিস্তান | সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বসন্তকালিন অপারেশন পরিচালনা করবে পাক-তালিবান

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) ঘোষণা করেছে যে, তাদের প্রতিরোধ যোদ্ধারা দেশের ইসলাম বিরোধী গাদ্দার সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে "আল বদর" নামে একটি বসন্ত আক্রমণ শুরু করতে যাচ্ছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় 'টিটিপি গাইডেন্স কাউন্সিল'-এর দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আল বদর' নামক বসন্তের আক্রমণটি রমজান মাসের প্রথম দিন থেকেই শুরু হবে ইনশাআল্লাহ্।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, বসন্তকালীন এই অপারেশনে গাড়ি বোমা হামলা, অ্যামবুস, হাতে তৈরি বিস্ফোরক, সম্মুখ অভিযান, স্নাইপার এবং নাইট ভিশন অস্ত্র দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীগুলোর উপর হামলা চালানো হবে।

বিবৃতিতে আরও যোগ করা হয়েছে যে, বসন্তকালীন এই অপারেশনে শুধুমাত্র পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এবং এই বাহিনীকে সহায়তাকারী সংস্থাগুলোকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হবে। কিন্তু সাধারণ নিরপরাধ মানুষ তাদের এসব হামলার লক্ষ্যবস্তু নয়।

উল্লেখ্য যে এর আগে, ইমারাতে ইসলামিয়ার আফগানিস্তানের তালিবান মুজাহিদিনও একই নামে বসন্তকালীন আক্রমণ ঘোষণা করেছিল। এবার সেই নামেই বসন্তকালীন অপারেশনের ঘোষণা করেছে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান। আর অভিযানের ফলাফলও একই রকম হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষকগণ।

এটা লক্ষণীয় যে, টিটিপি গত মাসে তাদের আক্রমণ বৃদ্ধি করেছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, এই অঞ্চলে শীতকালের শেষের দিকে এবং বসন্তের আগমনের সাথে সাথে পাক-তালিবানের আক্রমণ আরও বহু বৃদ্ধি পাবে। প্রতিরোধ বাহিনীটি নতুন অপারেশন ঘোষণার আগের মাসে পাকিস্তান জুড়ে ৩৯ হামলা চালিয়েছেন। যাতে ১৫৫ এর বেশি গাদ্দার সেনা হতাহত হয়েছে।

মুখোশ উন্মোচন : 'বন্ধু' রাষ্ট্রের ইহুদিদের উপর ফিলিস্তিনিদের হামলায় চটেছে এরদোয়ান

অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলে দখলদার ইহুদিদের উপর গত সপ্তাহে কয়েকটি সফল হামলা চালিয়েছেন ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। আর এই বরকতময় হামলাগুলোর প্রতিক্রিয়ায় ফিলিস্তিনিদের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সেক্যুলার তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। সেক্যুলার এই প্রেসিডেন্ট ইহুদিদের পক্ষ নিয়ে ফিলিস্তিনিদের এসব হামলার তীব্র নিন্দাও করেছে।

সম্প্রতি সেক্যুলার রাষ্ট্রটির প্রেসিডেন্টের দেওয়া এক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় যে, ইহুদিদের উপর ফিলিস্তিনিদের হামলার পর এরদোয়ান তার ইসরায়েলি (রাষ্ট্রপতি) বন্ধু 'আইজ্যাক হারজোগের' সাথে টেলিফোনে কথোপকথন করেছে। এসময় এরদোয়ান সাম্প্রতিক দিনগুলোতে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরে ইহুদিদের উপর ফিলিস্তিনিদের বরকতময় হামলাগুলোকে "জঘন্য সন্ত্রাস হামলা" আখ্যা দিয়ে এর তীব্র নিন্দা করে। সেই সাথে হামলায় নিহত দখলদার ইহুদিদের প্রতি সমবেদনা জানায় এবং আহতদের আরোগ্য কামনা করে এরদোয়ান।

বিবৃতি আরও যুক্ত করা হয় যে, টেলিফোনে কথোপকথনের সময় তুরস্ক-ইসরায়েলের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক ইস্যু নিয়েও ইসলাম ও মুসলিমের শত্রু এই দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ইসরায়েলি রাষ্ট্রপতি হারজোগের তুরস্ক সফরের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গতি বজায় রাখতে চান বলেও জানানো হয়।

এসময় অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট হারজোগ রমজান উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে অভিনন্দন জানায়!

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল করে ইহুদি বসতি স্থাপনকারী ইসরায়েলের সন্ত্রাসী পুলিশদের টার্গেট করে কয়েকটি বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যার ফলশ্রুতিতে গত এক সপ্তাহে মোট ১১ দখলদার ইসরায়েলিকে হত্যা এবং আরও অনেক ইহুদিদের আহত করতে সক্ষম হন প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

হামলার বিষয়ে প্রতিরোধ বাহিনীগুলো তাদের বিবৃতিতে জানান যে, বরকতময় এই আক্রমণগুলি "ফিলিস্তিনে দখলদার ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি বৈধ প্রতিক্রিয়া।"

উল্লেখ্য ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধারা বারবারই নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে ইহুদি দখলদারদেরকে পাল্টা হামলার মাধ্যমে দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে বরাবরই তারা স্থানীয় ও বিদেশি স্যেকুলার শাসকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাঁধার মুখে পরেছেন।

মাসজিদ আল-আকসা ও ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি মুক্ত করতে বরাবরই তাই এই মুখোশধারী শাসকদের মুখোশ উন্মোচন এবং নববি মানহাজ অনুসারে এদের দুঃশাসনের অবসানকল্পে অন্দলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানিয়ে আসছেন উম্মাহদরদি উলামাগণ।

তথ্যসূত্র :

----

1. erdogan condemns 'heinous terrorist attacks' in israel - https://tinyurl.com/yntwjbjj

গণহত্যার প্রস্তুতি : এবার হিন্দুত্ববাদীদের নতুন টার্গেট 'হালাল খাদ্য'

ভারতে গণহত্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হিন্দুরা আদা-জল খেয়ে লেগেছে। যদিও বিশেষজ্ঞদের মত- ইতিমধ্যে ভারতে মুসলিম গণহত্যা শুরু হয়ে গেছে, তবে ব্যাপক পরিসরে মুসলিম গণহত্যায় সকল শ্রেণীর হিন্দুদেরকে শামিল করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি এখন তারা সম্পন্ন করছে দ্রুততার সাথে।

এই লক্ষ্যে হিন্দুত্ববাদীরা একের পর এক ইস্যু তৈরি করছে, মুসলিমদের বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে, যাতে করে মুসলিমদের ক্ষেপীয়ে তুলে তাদের উপর গণহত্যা চালানোর অজুহাত তৈরি করা যায়; এবং সেই অজুহাতকে সর্বমহলে ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়।

একে একে কথিত গো-রক্ষা, এন.আর.সি, সি.এ.এ, ধারা ৩৭০ বাতিল, অযোধ্যায় রাম মন্দির, জুমার নামাজে বাধা, অর্থনৈতিক বয়কট, বাংলাদেশে কল্পিত হিন্দু নির্যাতনের কাহিনী, অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা, ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর শপথ এবং অতি সম্প্রতি হিজাব ইস্যুর পর হিন্দুত্ববাদীরা এবার সামনে এনেছে হালাল খাদ্য নিষিদ্ধ করার ইস্যু।

উল্লেখ্য, মুসলিমরা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে ও মানবিক উপায়ে পশু জবাই ও হালাল খাদ্য ভক্ষন করে থাকেন। আর এখন এই হালাল খাদ্য গ্রহণেও বাধা সৃষ্টি করছে উগ্র হিন্দুরা।

সম্প্রতি সোশ্যাল মেদিয়ায় এমন বেশ কিছু ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের বিভিন্ন এলাকায় বজরং দলের মতো উগ্র হিন্দু সংগঠনের কর্মীরা বিভিন্ন মুসলিম ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরকে শাসাচ্ছে। এবং তাদেরকে হালাল খাদ্য বিক্রি বন্ধের হুমকি দিচ্ছে। তারা এমনকি ভারতজুড়ে হালাল খাদ্য প্রস্তুতকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বয়কট করার আহব্বানও জানিয়েছে।

চিকমাগালুর শহরের এমএলএ রবি হিন্দুদেরকে হালাল খাদ্য বয়কট করার আহ্বান জানিয়ে বলেছে যে, হিন্দুরা যেন 'অর্থনৈতিক জিহাদ'এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

গাদারওয়ারার এমপি উগ্র হিন্দুদের নিয়ে মিছিল করেছে ভারতজুড়ে হালাল খাদ্য ও মাংস বিক্রি বন্ধ করার জন্য। মিছিল থেকে মুসলিমদের হুমকিও দেওয়া হয়।

আর কর্ণাটকএর এক মহিলা মন্ত্রী শশিকলা উগ্রবাদী বজরং দলের এই হালাল খাদ্য ও মাংস বন্ধের কর্মসূচীতে পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছে।

ভারতজুড়ে উগ্রু হিন্দুদের এই ''হালাল খাদ্য বয়কট কর্মসূচী" বাস্তবায়নে তারা স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়িদেরকে মারধরও করছে।

অথচ যদি এই হালাল খাদ্য শিল্পের আর্থিক দিকও যদি বিবেচনা করা হয়, ততেও দেখা যাবে যে, এমন হস্তক্ষেপের ফলে ভারত সহ গোটা অঞ্চলেই অর্থনৈতিক প্রভাব পরতে পারে। কারণ বর্তমান বিশ্বে হালাল পণ্যের

বাজার ৩.৬ ট্রিলিয়ন ডলার, যা কিনা ভারতের জিডিপি'র চেয়ে আকারে বড়; আর এই ব্যবসা প্রতি বছর ৬% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাছাড়া ভারতে যতগুলো হালাল খাদ্য প্রস্তুত ও বিতরনের কোম্পানি আছে, সেগুলর বেশিরভাগের মালিকানায় হিন্দু ধর্মাবলম্বিরা। বিজেপি ও আরএসএস-এর অনেক নেতারও হালাল খাদ্য কোম্পানি এমনকি গরুর মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ কোম্পানির মালিকানাও রয়েছে। এসকল কোম্পানিই বন্ধ করে দিতে হবে ভারতজুড়ে যদি হিন্দুত্ববাদীরা এই 'হালাল খাদ্য' বন্ধ করার মিশন জারি রাখে।

এভাবেই বিনা উস্কানিতে হিন্দু উগ্র নেতা-কর্মীরা একে একে মুসলিমদের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছে, যেন গণহত্যা শুরু করার মতো পরিবেশ তৈরি করে তা অতি দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায়। এমন পরিস্থিতিতে মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে এবং নববী মানহাজ অনুসারে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পরামর্শ দিয়েছেন বিজ্ঞ ইসলামি চিন্তাবীদ ও হক্কানি উলামায়ে কেরাম।

প্রতিবেদক :

তথ্যসূত্র :

1. BJP MLA from Chikmagalur city wants Hindus to boycott Halal products & wants them to 'fight unitedly against Economy Jihad - https://tinyurl.com/5x5r93te

2. Hindu extremists barged into a hotel and threatened hotel staff not to serve Halal good. They also attacked a Muslim customer for eating halal food. - https://tinyurl.com/55jep2uc

3. Hindu extremists demanding a ban on the sale of meat during Navratri (a Hindu festival). Far right Hindutva outfits are targeting Muslim meat sellers and hotel owners across the country. - https://tinyurl.com/mr39v8c3

4. Karnataka Muzrai Minister Shashikala Jolle backs campaign of Bajrangdal against Halal meat - https://tinyurl.com/2p8batzy

5. If they stop producing Halal Products the companies will have to shut down and all those who want to boycott would in the street begging. - https://tinyurl.com/yddwdskt

সামরিক ঘাঁটিতে 'টিটিপির' ইস্তেশহাদী ব্যাটালিয়নের দুর্দান্ত এক অপারেশনে ৩০ গাদ্দার সেনা খতম

পাকিস্তানের ট্যাঙ্ক জেলায় সেনা ঘাঁটিতে দুর্দান্ত একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে কমান্ডার ও একাধিক মেজরসহ ৩০ এর বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ৩০ মার্চ বুধবার রাত একটার দিকে সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা খাইবার পাখতুনখোয়ার ট্যাঙ্ক জেলায় একটি বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করছেন। এটি দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি ক্যাম্প টার্গেট করে চালানো হয়েছিল। আর এই অভিযানটি ঐদিন রাতে কয়েক ঘন্টা যাবৎ অব্যাহত ছিল বলেও জানানো হয়। এতে গাদ্দার এফসি ফোর্সের ১৪ এবং সেনাবাহিনীর ১৬ সদস্য নিহত হয়।

সূত্র মতে, অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) ইস্তেশহাদী ব্যাটালিয়নের কয়েকজন বীর মুজাহিদ এই অভিযানে অংসগ্রহণ করেন। যাঁদের মধ্যে একজন শহিদী হামলা চালান। আর বাকিরা ঘাঁটিতে ঢুকে অন্যান্য নাপাক সেনা সদস্যদের টার্গেট করে করে হত্যা করতে থাকেন। এসময় উভয় বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয়। সেই সাথে সামরিক ঘাঁটির বিভিন্ন স্থান ধ্বংস হয় এবং আগুনে পুড়ে যায়।

স্থানীয়রা জানান, সামরিক ঘাঁটিতে যখন হামলা চলছিল, তখন বাহির থেকেও মিলিটারি ক্যাম্পের বিভিন্ন ভবনে আগুন লেগে যেতে দেখা যায়। ফলে আকাশের দিকে ধোঁয়া উঠতে থাকে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ বরকতময় এই হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। সেই সাথে এও জানিয়েছেন যে, এই অভিযানে অংসগ্রহণকারী ইস্তেশহাদী ব্যাটালিয়নের ৩ জন মুজাহিদও শাহাদাত বরণ করেছেন। ইনশাআল্লাহ্।

এভাবেই যুগে যুগে মুসলিমদের রক্ত আর ঘামেই তৈরি হয় এক একটি সফল ইসলামি ইমারতের ভিত্তি।

সোমালিয়া | বুলু-মারির জেলা বিজয় করে নিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন

সোমালিয়ার শাবেলি রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি জেলায় বীরত্বপূর্ণ বিজয় অভিযান চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব। সেই সাথে তীব্র লড়াইয়ের পর রাজ্যটির গুরুত্বপূর্ণ জেলাটির নিয়ন্ত্রণও নেন আশ-শাবাব যোদ্ধারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৩১ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকালে, দক্ষিণাঞ্চলিয় রাজ্যটির বুলু-মারির শহরের সোমালি গাদ্দার সেনাদের (এফজিএস) দুটি ঘাঁটিতে একযোগে তীব্র হামলার ঝড় তুলেন প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বীর মুজাহিদিন। প্রতিরোধ যোদ্ধারা ঘাঁটি ২টিতে এতটাই দক্ষতার সাথে হামলা চালিয়েছেন যে, এতে

করে মোগাদিশুকেন্দ্রীক মিলিশিয়াদের যুদ্ধের মনোবল একেবারেই ভেঙে পড়ে এবং কাপুরুষ সেনারা পালিয়ে যায়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে মুজাহিদগণ ঘাঁটি ২টির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হন।

প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের কর্মকর্তারা আল-আন্দালুস রেডিওকে বলেছেন যে, তীব্র লড়াইের পর তাদের বাহিনী বুলু-মারির শহরে প্রবেশ করেছেন। এসময় মুজাহিদগণ প্রথমে গাদ্দার সেনাদের ঘাঁটিগুলো বিজয় করেন। এরপর শহরের আশপাশে ব্যাপক লড়াইয়ের পর মুজাহিদগণ শহরের নিয়ন্ত্রণও নেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আশ-শাবাবের কর্মকর্তারা জনসাধারণের সাথে কথা বলেন এবং তাদের সমস্যার কথাগুলোও জেনেছেন। সমাবেশ শেষে আশ-শাবাব মুজাহিদিন পুরো শহরটি টহল দেন। শহরটিতে টহল দেওয়ার সময় রাস্তায় রাস্তায় প্রচুর সংখ্যক মানুষ তাদেরকে স্বাগত জানান।

এদিকে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া গাদ্দার সেনারা পাশের শহরে অবস্থানরত ক্রুসেডার উগান্ডান সৈন্যদের একটি ঘাঁটিতে আশ্রয় নেয়। ফলে মুজাহিদগণ উক্ত ঘাঁটিটি লক্ষ্য করে পর পর ৩০ এর বেশি রেকট হামলা চালান।

সাম্প্রতিক সময়ে আল-কায়েদার চলমান বিজয়াভিযানের মাধ্যমে আরও একটি শহর ইসলামি শরিয়াহর ছায়াতলে যুক্ত হল।

০১লা এপ্রিল, ২০২২

হিজাব পরিহিত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে দেওয়ায় ৭ জন শিক্ষিককে বরখাস্ত করল হিন্দুত্ববাদীরা

ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের ইসলাম বিদ্বেষ ও জিঘাংসা কিছুতেই মুসলিমদের পিছু ছাড়ছে না। কর্ণাটক রাজ্যে আবারও হিজাব কাণ্ডে চাকরি থেকে ৭ জন মুসলিম শিক্ষিকাকে বরখাস্ত করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। ঘটনাটি ঘটেছে, কর্নাটকের গদাক জেলায়।

কর্ণাটকের গদাক জেলায় সিএস পাতিল বয়েজ এবং সিএস পাতিল গার্লস স্কুলে এসএসএলসি (SSLC) পরীক্ষা চলছিল। আর এই পরীক্ষায় বসা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। হিজাব পরিহিত শিক্ষার্থীদের দশম শ্রেণির পরীক্ষা দিতে দেওয়ায় হিন্দুত্ববাদীরা এই বিতর্ক ও বিদ্বেষ উস্কে দিয়েছে।

গত (৩০-০৩-২২) বুধবার সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, গত ১৫ মার্চ তারিখে সিএস পাতিল বয়েজ এবং সিএস পাতিল গার্লস স্কুল এই দুই সেন্টারে এসএসএলসি পরীক্ষা চলছিল। এই পরীক্ষাকেন্দ্রে মেয়ে পরীক্ষার্থীদের হিজাব পরে পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়ায় হিন্দুত্ববাদীদের রোষানলে পড়েছেন ওই দুই স্কুলের সুপারিটেন্ডেন্ট সহ সাত শিক্ষক।

এদিকে, কর্ণাটকের হুব্বাল্লি জেলার একটি স্কুলে দশম শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষা চলছিল। ওই পরীক্ষাকেন্দ্রে এক ছাত্রীর বোরখা পরা নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। তাকে বলা হয়- পরীক্ষায় বসতে গেলে খুলে আসতে হবে বোরখা।

ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা কথিত বৃহত গণতান্ত্রিক দেশ দাবি করে, অথচ তারা মুসলিমদের বেলায় যা ইচ্ছে তাই করছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বললেও ইসলামের উপর ঠিকই আঘাত করছে। তারা যা খুশি তা-ই কোর্টে পারবে, শুধু মুসলিমরা ধর্মীয় বিধান মানতে গেলেই বাধা।

এমন অবস্থায় হিন্দুত্ববাদীদের ধোকায় না পরে মুসলিমদেরকে ঐকবদ্ধভাবে নিজেদের অধিকার আদায়ের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন হক্বপন্থী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

-----

1. 7 suspended for allowing students in hijab to take class 10 exams in K'taka - https://tinyurl.com/yam2hjdm